“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের মুখপত্র

লিপিমিতা

প্রধান সম্পাদক-বিশ্বদূত

বৈশাখ— জ্যৈষ্ঠ— আষাঢ়— ১৩৮১

১৫শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

প্রচ্ছদপটে — অঙ্কণ প্রতিযোগিতায় প্রথম

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি ও ভেতরে মিতা সম্মেলনের ছবি

(পর পৃষ্ঠায়)

মুদ্রণে—

বেঙ্গল প্রেস

৫১, ভৈরব দত্ত লেন, (বড়বাগান)

সালকিয়া, হাওড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ঃ উন্মোচন ঃ

পত্রালাপী মিতাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় উদ্ঘাটনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল আলোক চিত্র। নীচে কয়েক জন বিশ্বমিতার প্রতিকৃতির উন্মোচন করা হল। আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে মিতাদের সাক্ষাৎ আলাপের সূচনা অধিকতর সহজ ও সরল হবে। — সঙ্ঘমিতা।

বিঃ দ্রঃ — বাকী ছবিগুলো ভেতরে মুদ্রিত হল।
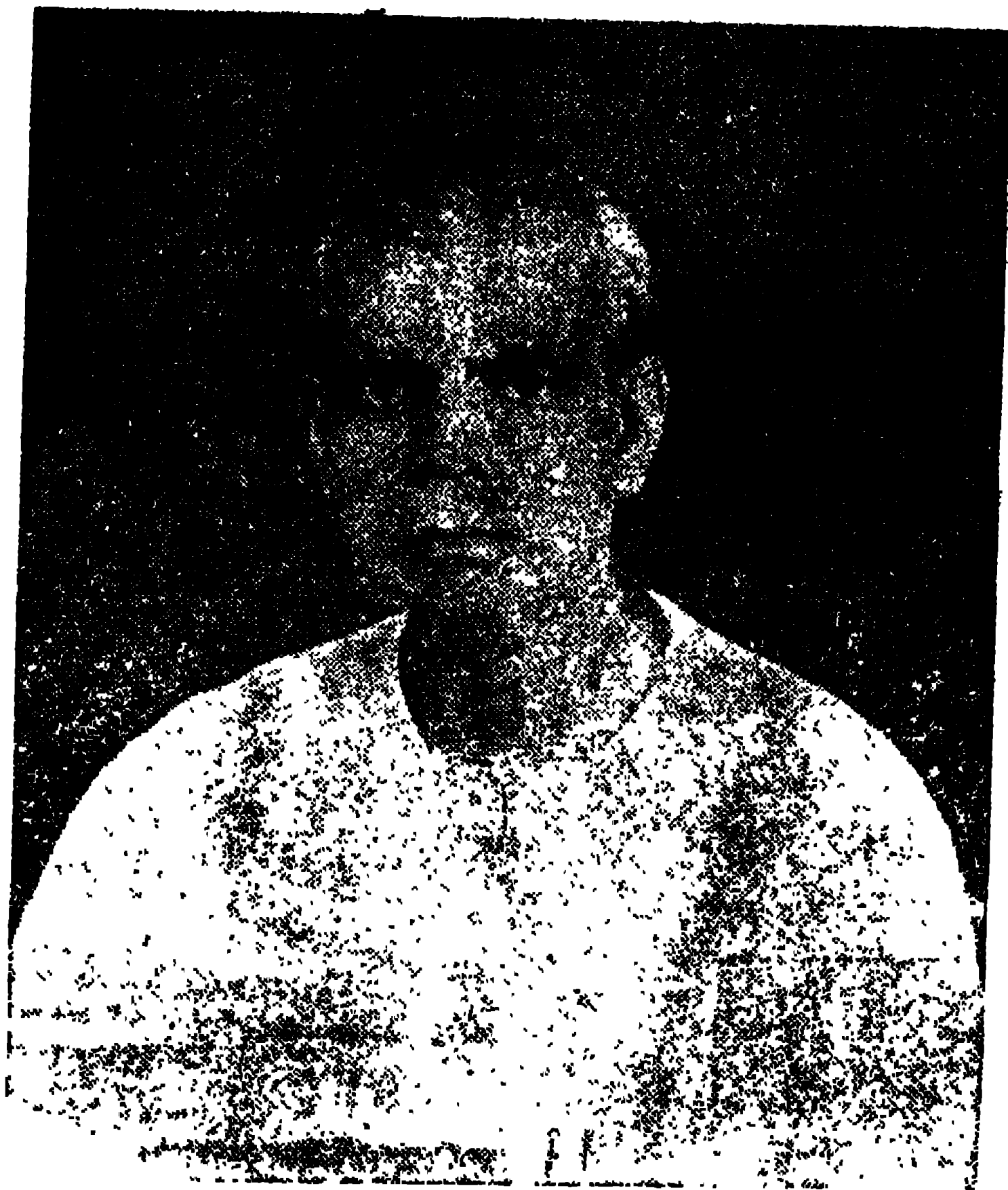
বি ১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে

বি ৬৯২৬ জয়ন্ত কুমার নাগ।

বি ৭৫৫৩ রত্না দে ও
বি ৬৩৮৪ ডাঃ রণেন দে

। ৭২৮৮ বসির লস্কর।

বি ৬১৬০ অমিয় কুমার কুন্তি।

বি ৭২৭৯ লোকনাথ সাহা

বি ৭১৯৩ অমলেন্দু বিকাশ শতপথী

বি ৭১৩৯ নিতাই কুমার সাহা।

বি ৭১৬৫ অশোক কুমার মুখার্জী।

বি ৭৫৯৬ সুপ্রিয় কুমার ঘোষ।

বি ৭৩৭৫ ডাঃ মৃগেন দত্ত
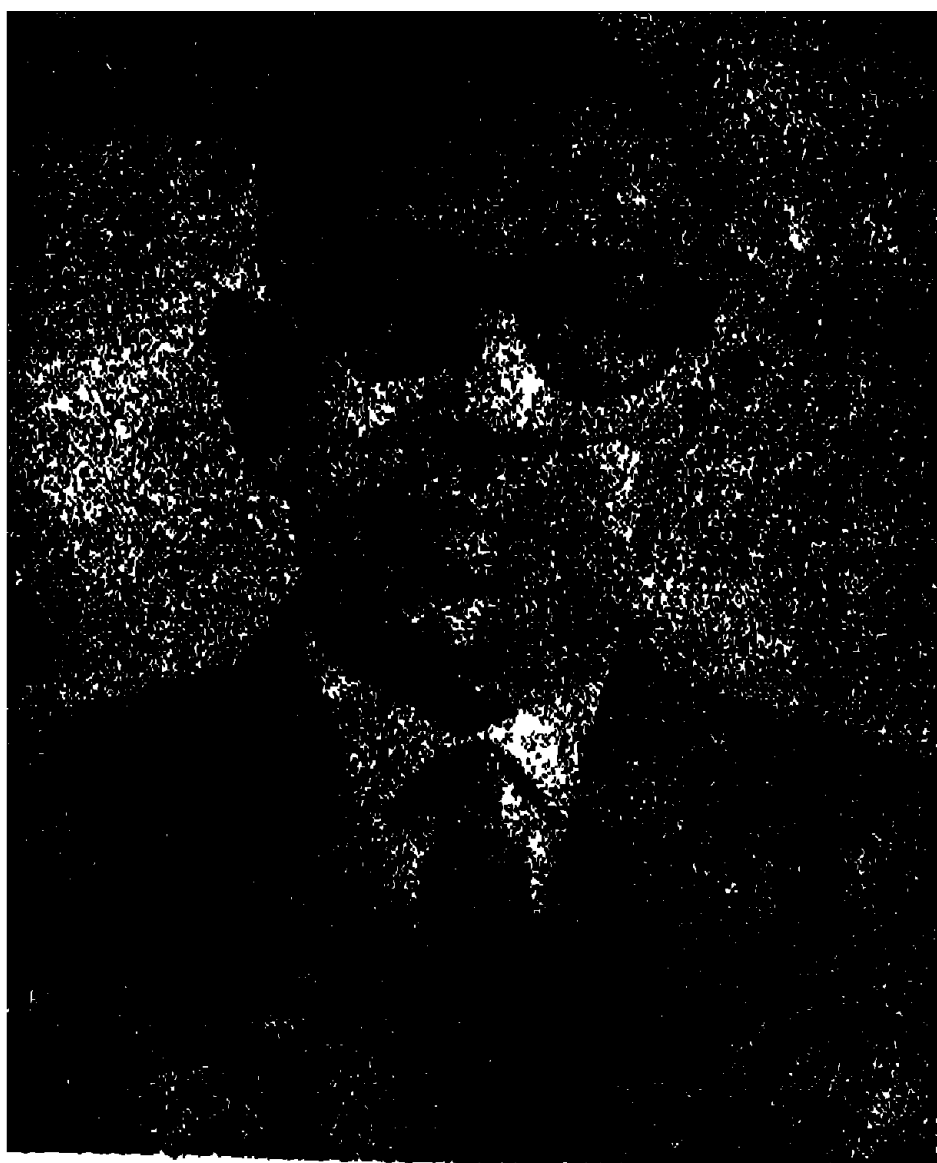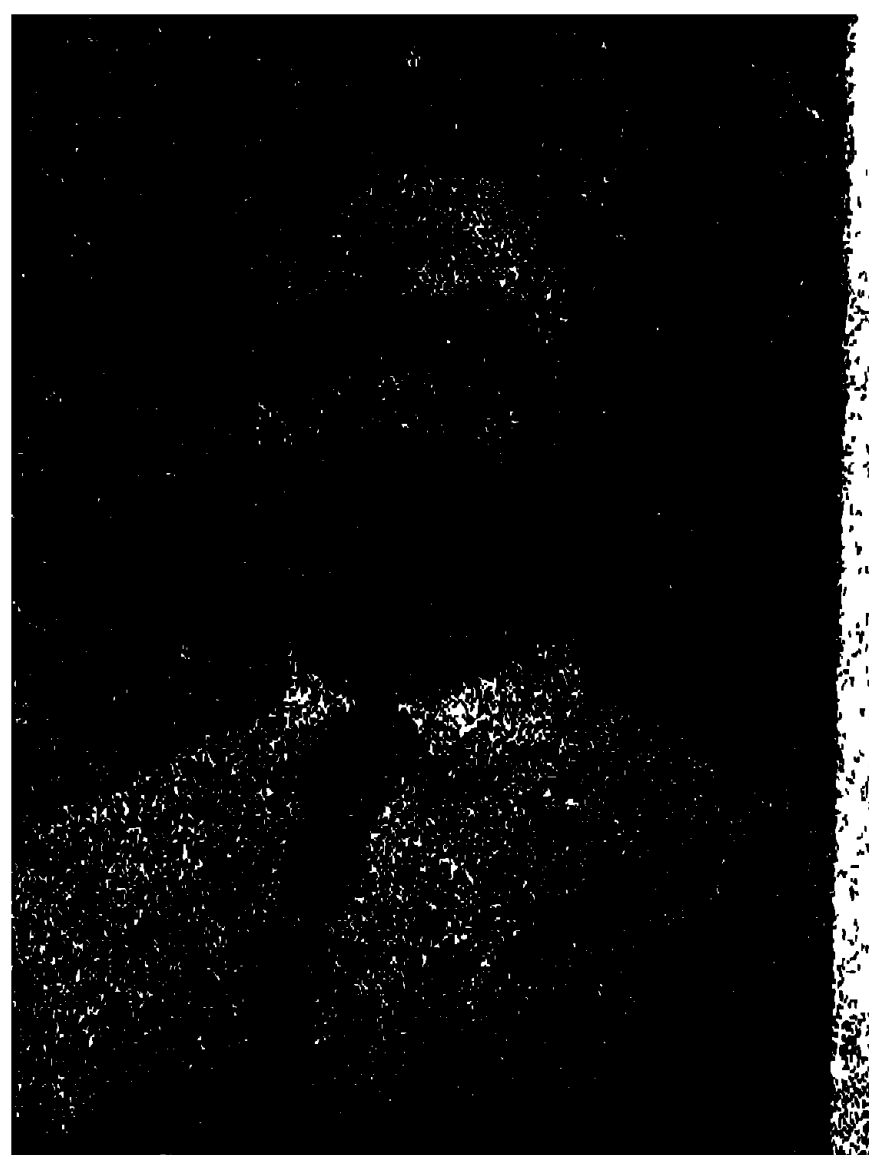
নববর্ষের

দিনপঞ্জী

[illegible]

(ইংরাজী— ১৯৭৪ - ৭৫

দেশে-বিদেশে শ্রোতাদের সুবিধার জন্য বাংলা তারিখের সঙ্গে ইংরাজী তারিখ প্রকাশ করা হল। স্থানাভাব বশতঃ পূর্ণ বৎসরের প্রতিটি দিনের তারিখ উল্লেখ করা সম্ভব হল না।

বাংলা মাসের পয়লা ও সংক্রান্তির সঙ্গে একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং বিভিন্ন পর্বাদির তারিখগুলি ইংরাজী তারিখ সহ নীচে উল্লেখ করা হল। শ্রোতারা একটু চেষ্টা করলে সহজেই অনুল্লিখিত তারিখ হিসেব করে নিতে পারবেন। স্থান সঙ্কু-লানের জন্য বাংলা ও ইংরাজী মাসের প্রথমবর্ণ এবং একাদশীর 'এ', অমাবস্যার 'অ', পূর্ণিমার 'পূ' ও ছুটির 'ছু' সাঙ্কেতিক চিহ্ন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

বৈশাখ :—

১লা বৈশাখ ১৫ই এপ্রিল সোমবার নববর্ষ ছু। ৪ঠা বৈশাখ ১৮ই এ, বৃহস্পতি-বার এ। ৮ই বৈ, ২২শে এ সোমবার অ। ১১ই বৈ ২৫শে এ বৃহস্পতিবার অক্ষয় তৃতীয়া। ১৬ই বৈ ৩০শে এ মঙ্গলবার সীতা নবমী ব্রত। ১৭ই বৈ ১লা মে বুধবার মে দিঃ ছু। ১৮ই বৈ ২রা মে বৃহস্পতিবার এ। ২০শে বৈ ৪ঠা মে শনি-বার ফতেহা-ইয়াজ-দাহাম্। ২২শে বৈ ৬ই মে সোমবার বৈশাখী পূর্ণিমা। ২৫শে বৈ ৯ই মে বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র জয়ন্তী। ৩০শে বৈ ১৪ই মে মঙ্গলবার সংক্রান্তি।

জ্যৈষ্ঠ

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৫ই মে বুধবার ৩রা

জ্যৈ ১৭ই মে শুক্রবার এ। ৬ই জ্যৈ ২০শে মে সোমবার সাবিত্রী ব্রত। ৭ই জ্যৈ ২১শে মে মঙ্গলবার অ। ১৩ই জ্যৈ ২৭শে মে সোমবার জামাই ষষ্ঠী। ১৬ই জ্যৈ ৩০শে মে বৃহস্পতিবার দশহরা। ১৭ই জ্যৈ ৩১শে মে শুক্রবার এ। ২১শে জ্যৈ ৪ঠা জুন মঙ্গলবার পূ স্নানযাত্রা ছু। ৩১শে জ্যৈ ১৫ই জুন শনিবার সংক্রান্তি।

আষাঢ় :—

১লা আষাঢ় ১৬ই জুন রবিবার এ। ৫ই আ ২০শে জুন বৃহস্পতিবার অ। ৭ই আ ২২শে জুন শনিবার রথযাত্রা ছু। ১৫ই আ ৩০শে জুন রবিবার এ ব্যাঙ্ক ছু। ১৯শে আ ৪ঠা জুলাই বৃহস্পতিবার পূ। ৩০শে আ ১৫ই জু সোমবার এ। ৩১শে আ ১৭ই জু বুধবার সংক্রান্তি।

শ্রাবণ :—

১লা শ্রাবণ ১৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার। ২রা শ্রা ১৯শে জু শুক্রবার অ। ১১ই শ্রা ২৯শে জু সোমবার এ ঝুলনযাত্রা। ১৭ই শ্রা ৩রা আগষ্ট শনিবার পূ। ২৪শে শ্রা ১০ই আ শনিবার জন্মাষ্টমী ছু। ২৮শে শ্রা ১৪ই আ বুধবার এ। ২৯শে শ্রা ১৫ই আ বৃহঃবার স্বাধীনতা দিবস ছু। ৩১শে শ্রা ১৭ই আ শনিবার অ সংক্রান্তি।

ভাদ্র :—

১লা ভাদ্র ১৮ই আগষ্ট রবিবার। ১১ই ভা ২৮শে আ বুধবার এ। ১৫ই ভা ১লা সেপ্টেম্বর রবিবার পূ। ২৬শে ভাঃ ১২ই সে বৃহস্পতিবার এ। ৩০শে ভাঃ ১৬ই সে সোমবার অ। ৩১শে ভাঃ ১৭ই সে মঙ্গল-বার বিশ্বকর্ম্মা পূজা, সংক্রান্তি ছু।

আশ্বিন :—

১লা আশ্বিন ১৮ই সেপ্টেম্বর বুধবার। ৬ই আ ২৩শে সে সোমবার রাধাষ্টমী ব্রত। ১০ই আ ২৭শে সে শুক্রবার এ। ১৪ই আ ১লা অক্টোবর মঙ্গলবার পূ। ১৫ই আ ২রা অক্টো বুধবার গান্ধীর জন্মদিন ছু। ২৪শে আ ১১ই অক্টো শুক্রবার এ। ২৮শে আ ১৫ই অক্টো অ মহালয়া ছু। ৩১শে আঃ ১৮ই অক্টো শুক্রবার সংক্রান্তি।

কার্ত্তিক :—

১লা কার্ত্তিক ১৯শে অক্টোঃ শনিবার। ৩রা কা ২১শে অক্টোঃ সোমবার দুর্গা-ষষ্ঠী। ৪ঠা কা ২২শে অক্টোঃ মঙ্গলবার সপ্তমী দুর্গাপূজা ছু। ৫ই কা ২৩শে

অক্টোঃ বুধবার মহাষ্টমী ছু। ৬ই কা ২৪শে অক্টোঃ বৃহঃবার মহানবমী ছু। ৭ই কা ২৫শে অক্টোঃ শুক্রবার বিজয়া দশমী ছু। ৮ই কা ২৬শে অক্টোঃ শনিবার এ। ১২ই কা ৩০শে অক্টোঃ বুধবার কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ছু। ১৩ই কা ৩১শে অক্টোঃ বৃহঃবার পূ। ২৩শে কা ১০ই নভেম্বর রবিবার এ। ২৬শে কা ১৩ই ন বুধবার শ্যামা পূজা ছু। ২৭শে কা ১৪ই ন বৃহঃবার অ। ২৮শে কা ১৫ই ন শুঃবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। ২৯শে কা ১৬ই ন শনিবার কার্ত্তিক পূজা, সংক্রান্তি।

অগ্রহায়ণ :—

১লা অগ্রহায়ণ ১৭ই নভেম্বর রবিবার। ৭ই অগ্রঃ ২৩শে ন শনিবার জগদ্ধাত্রী পূজা। ৯ই অগ্রঃ ২৫শে ন সোমবার এ। ১২ই অগ্রঃ ২৮শে ন বৃহঃ গুরু নানকের জন্মদিন ও রাসযাত্রা ছু। ১৩ই অগ্রঃ ২৯শে ন শুক্রবার পূ চন্দ্র গ্রহণ। ২৩শে অগ্রঃ ৯ই ডিসেম্বর সোমবার এ। ২৭শে অগ্রঃ ১৩ই ডি শুক্রবার অ। ৩০শে অগ্রঃ ১৬ই ডি সোমবার সংক্রান্তি।

পৌষ :—

১লা পৌষ ১৭ই ডিসেমবর মঙ্গলবার। ৯ই পৌ ২৫শে ডি বুধবার এ বড়দিন ছু। ১৩ই পৌ ২৯শে ডি রবিবার পূ। ১৫ই পৌ ৩১শে ডি মঙ্গলবার ব্যাংকের ছু। ১৬ই পৌ ১লা জানুয়ারী বুধবার ইং নববর্ষ ছু। ২৩শে পৌ ৮ই জা বুধবার এ। ২৭শে পৌ ১২ই জা রবিবার অ। ২৯শে পৌষ ১৪ই জা মঙ্গলবার সংক্রান্তি।

মাঘ :—

১লা মাঘ ১৫ই জানুয়ারী বুধবার। ৯ই মা ২৩শে জা বৃহঃবার এ নেতাজীর জন্মদিন ছু। ১২ই মা ২৬শে জা রবিবার সাধারণতন্ত্র দিবস ছু। ১৩ই মা ২৭শে জা সোমবার পূ। ২৩শে মা ৬ই ফেব্রুয়ারী বৃহঃ এ। ২৮শে মা ১১ই ফে মঙ্গলবার অ। ৩০শে মা ১৩ই ফে বৃহঃ সংক্রান্তি।

ফাল্গুন :—

১লা ফাল্গুন ১৪ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। ৩রা ফা রবিবার সরস্বতী পূজা ছু। ৯ই ফা ২২শে ফে শনিবার এ। ১৩ই ফা ২৬শে ফে বুধবার পূ। ২৩শে ফা ৮ই মার্চ শনিবার এ। ২৬শে ফা ১১ই মার্চ মঙ্গলবার শিবরাত্রি। ২৭শে ফা ১২ই মার্চ বুধবার অ। ২৯শে ফা ১৪ই মার্চ শুক্রবার সংক্রান্তি।

চৈত্র :—

১লা চৈত্র ১৫ই মার্চ শনিবার। ৯ই চৈ ২৩শে মার্চ রবিবার এ। ১১ই চৈ ২৬শে মার্চ বুধবার ফতেহা-দোহাজ-দাহাম। ১৩ই চৈ ২৭শে মার্চ বৃহস্পতিবার পূ দোলযাত্রা ছু। ১৪ই চৈ ২৮শে মার্চ শুক্রবার গুড্ ফ্রাইডে ছু। ২৪শে চৈ ৭ই এপ্রিল সোমবার এ। ২৮শে চৈ ১১ই এপ্রিল শুক্রবার অ। ৩০শে চৈ ১৩ই এপ্রিল রবিবার নীলের পূজা। ৩১শে চৈ ১৪ই এপ্রিল সোমবার চড়ক পূজা সংক্রান্তি।

রাশি অনুসারে ব্যক্তিগত বর্ষ ফল

১৩৮১ বংগাব্দ

শশী রাজা গুরু মন্ত্রী

এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষ ভাগ্য চক্রকে উপেক্ষা করতে পারে না। আর কি করেই বা উপেক্ষা করবে? সঠিক রাশি লগ্নের কোষ্ঠী ফলাফলের এমন অনেক আধি দৈবিক ও আধি ভৌতিক বিষয় মানুষের প্রবাহমান জীবন ধারায় প্রভাব বিস্তার করেছে যাকে কোন বুদ্ধিমান মানুষ অবহেলা করতে পারে না।

আমরা নীচে রাশি অনুসারে বর্ষ ফল প্রকাশ করলাম। অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিদগণের দ্বারা এই বর্ষ ফল নিরূপিত হয়েছে।

মেষ রাশি :—

আশ্বিন মাস পর্যন্ত বিদ্যাভ্যাসের ফল শুভ। কিন্তু তারপর পরীক্ষার ফল শুভ নয়। আর্থিক অবস্থা আশানুরূপ নয়। তবে কোন আগ্রজের সাহায্য পেলে ফল শুভ হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালই যাবে, তবে সর্দি, কাশি ও অর্শতে কিছু কষ্ট দিতে পারে। মাতা ও স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা বৎসরের শেষের দিকে ভাল যাবে না। আষাঢ় থেকে কার্ত্তিক মাস পর্যন্ত পিতার দৈহিক অবস্থা খুব ভাল যাবে না।

বৃষ রাশি :—

বিদ্যাভ্যাসের ফল সন্তোষ জনক নয়। আয়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়বে। লটারীতে লাভের আশা আছে। নতুন ব্যবসায়ীদের পক্ষে বৎসরটি খুব ভাল বলা যেতে পারে। দৈহিক অবস্থা ভাল যাবে। মাতা ও স্ত্রীর শরীর ভালই থাকবে। তবে পিতার স্বাস্থ্য কার্ত্তিক মাসের পর ভাল যাবে না। পুত্রদের সঙ্গে মনের মিল থাকবে। বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

মিথুন রাশি :—

জলজদ্রব্যের ব্যবসায়ে লাভ হবার সম্ভাবনা আছে। আর্থিক ব্যাপারে ভাইদের সাহায্য পেতে পারেন। লটারীতে লাভের আশা করতে পারেন। সারস্বত সাধনায় সাফল্য লাভ হবে। মাথায় আঘাত লেগে কিছুকাল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কাটতে পারে।

স্ত্রী, মাতা প্রভৃতির স্বাস্থ্য ভালই যাবে। বৎসরের শেষের দিকে পিতার স্বাস্থ্য হানি হবে। একটি গৌর বর্ণ পুত্র হবার সম্ভাবনা আছে।

কর্কট রাশি :—

বিদ্যার স্থান মোটেই শুভ নয়। আর্থিক সচ্চলতা ভালই হবে। প্রস্রাব ও উদরাময় রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। স্ত্রী: পুত্র বিয়োগের সম্ভাবনা আছে। মাতার সঙ্গে কলহের যোগ আছে। পিতা ও মাতার স্বাস্থ্য খুব ভাল যাবে না।

সিংহ রাশি :—

লেখাপড়া ও পরীক্ষার ফল আশাপ্রদ নয়। অর্থাগম উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাবে। আশ্বিন মাসের মধ্যে পরলোকগত আত্মীয়ের সম্পত্তি প্রাপ্তি যোগ আছে। আপনার শরীর মোটামুটি ভালই যাবে কিন্তু মাতার শরীর অবনতি হবে। পিতার ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশা আছে। পুত্র সন্তান হবার সম্ভাবনা আছে।

কন্যা রাশি :—

সারস্বত সাধনা ভাল হবে তবে প্রত্যক্ষ সাফল্য লাভের আশা কম। অর্থাগমের পথ বাধাগ্রস্ত হলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। ব্যসনে লাভের যোগ আছে। বুঝে ব্যয় না করলে ঋণ হবার সম্ভাবনা আছে। মাতার স্বাস্থ্য হানি ঘটবে। পিতার শারীরিক অবস্থাও ভাল যাবে না। সাবধানে না থাকলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আপনার ও পুত্র কন্যার শরীর ভাল যাবে।

তুলা রাশি :—

বিদ্যালাভ ভালই হবে। তবে বৎসরের শেষের দিকে পরীক্ষার ফল সুবিধাজনক হবে না। অর্থাগমের পথ সুগম। ঠিকাদার ব্যবসায়ী পক্ষে বৎসরটি শুভ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির আশা আছে। সাবধানে না থাকলে পেটের রোগে অস্ত্রোপচার হতে পারে। স্ত্রী ও মাতার শরীর মোটামুটি ভাল যাবে। পিতার সঙ্গে মত বিরোধ ঘটবে। ফলে পিতার শরীর মন্দের দিকে যাবার সম্ভাবনা আছে। পুত্র-কন্যাদের শরীর খুব ভাল যাবে না।

বৃশ্চিক রাশি :—

বস্ত্র, সিমেন্ট ও চূণের কারবারে প্রচুর লাভ হবে। অন্যান্য ব্যাপারে অর্থাগম

ভালই হবে, তবে লটারীতে প্রাপ্তি যোগ নেই। পরীক্ষার ফল আশাপ্রদ নয়। মাথায় গুরুতর আঘাত পাবার সম্ভাবনা আছে। ভাইদের সঙ্গে মত বিরোধ হতে পারে। মাঘ মাসের পর থেকে মাতার শরীর ভাল যাবে না। স্ত্রী সাংঘাতিক কোন রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। পিতা ও সন্তানাদির স্বাস্থ্য ভাল যাবে। বসতবাড়ি ঋণের দায়ে বিক্রি হতে পারে।

ধনু রাশি :—

সারস্বত সাধনা মোটের উপর ভাল হবে। কৃষিজাত পণ্যে প্রচুর লাভ হবার সম্ভাবনা আছে। বাসনাদি ব্যাপারে কিছু লাভ হতে পারে। পায়ে আঘাত লাগার যোগ আছে। পিতা-মাতার স্বাস্থ্য ভালই যাবে। কর্মক্ষেত্রে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের সম্ভাবনা আছে।

মকর রাশি :—

লেখা পড়ায় মনোযোগী হবেন, কিন্তু পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হবে না। অর্থাগমের পথে বহু বাধা এলেও আর্থিক অবস্থা সচ্ছল থাকবে। লটারীতে কিছু প্রাপ্তি যোগ আছে। অগ্রহায়ণ মাস থেকে জননেন্দ্রিয় রোগে ভুগতে পারেন। স্ত্রী ও মাতার শরীর ভাল যাবে না। পিতা ও পুত্র কন্যাদের শরীর মোটামুটি ভাল থাকবে। অসুখে-বিসুখে প্রচুর ব্যয়ের সম্ভাবনা আছে।

কুম্ভ রাশি :—

বিদ্যাভ্যাসের ফল সুবিধাজনক নয়। ব্যবসায় মোটের উপর লাভের আশা আছে। কর্মস্থলে বহু সুযোগ সুবিধা আসতে পারে। পাকস্থলীর কোন রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। পিতা মাতার শরীর ভালই যাবে। স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের বার বার অসুখের জন্য ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। ধর্মে মন দিলে ভালই হবে।

মীন রাশি :—

সারস্বত সাধনার ফল ভালই হবে। আর্থিক সচ্ছলতা মোটামুটি ভাল। বাসনাদি-ব্যাপারে লাভের আশা আছে। শ্লেষ্মা সংক্রান্ত কোন রোগে প্রায় সমগ্র বৎসরটি কাটবে। আশ্বিন মাস থেকে মাতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। পিতা ও স্ত্রীর শরীর মোটামুটি ভাল থাকবে। পুত্র ও কন্যাদের বিবাহের এবং বাসগৃহ সংস্কারের যোগ আছে। ধর্মে কর্মে মন আসতে পারে।

নববর্ষের শুভেচ্ছা

নিত্যকালের মত মহাকালের অক্ষয় বর্তিকা থেকে আর একটি বৎসর ইতিহাসের যাদুঘড়ে ঝরে পড়ল। বঙ্গাব্দ ১৩৮০র কথা বলছি। বহুদিন পর এবারে তার চৈতালির উদ্ভ্রান্ত আসরে সাক্ষাৎ পাওয়া গেল কাল-বৈশাখীর তাণ্ডবনৃত্যের। ওতে যেন শোনা গেল অনাগতের তূর্যধ্বনি, অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহন। প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে কিসের বিপ্লব! অস্তগামী সূর্যের মত রক্ত-রাগরঞ্জিত হবে কি ঐ বিপ্লব? প্রলয়কালীন উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের কল্লোলের মত শোনাবে কি ওর বজ্রনির্ঘোষ?

বিগত বৎসরটি অতীতের সমাধিগুহায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকলেও তার প্রশস্ত ললাটে অঙ্কিত রয়েছে অনাগত যুগের অলঙ্ঘনীয় জয়টিকা। ইতিহাসের শুষ্ক পত্র-রাশি থেকে মৃত ঘটনাগুলোর প্রেতাত্মা সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে ভাবীকালের কাঁধে চেপে সজোরে তার কর্ণমূলে মোচর দিয়ে ঠেলে নিয়ে যায় একেবারে বর্ত্তমানের ঘোরদৌড়ের মাঠে। সেখানেই হয় হার জিতের খেলা।

কোন অবিশ্বাসী বলে অতীত মরে যায়?

অতীত কখনও মরে না, সে বিশ্রাম নেয় মাত্র, মাঝে মাঝে কপট নিদ্রা দেয়। পিতা যেমন স্ত্রীর গর্ভে পুত্র হয়ে আসে। অতীত তেমনি মহাকালের গর্ভে ভবিষ্যৎরূপে জন্ম পরিগ্রহ করে। সর্ব্বত্র এই একই নিয়ম চলছে।

মানুষ যেদিন প্রথম মাথা উঁচু করে উপর দিকে তাকিয়ে সূর্যকে প্রণাম জানাল, সেইদিন থেকে ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তির শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সমগ্র অভিযানের হিসাব নিকাশের মোট জের হোল বঙ্গাব্দ ১৩৮০। তারই ফলশ্রুতি হবে ১৩৮১। সুতরাং ১৩৮০কে নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

বঙ্গাব্দ ১৩৮০কে বলা চলে নবজাতকের উদ্যাত্রা। গুজরাট এর সূচনা করে, যদিও সে চারিত্রের দিক দিয়ে পেশল অপেক্ষা পেলব বেশী। সেখানকার গণতন্ত্রের সেতুটাকে শতাধিক সুদৃঢ় স্তম্ভ সযত্নে মাথায় করে রেখেছিল; সহসা বিমুগ্ধ সিন্ধুর লক্ষ লক্ষ তরঙ্গাঘাতে তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। দলের ফুটো বেলুনটাকে এ্যাবসলিউট মেজরিটির ফুঁ দিয়েও টিকিয়ে রাখা সম্ভব হোল না।

পৃথিবীর গণতন্ত্রের ইতিহাসে এটা একটা মস্তবড় নজির হয়ে রইল। নেতৃহীন ভারত নোঙর ছেঁড়া নৌকার মত দলাদলির ঘূর্ণীতে পড়ে কেবল পাক খাচ্ছে; উদ্ধারের উপায় থাকলেও তার কোন চেষ্টা নেই।

বৎসর দুই আগে পশ্চিমবাংলার প্রায় সর্বত্র জিঘাংসার যে রক্তাক্ত ছোরাটা সূর্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করে উঠত, ১৩৮০র প্রকাশ্য দিবালোকে ওকে দেখা না গেলেও মাঝে মধ্যে গোপন অভিসার ঠিকই চলছে। জনসাধারণের অসন্তোষ চরমে উঠেছে।

মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের অজুহাতে মোটা ভাত কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধি এত বেশী হয়েছে যে গরীব ও নিম্নমধ্যবিত্তের তা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। দেশকে ভাল বাসেন এমন যে কোন ব্যক্তি সহরে নগরে গ্রামে গিয়ে একটু খোঁজ কোরলেই তিনি দেখতে পাবেন, যে কোন বয়সের বহু নরনারী অনাহারে বিনাচিকিৎসায় প্রত্যহ কি মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যুকে বরণ করছে।

নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য আমাদের অনেকেই কাজে নেমেছেন। কিন্তু প্রত্যহ হাজার হাজার সরলমতি কিশোর কিশোরী যে চোরাকারবারীদের হাতিয়ার হয়ে যত প্রকারের জঘন্যতম অপরাধ থাকতে পারে তাদের শিকারের সামিল হচ্ছে, তাদের বাঁচবার কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কি?

এরাই প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর ওয়াগন-বেকার, স্মাগলার, স্টুয়িগুলাব ইত্যাদি হয়ে বিদেশীদের কাছে ভবিষ্যতে ইণ্ডিয়াকে কুখ্যাত প্যাটাগোনিয়াতে পরিণত করবে।

১৩৮০র সরকারী স্লোগান - বেতার ও বার্তাবহের মাধ্যমে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হোল। 'ধীরে চলো' নীতি থামাও, হরতাল বন্ধ কর, উৎপাদন বাড়াও, সব অভাব দূর হয়ে যাবে, বেকারের সংখ্যা কমবে এবং গরীবী হটবে"।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন মানুষের বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার উপর চার আনা নির্ভরশীল নয় প্রধান উৎস হোল বিদ্যুৎ। বর্তমানে উৎপাদনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সময় বিদ্যুৎহীন অবস্থায় থাকে। তাছাড়া কাঁচামালের সরবরাহ অত্যন্ত অনিয়মিত ও অপ্রতুল। যন্ত্রপাতি পুরাতন ও জীর্ণ, বিদ্যুৎ ও কাঁচামালের অভাবে বহু শ্রমিক কর্মহীন।

বাইশ বছর পরে চারটে পাঁচশালা পরিকল্পনা হয়ে গেল। ভুল পথে চালিত হওয়ার জন্য গ্রামের উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি তো হয়ইনি, নগর সহর ও বন্দরের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মহাত্মাজীর ধ্বনি ছিল— "গো ব্যাক টু ভিলেজ"। ভক্তরা প্রকল্প রূপায়ন কালে গান্ধিজীর নির্দেশ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করলেন। কর্ণধারগণ বিদেশ থেকে মোটা ঋণ করে, বিরাট বিরাট কলকারখানা সহরগুলিতে ও তাদের উপকণ্ঠে বসালেন। দারিদ্র্যপীড়িত কর্মহীন গ্রামবাসীগণ দিন মজুরীর আশায় দলে দলে এসে ভীর জমাল কলকারখানার চারপাশে। শতকরা দশ জন চাকরী পেল কিনা সন্দেহ, বাকিগুলো সঙ্গতির অভাবে আর গ্রামে ফিরে যেতে পারল না, ছড়িয়ে পড়ল সহরের পথে ফুটপাথে, খোলা মাঠে, ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্মে। রুজি-রোজগারের জন্য নীতিবোধ বিসর্জন দিলেন।

ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর সঙ্গে সহরবাসীদের অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে উঠল। প্রথম থেকেই যদি নেতৃবৃন্দ বিরাট কলকারখানাগুলির কয়েকটিকে ছোট ছোট আকারে রূপায়িত করে, বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন তাহলে বোধকরি আজ দেশের এই দুরবস্থা হোত না।

"হিউম্যান ইউস ফর্ হিউম্যান্ বিংস্" সত্য হয়ে উঠত। গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেত এবং গরীবী হটানোর বুলি আংশিক ভাবে সাফল্য লাভ করত।

১৩৮০-র আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান

হোল রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রদের কার্য-করী সাফল্যলাভ। কিন্তু দেশের শিক্ষালয়-গুলি ক্রমশঃ আদর্শহীন হয়ে পড়েছে। শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয় সত্য কিন্তু তাঁরা শিক্ষক সুলভ মনোবৃত্তি থেকে অনেকখানি সরে গিয়েছেন। গত বিশ বছর আগেও শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যে মধুর ভাব বিরাজ করত; তা আজ আর

সরকার, অভিভাবক ও শিক্ষক সমাজ আদর্শভ্রষ্ট হওয়ার জন্য ছাত্রবৃন্দ বিপথগামী হচ্ছে। শিক্ষায় গলদ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। পাঠক্রম ও শিক্ষণপদ্ধতি নিয়ে হাস্যকর পরীক্ষা নিরীক্ষা দীর্ঘকাল ধরে চলছে, অথচ উন্নত দেশগুলির সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষণপদ্ধতি অনুসরণ করতে আমাদের আপত্তি কোথায় তা বুদ্ধির অগম্য।

নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা হেতু ছাত্রগণ আরও বেশী বিক্ষুব্ধ। সারাদিন কেটে যায় ঐ সকল বস্তুর সংগ্রহের কাজে, রাত্রে বিদ্যুৎ ও কেরো-সিনের অভাব, ছাত্ররা বিদ্যাভ্যাসের উপযুক্ত সময় পায় না। কাগজ, বই, খাতা, বেতন প্রভৃতির মূল্য এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে গরীব ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ের পক্ষে শিক্ষালাভ করা অসম্ভব। দেশ থেকে নীতি শিক্ষাতো প্রায় উঠেই গেছে, এবারে আক্ষরিক বিদ্যাটাও লুপ্ত হতে চলেছে।

চারিদিকে হতাশার অন্ধকার। সরকার আছে শাসন নেই, বাজপড়া গাছের মত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খাড়া আছে করুণার পাত্র হয়ে।

৭১ ওয়াগন চিনি হাওড়া ইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও রেশনের দোকানে চিনির ডিউ-স্লিপ বিলিকরা হচ্ছে। বলা বাহুল্য খাদ্য ডিউস্লিপ ১৩৮০র আর একটি অভিনব অবদান।

বাক্‌সর্ব্বস্ব সরকারের কঠোরতম দণ্ডের হুমকিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মুনাফাখোর কালো-বাজারী আর ভেজালকারীরা অবাধে তাদের বিজয়রথ জনসাধারণের বুকের উপর চালিয়ে বেড়াচ্ছে। ভেজালকারীরা ঔষধে ও ভোজ্য-দ্রব্য অবাধে যা তা ভেজাল মিশিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাবার পর দৈবাৎ ঘুষদানের হেরফেরে যদি বড়কর্তার হাতে ধরা পড়ে, তবে তার শাস্তিস্বরূপ জরিমানা করা হয় একটি বিরাট অঙ্ক মাত্র ১০০ টাকা।

স্বাধীনতা লাভের পর ২৬ বৎসর কেটে গেল, অথচ ইংরাজ আমলের পঙ্গু আইন-গুলো আজও পাল্টান সম্ভব হয়ে উঠল না।

এইসব দেখেশুনে অনেক সময় মনে হয়, লোকসভায় ও বিধানসভায় জনসাধারণ যাদেরকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়ে থাকে; ওঁদের অধিকাংশই চোরাকারবারী ও পুঁজি-বাদীদের তল্পিবাহক ছাড়া আর কিছুই নয়।

জনসাধারণের মানসপটে আঁকা লোকমাতার পবিত্র মূর্তিটি ক্রমশঃ বিবর্ণ হয়ে আসছে। শুধু সরকার নয় সমগ্র জাতিটাই যেন চরিত্রহীন হয়ে পড়েছে।

১৩৮০-র শেষ দিকটা বড় মর্মান্তিক ভাবে করুন। কয়েকজন প্রতিভাধর মনীষীকে আমরা এই সময় হারিয়েছি। প্রথমেই নাম করতে হয় দুজন জগদ্বিখ্যাত গুণীর। ওঁদের মধ্যে প্রথম হলেন বসু সংখ্যায়ন তত্বের উদ্ভাবক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, যিনি শেষ জীবন মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

দ্বিতীয় জন হলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি জর্জ পঁপেতু; ইনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত ফ্রান্সকে দ্যগলের সহযোগিতার পূর্ব্ব গৌরবে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে যাঁরা নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন এমন কয়েকজনকে আর আমাদের মধ্যে দেখতে পাব না।

এঁরা হলেন চারুশিল্পানুরাগী ও, সি, গাঙ্গুলী, লক্ষ্ণৌ মরিস্ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ কৃষণজী রতন ঝংকার দরবারী মেজাজের সুগায়ক ওস্তাদ আমীর খাঁ এবং সুরশিল্পী, অভিনয় কুশলী, প্রিয়-দর্শন ও বন্ধুবৎসল পাহাড়ী সান্যাল।

হারিয়েছি তিনজন প্রোথিতযশা সাহি-ত্যিককেও প্রথমেই চলে গেলেন বৈঠকী ভাষায় ওস্তাদ সৈয়দ মুস্তাব আলি। এর পর বিদায় নিলেন কল্লোলযুগের অন্যতম স্তম্ভ যৌবনের কবি বুদ্ধদেব বসু; সবশেষে মায়া কাটালেন আমাদের পবিত্র দা অর্থাৎ অজাতশত্রু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

এই অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী বলি বাংলার ভাগ্যাকাশে খুব কমই ঘটেছে। বিগত প্রাণ অমৃতলোকের যাত্রীবৃন্দকে আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

এবারে ১৩৮০কে বিদায় দিয়ে ১৩৮১কে সাদর আহ্বান জানাই। আলো আঁধারে ঘেরা মেঘ ও রৌদ্রের পৃথিবীতে প্রকৃতি দেবী সুখ দুঃখের অক্ষমালা নিয়ে অহরহ জপে ব্যস্ত।

আমরা তাঁরই সন্তান। তাইতো হাসি-

কান্নার আশানিরাশায় আমরাও দুলছি নিত্য। কে বলতে পারে হয়ত ১৩৮১-র বুকেই আমরা দেখতে পাব আমাদের বাঁচার নতুন পথ-সার্থকতার নবীন আশার আলো। আমরা তোমাকে অকুণ্ঠচিত্তে বরন করি। এই সঙ্গে সংঘের মিতা ভাই বোনদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দকে জ্ঞাপন করি অকুণ্ঠ শুভ কামনা।

এস হে নবাগত নবীন অতিথি ১৩৮১।

হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যেমন একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালে অমনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্ম-জন্মান্তরের পাপও তাঁর একবার দৃষ্টিতে দূর হয়।

—রামকৃষ্ণ

সংগ্রাহক :— বি ৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র।

মানবের আণবিক বিবর্তন

— বি ৭৪১৫ ডঃ গুরুদাস কুমার।
এম, এস, সি, পি, এইচ, ডি,

মানবের ক্রম-বিকাশের বিষয় বৈজ্ঞানিকের সাবেক ধারণা ছিল যে মানব এক জন্মেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় নাই। ক্রম বিবর্ত্তনের ধারায় স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ 'প্রাইমেট' (Primate) শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়া নর ও বানরের অন্তরবর্ত্তী বহু স্তর অতিক্রম করিয়া আধুনিক বিজ্ঞ মানবে (Homosapien) রূপান্তরিত হইয়াছে।

আধুনিক বিজ্ঞান মহলের ধারণা যে মানুষের জননকোষে (Germcell) ৪৮টি 'ক্রোমোসোম' ২৪টি জোড়ায় নিবদ্ধ থাকে। জীবজগতে বংশগত ধারার প্রধান কারণ কতকগুলি অবিভাজ্য বস্তুকণার সমষ্টি। বিজ্ঞানীবা ইহাকে 'জীন' বা জেনি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই জীন প্রত্যেক জীবের ক্রোমোসোমের নির্দ্দিষ্ট স্থানে সাধারণতঃ পরস্পর মৈত্র্যভাবে জোট বাঁধিয়া থাকে। এই জীন বংশগত প্রকৃতি আকার ও গঠনের বাহক রূপে কাজ করে।

উৎপাদক শক্তির সংমিশ্রণে তাহাদের প্রকৃতির কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। এই জীন কণার আবির্ভাব ঘটে। কেন্দ্রীভূত সমাহরণ পুনঃ পুনঃ সংগঠন ও বিলোপেই জীবের ক্রমবিকাশের মূল কারণ। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural Selection) বৈষম্য প্রবৃত্তি, বিচ্ছিন্ন অবস্থা (Isolation) প্রভৃতি কারণেই জীন কণা সংগঠনের পরিবর্তন দৈহিক রূপান্তর ঘটায় ও নানা প্রকার পারিপার্শ্বিক পবিবেশের সহিত উপযোগী করিয়া জীবের জীবন যাত্রা দীর্ঘজীবী ও সুগঠিত করিয়া তোলে।

জীব জগতের বংশগত ধারা ও জনন রহস্য ছাড়াও আধুনিক শতাব্দীতে আণবিক ক্রমবিকাশের (Molecular evolution) এক অভিনব গবেষণা হইয়াছে।

এই গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে মানবের মধ্যে প্রটিন ও Enzyme নামক মৌলিক রাসায়নিক পরমাণু কণাই জৈব বিবর্ত্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বৈদ্যুতিক পরমাণু বিশ্লেষণ দ্বারা (Electrophoretic) প্রকাশিত হইয়াছে যে আদিম প্রাইমেট পূবপুরুষের ও উত্তর পুরুষের ও মানব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রোটিন জৈব কণাও রক্তের লাল কণার আকার ও গঠন সম্পর্কীয় বহু প্রকার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে থাকে।

এই বিশ্লেষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে রাসায়নিক Amino acid পর্যায় ক্রমে আদিম স্তন্যপায়ী প্রাইমেটের পূর্ব্ব পুরুষ ও অধুনা-মানব গোষ্ঠীর মধ্যে সম অনুপাতে ও

সমপর্য্যায়ভুক্ত।

অতএব প্রোটিন আণবিক কণাও তাহার বহুপ্রকার অঙ্গ পরিবর্ত্তন (Polymorphisam) জীবের জন্ম ও উৎপত্তি স্থানে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করিয়া থাকে।

অধুনা বিংশ শতাব্দীতে ডঃ খোরানার সর্ব্ব সম্মত এক অভিনব আবিস্কারের ফলে দেখা গিয়াছে যে কি উদ্ভিদ্ কি প্রাণী সকল জীবকোষ ক্রোমোসোমে D N A অর্থাৎ Deoxyribonucleic acid নামক প্রোটিন ও Nucleotides এর উপাদানে গঠিত। প্রত্যেক D N A দুইটি তিনকোণা বিশিষ্ট Pyrimidine ও দুইটি Purine ভিত্তির উপর স্থাপিত চিনি (Sugar) ও Phosphat রাসায়নিক নামক পদার্থে পৃষ্ঠদেহে পরিবর্ত্তক শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এইরূপ প্রতি শৃঙ্খলে বংশগত বাহক জীন নিহিত থাকে। Nucleide হইতে উদ্ভূত আর একটি উপাদান Ribosenucleic acid (R N A) D N A এর বার্ত্তাবহ দূত রূপে কাজ করিয়া থাকে।

জৈব রসায়ণ গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে প্রোটিন পদার্থের আদিম আণবিক কণাগুলি সাগর বা ভূমির বহু প্রকার নৈসর্গীক ঘনীভূত বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়া বর্ণহীন উগ্র গন্ধযুক্ত a—amino acid পদার্থে পরিণত হয়। এই রূপে এই পদার্থযুক্ত প্রোটিন কতকগুলি দীর্ঘ কণাবিশিষ্ট Polypeptide শৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ হইয়া D N A তে রূপান্তরিত হইয়াছে।

এই D N A র মাধ্যমে উক্ত প্রোটিন কণাগুলির আণবিক বিবর্তন লক্ষ লক্ষ বৎসরের সুদূর মানবের পূর্ব পুরুষ, প্রাইমেট হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান মানুষের মধ্যে এক নির্দিষ্ট অনুপাতে এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। ইহার পরিবর্তনের খুব অল্পই পার্থক্য দেখা যায়।

পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতে প্রকৃতি পরিণাম বাদের যে ধারা প্রবহমান তাহাতে জানা যায়, আদিতে পৃথিবীতে যাহা ছিল সবই জড়। জড় অণু আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে জড় পৃথিবী প্রথমে উত্তপ্ত (অগ্নি), গ্যাসীয় ও পরে শীতল বা তরল (অপঃ) পরিণত হইলে জড়কণা একত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়া ক্ষিতি বা পৃথিবী সৃষ্ট হয়। ক্ষিতি আরো শীতল হইলে জীবের মূল উপাদান (protoplasam) জীবাণুর মধ্য দিয়া প্রথমে উদ্ভিদ পরে প্রানী ও পরিশেষে মানুষের উদ্ভব সম্ভব হয়।

ক্রম পরিণামবাদের ফলে হাজার হাজার বৎসর পরে উন্নত চেতনার অতিমানব প্রাচীন ভারতের ঋষিদের মতে "অমৃতস্য পুত্র" এই পৃথিবীতে হয়ত সম্ভব হইবে।

::——::

হাইবারনেট

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়
বি ৫৪৬০

'চিন্তা করে তুমি কি কোন উপকার করতে পারবে? মিছিমিছি শরীর ও মনকে কষ্ট দিচ্ছ! যাও, একটু শুয়ে থাক গে, খানিক পরে তোমায় ডেকে দেব 'খন, তখন বাবার সঙ্গে কথা বলো।'

'হ্যাঁরে, টুটু, তোর বাবার জ্ঞান ফিরবে তো? আগের মত হবে তো?'

'হ্যাঁ, মা, হ্যাঁ। তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন? এত লোকে এই মেশিন ব্যবহার করে চির-কুমার রয়ে গেল আর বাবার বেলায় তোমার যত চিন্তা! দেখ না, এবার তোমাকেও ঐ মেশিনে রেখে দেব।'

'না বাপু, ওতে আমি নেই।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, এবার চলো তো ও ঘরে। শোবে তুমি, চল।' একরকম জোর করেই মাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে [illegible] দিল টুটুল। ফিরে এসে দেখে [illegible] তখনও এটা ওটা চেষ্টা করে দেখছে, আর একবার প্রিণ্ট্ আউটটা চেক্ করে দ্যাখ্ তো, টুটু্ ঠিক টেপ্‌টা ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?

মেঝেতে ছড়ানো লম্বা কাগজটার ওপর এক হাতে ভর দিয়ে নীচু হয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল টুটুল। বাবার নাম আর সেদিনকার তারিখটা ঠিকই আছে, দেখতে পেল। মেজদা তখন ক্লান্ত হয়ে একটা এয়ার কুশনে বসে পড়েছে। হাতে হাইবারনেটের নির্দেশাবলী। খুঁজে দেখছে নতুন কিছু পাওয়া যায় কিনা এই আশায়।

মেঝেতে ছড়ানো কাগজটা থেকে চোখ তুলতেই নজরে পড়ে টুটুলের, 'দ্যাখ্ মেজদা, এইমাত্র আর একটা ডায়াল সবুজ হয়ে গেল'।

মেজদা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'দেখি দেখি······ভালই হল! দেহের তাপমাত্রাও এখন নরম্যাল্ হয়ে গেল'।

হৃদস্পন্দন আর রক্তের চাপ আগেই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। এখন একমাত্র সমস্যা জ্ঞান না ফেরা। কোথায় গণ্ডগোল বোঝা যাচ্ছে না। বড়দা এখন এখানে থাকলে খুব ভাল হত। এরকম পরিস্থিতিতে বড়দার মাথাটা খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে।

পরশুদিন এক জরুরী কাজে বড়দা দিল্লীতে গেছে। আজ না ফিরলেও কাল আসবে। এরই মধ্যে কিছু অঘটন যদি ঘটে যায়।

'আচ্ছা মেজদা, বড়দাকে একটা ফটো-ফোন কর না?'

নারে, ওকে বিরক্ত করতে চাই না। দূর থেকে কিছু করতে পারবে না। শুধু শুধু চিন্তা করবে। ঘাবড়াস না, সব ঠিক হয়ে যাবে। খানিক থেমে আবার বলে, টেম্পারেচারটা কমাবার কথা ভাবছিলাম, কিন্তু খুব ভরসা হচ্ছে না! তুই বরং কোম্পানীকে আর একটা খবর দে। ওদের লোক এলে কিছু একটা বিহিত হয়তো করতে পারবে।

টুটুল পাশের ঘরে গেল ফটো ফোন করতে। সে ঘরে মা শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন। মেয়েকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালেন। টুটুল উদ্বেগ ভাবটা লুকোবার বৃথা চেষ্টা করল। মায়ের কান্নার বেগটা যেন আর একটু বাড়ল।

টুটুলকে বিষণ্ণ মুখে ফিরতে দেখে মেজদা বুঝলো, এখনও কাউকে পাওয়া যায়নি। মেজদা তখনও চেষ্টা করে যাচ্ছে।

বাবার দিকে দৃষ্টি রেখে মাইক্রোফোনের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলে, 'বাবা আমি দীপ বলছি, শুনতে পাচ্ছ?' কোন সাড়া নেই। ব্রেন মনিটারের পয়েণ্টারটাও কেমন যেন নিষ্প্রাণ হয়ে রয়েছে।

দুজনেই উদ্বিগ্ন। টুটুল ভাবে, দূর, বাবাকে এভাবে ঘুম পাড়ান অবস্থায় রেখে বেড়াতে না গেলেই ভালো হত। চাকরটা কিছু করেনি তো? এ অবশ্য বহুদিনের চাকর। তাছাড়া যে এজেন্টের কাছ থেকে ওকে পাওয়া গেছে তারা প্রতি বছর ওর ব্রেন ওয়াশ করে দেয়। তাই, সে সম্ভাবনাটাও কম। বেড়াতে যাবার কটা দিন চাকরটাকে না রাখলেও অবশ্য হত। তবু জরুরী কোন প্রয়োজন হতে পারে এই ভেবে রাখা।

হিমায়িত হয়ে ঘুমিয়ে থাকার সখটা বাবার বহুদিনের। এই সখটা আজকাল অনেকেরই আছে। ভারত সরকার ছোরদা

এবং আরও কয়েকজনকে এক স্পেশাল ট্রেনিং দিয়ে মঙ্গল গ্রহে পাঠিয়েছে। সেখানে নতুন কোন মৌলিক ধাতু পাওয়া যায় কিনা এ বিষয়ে একুশ বছর ধরে গবেষণা করতে হবে। যেতে আসতেও বেশ কয়েক বছর সময় লাগবে।

বাবার ভয় তিনি হয়তো অতদিন বাঁচবেন না। তাই বছরখানেক হল এই হাইবারনেট্ যন্ত্রটি কেনা হয়েছে। ঠিক হয়, এক বছর ধরে তাকে হিমায়িত করে রাখা হবে। এক বছর পর ওনাকে জাগান হবে।

একমাস উনি অন্যান্য সকলের মত সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করবেন। একমাস পর পুনরায় তাকে সুপ্ত অবস্থায় রাখা হবে।

এভাবে ছাব্বিশ বছর সময়ের মধ্যে মোট চবিবশ বছর তিনি সুপ্ত অবস্থায় থাকবেন এবং দুবছর তিনি সাধারণ ভাবে থাকবেন। এ ব্যবস্থায় ছাব্বিশ বছর কেটে গেলও তার কাছে মনে হবে কেবলমাত্র দুবছর কেটেছে। ঠাণ্ডা ঘরে সুপ্ত অবস্থায় থাকবেন বলে জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনও খুব বেশী হবে না অর্থাৎ বয়স বাড়বে না।

এর জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে ঠিকই। তবে বাবার ইচ্ছের কথা ভেবে কেউ আপত্তি করে নি।

এই যান্ত্রিক যুগ, কিন্তু টুটুলের মোটেই ভাল লাগে না। বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে না ছাই। জীবনটাকে উত্যক্ত করে দিল। নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হচ্ছে আর সেই সঙ্গে জুঠছে নানা ঝামেলা।

মেজদা ও ঘরে গিয়ে মাকে একবার দেখে এল। মা চিন্তায় ও ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। মেজদা বলে, জানিস টুটু, মায়ের জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে, আমাদের এরকম আর একটা যন্ত্র থাকলে মাকেও হিমায়িত করে রেখে দিতাম। টুটু, প্রকিসমিটি বেলটা বাজল বলে মনে হচ্ছে না? খুলে দে। হাইবারনেটের লোকটি বোধহয় এল। বাবা্বা, বাঁচালো।'

ভিউফাইণ্ডারটা অফ্ ছিল। সেটা অন্ করে দরজার কাছে কাউকে দেখতে পেল না। দরজা খোলার সুইচটা অন্ করল। কারও সাড়া নেই। সন্দেহ হওয়াতে নিজে গেল দরজার কাছে। কেউ নেই।

নিশ্চয় মেজদা ভুল শুনেছে। খুব উদ্বিগ্ন হলে এরকম ভুল মেজদার প্রায়ই হয়।

এবার যেন প্রক্সিমিটি বেলটা সত্যি

সত্যি বাজল। টেবিলের ওপর রাখা ভিউ-ফাইণ্ডারে দুজনেই দেখতে পেল হাইবার-নেটের লোকটি এসেছে। মেজদা দরজা খোলার সুইচটা টিপে বলল, 'আসুন, মিষ্টার ধর। ভিউ্‌ফাইণ্ডারের স্পীকারে ভেসে এল, 'ধন্যবাদ'। টুটুল বলল, 'গোলাপী আলোটা ফলো করলেই এ ঘরে পৌঁছ-বেন'।

মিষ্টার ধরকে দেখে মেজদা বেশ উত্তে-জিত হয়ে পড়ল, নমস্কার, খুব খুশী হলাম আপনি এসে পড়াতে'।

'নমস্কার। কী হয়েছে বলুন তো?'

বাবার জ্ঞান আসছে না।'

অন্য কিছু?'

'না।'

'বেশ, ঘাবড়াবার কিছু নেই। প্রিন্ট্‌ আউট্‌টা কোথায়?'

'এই যে, গুছিয়ে দিচ্ছি,' মেঝেতে পড়ে থাকা প্রিন্ট আউট্‌টা গুছিয়ে মিষ্টার ধর এর হাতে দিল টুটুল। ভদ্রলোককে বেশ অভিজ্ঞ বলে মনে হল। চতুর্থ পৃষ্ঠায় এসে থামলেন, ঠিক যা ভেবেছি তাই। পনের নম্বর ফিউজ্‌টা জ্বলে গেছে।'

তাহলে কী হবে! একটি ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে সবার পেছন থেকে।

মা কখন যেন উঠে এসেছেন। টুটুল সুদীপও বেশ ভয় পেয়ে গেছে, মনে হল। একটা যন্ত্র ঘোরাতে গিয়ে একবার একটু বেশী ঘুরে গিয়েছিল। মেজদার ভয় সেজন্যই বোধহয় ফিউজ্‌ জ্বলে গেছে।

নিজেকে তার ভীষণ অপরাধী মনে হয়। আর একটু সাবধানে কাজ করা উচিত ছিল। কিন্তু ফিউজ জ্বলে যাবার সময় একটা ওয়ার্নিং লাইট সাধারণতঃ জ্বলে। সে-রকম কোন ওয়ার্নিং তো সে লক্ষ্য করেনি।

দেখিনি তো মা বলতে থাকেন, তোদের কতবার বললাম ওসব যন্ত্রপাতি না কেনাই ভাল। সুস্থ একটা লোককে শুধু শুধু বিপদের মধ্যে ফেলা।

এত ঝামেলা হবে তা কি জানতাম? বলে মেজদা। মা মিষ্টার ধরকে উদ্দেশ্য করে বললেন,— আপনি কিছু একটা উপায় করে দিন মিষ্টার ধর।

তার দিকে ফিরে মিষ্টার ধর হাসলেন, 'মাসীমা, চিন্তার কিছু নেই। ফিউজটা লাগিয়ে দিলেই হবে। আপনি বিশ্রাম করুন গিয়ে। পরে আপনাকে ডেকে পাঠাব।'

মা একটু ইতস্ততঃ করে চলে গেলেন ভেতরে। মা চলে যাওয়া পর্য্যন্ত মিষ্টার ধর অপেক্ষা করলেন, 'দেখুন, একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না'।

'কী?' টুটুল ও সুদীপ একসঙ্গে বলে উঠে।

'আপনাদের কেউ কি খুব জোরে কথা বলেন?'

'না তো?'

'জোরে কথা না বললে, সাধারণতঃ এই ফিউজটা যায় না।'

—মিষ্টার ধরকে চিন্তিত দেখায়। হঠাৎ যেন মাথায় একটা বুদ্ধি আসে, 'আচ্ছা, এক কাজ করুন তো, আপনারা দুজনেই একসঙ্গে এই মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলুন তো।' সুদীপ ও টুটুল এগিয়ে আসে। 'হ্যাঁ, আর একটু কাছ থেকে,' বলেন মিষ্টার ধর।

'কী বলবো?' দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠে।

'ব্যাস্, ওতেই হবে', বলে মিষ্টার ধর মেশিন্ থেকে একটা প্রিন্ট আউট্ বের করলেন। দেখে বললেন, 'না, ভয়েস্ এ কোথাও তেমন চড়া স্বর নেই!' এবার মিষ্টার ধরকে একটু চিন্তিত দেখায়। চিন্তাটা সংক্রামক রোগের মত, সুদীপ, টুটুলকেও আক্রমণ করল।

টুটুল একটু সাহস করে বলে, 'আচ্ছা, আপনি যে মাকে বললেন, ফিউজটা বদলে দিলেই হবে, তা তাই করুন না?'

টুটুলের কথাটা যেন অনেক পরে বুঝতে পারেন মিষ্টার ধর, 'তা করতে পারি, তবে' একটু থেমে আবার বলেন. 'ফিউজ জ্বলে যাবার কারণটা না জেনে করা উচিত নয়।'

মিষ্টার ধর যেন ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ। মেজদা নিদেশাবলীটার পাতা উল্টোচ্ছে। মিষ্টার ধর প্রিন্ট্ আউট্টা উল্টে পাল্টে দেখলেন। তারপর পায়চারি করতে শুরু করলেন।

টুটুল মুখে দুজনকেই লক্ষ্য করতে থাকে

ঐ সারকিটে সর্ট তো থাকতে পারে, মেজদা যেন একটা কারণ খুঁজে পায়।

একস্‌জাকট্‌লি, আমিও তাই ভাবছি·· কিন্তু একটু থেমে মিষ্টার ধর বলেন, কিন্তু এ ধরনের সর্ট সারকিটের সম্ভাবনাটাও খুব কম। আবার চিন্তামগ্ন হলেন মিষ্টার ধর। কিছুক্ষণ পর বলেন, আমাদের অবশ্য একটা টেষ্ট প্রগ্রাম আছে, টেষ্ট করে দেখতে হয়। উনি ব্যাগ থেকে টেষ্ট প্রগ্রামের টেপখানা বের করে হাইবারনেটের একটা দিকে লাগালেন এবং ছাপানর সুইচটা অন করে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে দশপাতা ডায়গনোসিস বেরিয়ে এল।

আইন পৃষ্ঠাটা খুলে মিষ্টার ধর একটু মনোনিবেশ করলেন। পরে বললেন, সারকিটটা ঠিকই আছে দেখছি, সর্ট নেই। এবার তাহলে ফিউজটা বদলানো যায়।

টুটুল ও মেজদার দুজনেরই মুখে হাসি। মিষ্টার ধর যন্ত্রের পেছনের ডালাটা খুলে ফিউজ হোলডারটা বের করে নিয়ে এসে এয়ার কুশনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন। ফিউজ হোল্‌ডারটি খুলে অবাক, আরে, এ যে সম্পূর্ণ ফিউজটাই উধাউ! ব্যাপার কী? সুদীপ টুটুলের হাসিটাও যেন ফিউজ হয়ে গেল, 'ফিউজ উধাও?!?'।

'হ্যাঁ, ফিউজটা নেই. দেখে মনে হচ্ছে কেউ বের করে নিয়েছে। কিন্তু কে এবং কেন?'

সুদীপ উত্তেজিত হয়ে ওঠে: তাহলে ঐ বিশুটারই এই কাজ। বিশু: বিশু।

দাঁড়ান দাঁড়ান; সুদীপবাবু উত্তেজিত হবেন না, ভরসা দিলেন মিষ্টার ধর. এই যে একটা নাম বললেন— কিন্তু সে কে?

ও আমাদের বাড়ীতে কাজ করে—

'কোন্‌ এজেন্টের কাছ থেকে নিয়েছেন?'

'ওবিডিয়েন্ট'

'লাষ্ট ঠিক কবে ব্রেনওয়াশ হয়েছে জানেন?'

সুদীপ টুটুলের দিকে তাকায়। টুটুল বলে, 'এই তো সেপটেম্বর মাসে'।

'ওরা কোন রিপোর্ট পাঠিয়েছে?'

'হ্যাঁ, যাতো টুটু নিয়ে আয়।'

টুটুল গিয়ে নিয়ে আসে রিপোর্টটা।

মিষ্টার ধর রিপোর্টটা হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকেন। এমন সময় ফটো-ফোনের রিসিভারটা বেজে উঠল।

'মা, ঐ তো টুটুল কে যেন ফোন্ করছে—'

পাশের ঘরে ঢুকতেই দেখে মা রিসিভ্ করছেন। পর্দায় বড়দার মুখ, 'মা, বাবাকে জাগাবার চেষ্টা করো না, অসুবিধে হতে পারে। আমি এক্ষুনি মনোপ্লেনে আসছি'।

'বড়দা, আসতে তোর কতক্ষণ লাগবে?'

'আমি তো এখন এয়ারপোর্টে, বেশীক্ষণ লাগবে না।'

টুটুল এসে মিষ্টার ধরকে সব বললো। মাও এসে হাজির। মিনিট দশেকের মধ্যে বড়দা পৌঁছে গেল। অতগুলো কৌতূহলী দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে হাইবারনেটের ডায়াল-গুলোতে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর মিষ্টার ধরকে বললো, 'বুঝতে পারছি, আপনাকে কেন ডাকা হয়েছে। আমি এর জন্য দায়ী। এই নিন্ ফিউজটা।'

সকলেই অবাক। টুটুল ও সুদীপ কী একটা বলতে যাচ্ছিল। মিষ্টার ধর বাধা দিয়ে বললেন না, না, প্রশ্ন এখন নয়, সে সব পরে হবে। আগে ওনাকে জাগাই'।

ফিউজটা লাগানর পর মাইক্রোফোনটা মেজদার হাতে দিয়ে বললেন, 'নিন্, ডাকুন এবার বাবাকে'।

সুদীপ ভয়ে ভয়ে মৃদুকণ্ঠে বললো, 'বাবা, আমি দীপ বলছি, তুমি শুনতে পাচ্ছ?'

কফিনের মত দেখতে হাইবারনেটের কাঁচের গায়ে লাগানো ডায়ালগুলোর দিকে উৎসুক দৃষ্টি রাখে সবাই। কতকগুলো পয়েন্টার নড়তে শুরু করল। ব্রেন মনি-টারের চার্টে এখন সুন্দর সুন্দর নক্‌সা উঠছে। ক্যাথড্রে টিউবের প্যাটার্নটাও পাল্টে যাচ্ছে। সকলের মুখের থমথমে ভাবটা কেটে গেছে। সবার দৃষ্টি এখন কাঁচের দেয়াল ভেদ করে বাবার চোখের ওপর নিবদ্ধ।

'বাবা, আমি দীপ বলছি' বলে আবার মেজদা। এবার বাবা আস্তে আস্তে চোখ খুললেন। নির্দেশাবলীটা দেখে দেখে জিজ্ঞেস করে মেজদা, 'বাবা, আজ কত তারিখ?'

এবার বাবার ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল আর স্পীকার থেকে ভেসে এল, 'আজ ৩১শে ডিসেম্বর।'

ফাইন্! এবার পরের প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করুন তো সুদীপবাবু, বলেন মিষ্টার ধর।

কোন্ সাল?

২০৫২ সাল।

গুড্, আনন্দিত হন মিষ্টার ধর।

ঠিক আছে, বাবা তুমি আর একটু বিশ্রাম কর, পরে ডেকে দেব।

বাবা চোখ বন্ধ করলেন. কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকলের মুখে এখন একটা শান্তির ছাপ ও খুশীর আমেজ। মিষ্টার ধর বললেন, 'ওনাকে আর ঘন্টাখানেকের মত বিরক্ত করবেন না'।

মায়ের মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার অনেক কষ্টও হয়েছে, চলুন একটু ঘরে বিশ্রাম করবেন। আমি একটু চা করে নিয়ে আসি।

সে আর বলতে মাসীমা, চলুন।

মা হাসি মুখে ভেতরে চলে গেলেন। আর সবাই পাশের ঘরে গিয়ে বসলো। বড়দাকে সম্বোধন করে মিষ্টার ধর বললেন, আপনার কাছে ফিউজটা পেয়ে প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলাম আমিও, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি কেন? তবে সে কথা আপনার নিজের মুখেই শুনবো, মাসীমা চা নিয়ে এলে।··· ঘন্টাখানেক পর মেশোমশায়কে জাগিয়ে বুঝিয়ে দেবেন যে উনি একবছর ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন।

আর জিজ্ঞেস করবো যে তাহলে আজকের কত তারিখ হবে? জিজ্ঞেস করে মেজদা।

হ্যাঁ, আজকে যে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০৫৩ সাল সেকথা উনি মেনে নিলে স্মৃতিভ্রম হবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

তারপর ওনাকে বেরোতে দিতে পারবো তো?

হ্যাঁ।

টুটুল ফিউজের রহস্যটা জানবার জন্য উদগ্রীব। মা ঢুকতেই বলে উঠে, এই তো চা এসে গেছে। বড়দা, তুই এবার বল।

বড়দা একটু ইতস্ততঃ করে বলে; মা তুমি তো জান আমি একটু বেশী সাবধানী।

সুদীপ হাসতে হাসতে বলে — শুধু মা কেন, আমরা সবাই জানি। বড়দা বলতে থাকে, ভুল করে পাছে কেউ বাবাকে অসময়ে জাগায়. এই ভয়ে আমি ফিউজটা খুলে রেখে ছিলাম।

'তা, দিল্লী নিয়ে যাবার কী প্রয়োজন ছিল?' জিজ্ঞেস করে সুদীপ।

'আমার ধারণা ছিল, গিরিডি থেকে ফিরেই আমি ফিউজটা লাগিয়ে দিয়েছি।'

'তাহলে?' প্রশ্ন করেন মিষ্টার ধর।

'চিন্তাটা মনের মধ্যে এত লালন পালন করেছি যে মনে একটা ধারনা হয়ে গিয়েছিল যে লাগান হয়ে গেছে। আসলে লাগানই হয়নি।' একটু থেমে আবার বলে, 'দিল্লীতে আজ পোষাক পাল্টাতে গিয়ে স্যুটকেসের মধ্যে ফিউজের বাক্সটা হঠাৎ চোখে পড়ল। তারপরই ছুটে আসছি।

'দিল্লী থেকেই একবার ফটোফোন্ করতে পারতাম।'

'তাহলে আবার এই ফ্লাইট্টা মিস্ করতাম যে—' কৈফিয়তের সুরে বলে বড়দা।

'যাক্গে সে সব। বিপদ তো কেটে গেছে.' মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন, 'এবার হাত মুখ ধুয়ে আয়, চা ঢালছি।'

(বিঃ দ্রঃ—বিজ্ঞান ভিত্তিক ছোট গল্প প্রতি-যোগিতার প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা)

— —

কল্পনা শক্তি ও আত্ম-বিশ্বাস আছে বলেই বাংলা দেশে এত সাধক জন্মেছে এবং এখনও জন্মাবে। এই কারণে দুঃখ, কষ্ট ও অত্যাচারের চাপে বাঙালীর মেরুদণ্ড কখনও ভাঙবে না। যে জাতির আদর্শ আছে সে জাতি তার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যন্ত্রনা, ক্লেশ আনন্দে বরণ করে নিতে পারে।

— নেতাজী

সংগ্রাহক :— বি ৭।৬৫ অশোক কুমার মুখার্জী

রবীন্দ্র নৃত্য নাট্যের ধারা

৭৩৭৭ সমীর কুমার ভট্টাচার্য

"যৌবন হচ্ছে জীবনের সেই ঋতু পরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।" রবীন্দ্রনাথের এই কথার যৌক্তিকতা আশা করি সকলেই স্বীকার করে। যৌবনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন প্রকৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্য এবং প্রায় কিশোর বয়স থেকেই তাঁর চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটে বিভিন্ন কবিতা ও গানের মাধ্যমে।

মাত্র ৭ বছর বয়স থেকে তাঁর কবি প্রতিভা পরিলক্ষিত হয়। এবং এই অল্প বয়সের দুর্নিবার আকর্ষণ পরবর্তী কালে তাঁকে বিশ্ব-কবির আসনের মর্যাদা দিয়েছে।

তাঁর সঙ্গীত গুরু দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ভাবে তাঁকে সঙ্গীতে পারদর্শী লাভে সাহায্য করেন তা অনস্বীকার্য। তিনি বলতেন "এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতি দাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলি নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীতের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে অনেক অজানা জিনিসের সন্ধান দিয়েছেন। কথার যেখানে শেষ অর্থাৎ কথা বা ভাষায় যা ব্যক্ত করা চলে না সঙ্গীতের মাধ্যমে তা সম্ভব। তাই তিনি বলেছেন "কথার যেখানে শেষ সঙ্গীতের সেখানে শুরু।" তাঁর রচিত অধিকাংশ কবিতা বা সঙ্গীতের বাণী বারবার সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়।

তাঁর রচিত দেশ বিদেশী সুরে বহু সঙ্গীতের পরিচয় পাই। বিলেতী সুরে রচিত সঙ্গীত তাঁর যৌবনের এক অপরূপ সৃষ্টি। সম্পূর্ণ বিলেতী সুরে সঙ্গীত রচনার প্রেরণা তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় বার বিলেতে গিয়ে আহরণ করেন। তিনি সঙ্গীতকে বিশেষ করে ভারতীয় সঙ্গীতকে নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীর ও নবোন্মেষিত অনুরাগের সংগে তুলনা করেছেন। আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনা ও নব বসন্তের

প্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাকা বিস্মৃত বিহ্বলতা।

পরবর্তীকালে (বিলেতে থাকা কালীন) তিনি গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য রচনার জন্য জার্মান কবি VAGNOR এর পথে অনুসরণ করেন। ওয়াগনরের রচিত Music Drama তাঁকে বিশেষ ভাবে এই দুই নাট্য রচনায় উৎসাহ যুগিয়েছিল। মিউজিক ড্রামার বিশেষত্ব হল নাটক গানের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে।

Music drama-র আরও একটি বিশেষত্ব হল, ওই সকল রচিত সঙ্গীতে থাকবে সংলাপ, সংলাপ এবং নানা চিন্তা ধারণা। রবীন্দ্রনাথ এই সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন এবং দার্শনিক হারবার্ট স্পেনসারের যুক্তির সত্যাসত্য বিচার করেই নূতন উদ্যমে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য রচনা করেন। হারবার্ট স্পেনসারের মতে মানুষের অনুভূতি থেকে যে ভাবাবেগের সৃষ্টি হয় তাহা প্রকাশের থেকেই সঙ্গীতের সৃষ্টি।

দক্ষিণ ভারতের নৃত্য ও মনিপুরের নৃত্য এই উভয় দেশের নৃত্য তাঁকে ভাষাযুক্ত নৃত্যনাট্য রচনার প্রেরণা যোগায়। তাদের নৃত্য ছিল ভাষাহীন; বিভিন্ন মুদ্রা সহযোগে এই সকল নৃত্যের অভিব্যক্তিকে তাঁরা পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করতেন যা বাহিরের লোকদের বোধগম্য ছিল না। কিন্তু সেখানকার অধিবাসীদের পক্ষে তা অজানা থাকত না। কারণ এই নৃত্যের অধিকাংশ বিষয়ই ছিল ধর্মীয় অথবা পৌরাণিক।

পরবর্তীকালে তিনি সর্ব্বসাধারণের জন্য নৃত্যনাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তৎকালীন সমাজে মেয়েরা সচরাচর প্রকাশ্যে নৃত্য প্রদর্শন করত না। তাই তিনি শান্তিনিকেতনে বসে সঙ্গীত রচনার সময় ঋতু সংগীত গুলোকে সামনা অংগ ভংগী সহকারে উপস্থিত করতে থাকলেন।

নৃত্যকে তিনি আর্ট হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইলেন। নৃত্যের পারদর্শী না থাকায় তিনি ত্রিপুরা থেকে একজন নৃত্য পটিয়সীকে শান্তিনিকেতনে আনালেন এবং তার সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের ছেলে মেয়েদের নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ঠিক এই সময়েও তাঁর নৃত্যনাট্য রচনার পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু "নটীর পূজায়" রাজনটি, "শ্রীমতীর" চরম নৃত্য তাঁকে নৃত্যনাট্য রচনায় যারপর নাই উৎসাহ দিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে এই প্রেরণাকে পরবর্ত্তীকালে

কার্যে রূপায়িত করেন। তিনি নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে ভাষার সঙ্গে নৃত্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

তাঁর রচিত প্রথম নৃত্যনাট্য শাপমোচন। প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে তিনি এটা রচনা করেন। শাপমোচন রচনার ফলে সৃষ্টি হয় এক নূতন সাংস্কৃতিক নূতন সংযোজনা যা পূর্ব্বে ছিল না। তিনি এই নৃত্যনাট্যকে প্রধান তিনটি অংশে বিভক্ত করেন। মূলতঃ আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য।

একজন অথবা দুইজন সূত্রধর আবৃত্তি সহযোগে নাটকের বিষয়বস্তুকে শ্রোতা বা দর্শকের সামনে তুলে ধরে।

দ্বিতীয়তঃ সংলাপ স্থলে একদল সঙ্গীত শিল্পী মঞ্চের পিছনে অধিষ্ঠিত থেকে সংযোজিত গানগুলি পরিবেশন করেন। এবং শিল্পীরা নৃত্য ও অভিনয়ের সাহায্য বিষয়বস্তু দর্শকদের সামনে তুলে ধরে।

শাপমোচন কবিতাকে এইভাবে নৃত্যনাট্য রূপায়িত করার প্রথম দিকে তিনি প্রচুর প্রশংসা লাভ করেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে এর ত্রুটী লক্ষ্য করে তিনি নিজেই এই নৃত্যনাট্যকে সংকলন করতে চাননি। তিনি লক্ষ্য করেন আবৃত্তির সঙ্গে নাচের মিলের অভাব।

গানগুলি নাটকের গতিকে ব্যাহত করে যেমন মধুশ্রীর মর্ত্তে আগমনের পূর্বমুহূর্ত্তে তার কণ্ঠে "ভরা থাক স্মৃতিসুধা বিদায়ের পত্রখানি।" অথবা অরুণেশ্বরের বিকৃতরূপ দেখে কমলিকার (মধুশ্রী) অভিমান ও রাগে পলায়ন তখন অরুনেশ্বরের কণ্ঠে "না যেয়ো না, যেয়ো না" এই রকম অনেক সঙ্গীতই নাটকের গতিকে ক্ষীণ করে ফেলেছে।

শাপমোচনের আঙ্গীক অনুসরণ করে ভগবান যীশুর জন্ম বৃত্তান্তের পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করেন "শিশুতীর্থ।"।

শাপমোচনের ত্রুটি লক্ষ্য করে এবং তাকে প্রায় বাদ দিয়েই তিনি "চিত্রাঙ্গদা" নামে একটি নাটিকা রচনা করেন এবং পরে এই নাটিকাকে নৃত্যনাট্য রূপ দেন।

এখান থেকেই তাঁর পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য শুরু। চিত্রাঙ্গদার গানগুলি নাটক থেকে অবিচ্ছন্ন এবং সেগুলি গদ্য ছন্দে রচিত। এছাড়া নাটকের বৈচিত্র্যের জন্য ছোট ছোট আবৃত্তির অংশ সংযোজন করা হইয়াছে।

চিত্রাঙ্গদাকে অনুসরণ করে তিনি আরও

দুটি নৃত্যনাট্য রচনা করেন। শ্যামা ও চণ্ডালিকা এবং মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে মায়ার খেলা গীতিনাট্যকে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও তাঁর জানার স্পৃহা আমাদের হৃদয়কে সত্যই আন্দোলিত করে।

তিনি বলতেন "যাহা নাই তাহাই মিথ্যা যাহা মিথ্যা তাহা নাই। এইজন্যই যাহা দেখিতেছিনা তাহার মধ্যে দেখিবার চেষ্টা যাহা পাইতেছি না তাহার মধ্যেই পাইবার সন্ধান কিছুতেই থামিতে চায় না।"

আজীবন এই যে সাধনা কি সঙ্গীতে, কি নাটকে, কি ছোট গল্পে তা কি কোন-দিন ভোলবার। বিশেষ করে সঙ্গীতের দক্ষতার কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর সকল প্রতিভার কথা। তাঁর সঙ্গীত অমর, সত্যিই যা আমাদের নিত্য কালের সাথী।

আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করে যায় এইজন্য তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য; সে যেন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব হৃদয়ের একটি অন্তরতর ও অনির্বচনীয় রহস্যের রূপটিকে দেখিয়ে দেবার জন্য নিযুক্ত। এই নৃত্যনাট্যগুলি ভারত তথা বিশ্ববাসীর এক শাশ্বত সম্পদ।

লোভ আর দুর্নীতি অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে কারণ মানুষ মিথ্যার বহর বাড়িয়ে ক্রমাগত উঁচুতে উঠিতে পারে না। সত্যের ভিতর দিয়েই সত্যে পৌঁছানো যায়।

—স্বামিজী

সংগ্রাহক— ৬৩৬৩ মাধুরী ভট্টাচার্য

মার্কিন মুলুকে আমার অভিজ্ঞতা

১৪/৪ সংখ্যার পর)

— বি ৬৩৮৪ ডাঃ রণেন দে ।

'মার্কিন মুলুকে আমার অভিজ্ঞতা এই পর্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ প্রকাশ করার আগে আপনাদের কাছে নিজের ব্যক্তিগত কথা লেখা উচিত। গত কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ পৌষের 'লিপিমিতা'র কাহিনী পড়ে আপনাদের অনেকেরই মনে হতে পারে যে সম্পূর্ণ সহায়-সম্বলহীন হয়ে কোন রকম চাকুরী হাতে না নিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশে আসার ঝুঁকি নিলাম কেন। এই প্রশ্ন আপনাদের মনে উদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তার উত্তরে আমিও নেপথ্য কিছু কাহিনী আপনাদের জানাতে চাই।

১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে consulate অফিসে Reserve Bank এর clearence. Birth Certificate ইত্যাদি জরুরী কাগজপত্র জমা দেওয়ার পর যখন Immigrant Vissa হাতে পেলাম তখন দেশের অনেকেই উৎসাহ দিলেন এদেশে আসার জন্য। বিশেষ করে Travelling Agent এদেশের কল্পিত স্বর্গের চিত্র আমার সামনে এমনভাবে তুলে ধরলেন যে আমি শেষ পর্যন্ত সবকিছু ফেলে এখানে চলে এলাম।

এখানে আসার আগে আমাদের Bengal Veterinary College এর কিছু প্রাক্তন ছাত্র এবং আমার শিক্ষক মহাশয়দের চিঠি লিখেছিলাম। তাঁরা অবশ্য আমাকে আসতে বিশেষ ভাবে নিষেধ করেছিলেন। তবুও মনে আশা ছিল যে কোন রকমে এখানে আসতে পারলে তাঁরা অন্তত এই বিদেশে একটু আশ্রয় এবং শুধু বেঁচে থাকার জন্যই যে কোন একটা কাজের সন্ধান দেবেন কিন্তু এখানে এসে বুঝতে পারলাম যে কি সুখের স্বর্গে আমি বাস করেছিলাম।

এখানে আসার পরই Dr. Skolnich এর আশ্রমে থাকাকালীন সমস্ত ঘটনা জানিয়ে এদের চিঠি দিলাম। সে চিঠির উত্তরে মৌখিক সহানুভূতি এবং জ্ঞান দেওয়া ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। এই সময় যদি কোন দেশওয়ালী ভাইদের

কাছ থেকে একটুখানি আশ্বাসবাণী পেতাম তাহলে নিজেকে নিশ্চয়ই এত অসহায় বোধ করতাম না।

কোন একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক (শংকর) তাঁর একটি রজত সংস্করণ পুস্তকে (এপার বাংলা ওপার বাংলা) আমেরিকার প্রবাসী বাঙালীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং এই বাঙালী সমাজকে তিনি 'তৃতীয় বাঙলা' বলে উল্লেখ করেছেন।

এই পুস্তক পড়ে আপনাদের ধারণা হতে পারে যে এদেশে এলে বাঙালী ভাই-বোনেরা আপনাকে বক্ষে তুলে ধরবেন। কিন্তু কেমন অভ্যর্থনা পাবেন তার নমুনা আমার অভিজ্ঞতা থেকেই গ্রহণ করুন। আমি ঐ বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের মতন লেখক নই, তাই এদেশে বাঙালীদের কাছে আমি অবাঞ্ছিত।

প্রবাসী বাঙালী সমাজের একটা আদর্শ নমুনা ডাঃ সৌমেন্দু বসু কানাডার চিঠিতেই উল্লেখ করেছেন। তবে এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। কানাডায় ভ্রমণের সময়েই এইরকম এক বাঙালী পরিবারের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তিনি আমাকে চেনন না, জানেন না। শুধু প্রবাসে প্রকাশিত একটি পত্রিকার মাধ্যমেই আমাদের পরিচয়।

তিনি আমাকে বেশ কয়েকদিন চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সহযোগে খাইয়েছেন, Niagra Falls দেখার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। আমার অনুরোধে সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ব মিতালি সংঘের সদস্য হয়েছেন। যাক সে কথা।

এবার আমার কাহিনী বলছি। আমি Sweetheart Plastic Companyতে যোগ দিলাম ১৯৬৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার। সেদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে স্নান করে Coffee খেয়ে কারখানায় গেলাম। কারখানার Receptionist আমাকে একটু বসতে বললেন এবং নিজ হাতে তৈরী Coffee খাওয়ালেন।

এরপর Companyর 'Specon' Department থেকে দুজন ভদ্রমহিলা এলেন। এদেরকে Lead girl বলা হয়, এরা কারখানারই কর্মী। Dining room এ বসিয়ে কারখানার সমস্ত নিয়মকানুন বুঝিয়ে দিলেন। এছাড়া Income Tax এবং Insurance এর যাবতীয় form সই করিয়ে নিলেন। এর পর ঐ Department এর Supervisor Mr. Henry Stankway-র কাছে নিয়ে গেলেন।

ওনাকে আমি নিজের কথা সব বলাতে

উনি আমাকে আমার নতুন কাজে উৎসাহ দিলেন এবং প্রথম দিনেই বলে দিলেন ওনাকে যেন আমি নাম ধরে এবং ছোট "Hank" বলে ডাকি। এরপর আমি কাজে নামলাম। একজন ছোকরা কর্মী আমাকে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিল। আমি কাজের জন্য প্রস্তুত হলাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, সকলেই নীরবে কাজ করে চলেছে। কোনরকম গল্পগুজব। ফাঁকি বা অন্যমনস্কভাব চিহ্ন নেই। আরও নজরে পড়ল, প্রত্যেকের মধ্যেই পারস্পারিক সহ-যোগিতার মাধ্যমে একটা সুন্দর সংহতি বা Teamwork গড়ে উঠেছে। কেউ কাউকে কোনরকম order করছে না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ বুঝে নিয়ে সেইভাবে কাজ করছে।

কাজের মধ্যেই পালাক্রমে ১০ মিনিটের জন্য প্রত্যেক কর্মী Coffee Break-এ বেরিয়ে পড়ছেন। কারখানার মধ্যেই automatic Coffee Machine বসানো হয়েছে। সেখানে 15 cents অর্থাৎ একটা dime আর একটা nickel ফেলে button ঠেলে দিলেই আপনা হতেই Coffee তৈরী হয়ে আসে।

তারপর বেলা ১২টায় lunch এর বিরতি। কারখানার Production চালু রাখার জন্য সকলে একই সময়ে lunch এ না গিয়ে পালাক্রমে lunch এ যায়। Dining room এ cheap canteen এর (এদেশে Cafeteria বলে) ব্যবস্থা আছে।

এই canteen এর কর্মীরা সকলেই কারখানার employee অর্থাৎ কারখানার মালিকই canteen এরও মালিক। canteen এ খাবারের তালিকা এবং দাম লিখে দেওয়া আছে। সকলেই হাতে tray নিয়ে line এ দাঁড়িয়ে পড়ছে। ছেলেমেয়েদের পৃথক ব্যবস্থা নেই। নিম্নতম কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে কারখানার খোদ মালিকও হাতে tray নিয়ে line দিয়েছেন।

এরপর পছন্দ অনুযায়ী lunch যে কোন tableএ বসে খেতে হয়। খাবার পর নিজ হাতে table পরিষ্কার করে যথাস্থানে tray রাখতে হয়। এঁটো থালা বাসনগুলো automatic dishwasher machine এ পরিষ্কার হয়ে আসে।

এ ভাবে lunch সারার পর আবার সকলে কাজে যোগদান করে। এই Company তে plastic এর dish ইত্যাদি তৈরী হয়। হালকা কাজের জন্য মহিলা কর্মী নিযুক্ত করা হয়েছে। কারখানার কাজ করেন

বলেই মনে করবেন না এরা ছোট ঘরের বা অভাবগ্রস্ত মেয়ে। এঁরা ভদ্র ঘরের কুলবধূ। এঁদের স্বামীরা ভাল কাজ করে না।

সকালবেলা ছেলে মেয়ে, স্বামী break-fast খাওয়ার পর বেরিয়ে পড়েন। এখন এঁরা বাড়ীতে ঝাড়া - হাত - পা হয়ে বসে না থেকে কারখানায় কাজ করছেন। এতে যেমন সময়ের সদ্ব্যবহার হচ্ছে, অন্যদিকে কিছু অর্থও ঘরে আসছে। পৃথিবীর সব দেশের মধ্যবিত্তদের একই অবস্থা। সেই নুন আনতে পান্তা ফুরায়। এদের স্বামীরা যা রোজগার করেন তা দিয়ে standard of living বজায় রাখা যায় না।

এঁরা আমার সাথে খুবই সুন্দর ব্যবহার করতেন। আমি নিজে একজন well-trained veterinarian হয়ে এই কাজ করতে হত বলে সবসময় গোমড়া মুখে থাকতাম। এরা বলতেন "Be smiling my boy." আমাকে সবসময় হাসি খুশিতে রাখতেন।

কারখানার এই মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা ছাড়া কিছু High School pass teeng-ger যুবক-যুবতী ছিল। এই মার্কিন যুবকেরাও আমার সাথে খুবই মধুর ব্যবহার করত। এরা স্কুলের পালা শেষ করে সদ্য স্বাধীনভাবে রোজগার করছে যেহেতু রোজগার করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে তাই কোন ব্যাপারে মা-বাবার তোয়াক্কা করে না।

এরা মা-বাবার সাথে একই বাড়ীতে paying guest এর মত থাকে। সপ্তাহে যে মাইনা পায় তাই থেকে খাওয়া-থাকার জন্য (এদেশে Room & board বলে) মা-বাবাকে দেয় এবং paying guest হয়ে থাকার সম্পূর্ণ সুযোগ - সুবিধা আদায় করে। যেমন — Television, Telephone ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত নিজস্ব ঘর পায়।

এদের সাথে কথা বললে বিচিত্র অভিজ্ঞতার আস্বাদ পাওয়া যায় তার কাহিনী বললে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় 'How much you pay for your Room and Board? সে কোন দ্বিধা না করেই বলবে I pap 15 dollars a week and then I clean the windoors of the house on weekends, অর্থাৎ ছেলেটি যদি weekendsএ ঘর পরিষ্কারের কাজ না করত তাহলে তাকে আরও বেশি টাকা দিতে হত।

এইভাবে এরা শ্রমের মর্যাদা দেয়।

টাকাটা বড় কথা নয় কিন্তু বাড়ীর জন্য এরা যে কাজ করছে তার যথাযোগ্য মর্যাদা এদের মা-বাবা দেয়। প্রতি শুক্র অথবা শনিবার রাতে এই সব ছেলেমেয়েরা তাদের girl অথবা boyfriend এর সাথে date করতে যায় এবং মধ্যরাতে বা ভোররাত্রে বাড়ী ফিরে আসে। এদের কাছে ঘরের আলাদা চাবি থাকে।

তাই মা-বাবাকে আর রাত জেগে ঘর খুলে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। আর দেরী হওয়ার ব্যাপারেও তাঁরা কোন কৈফিয়ৎ তলব করতে পারেন না।

যাই হোক, আবার কারখানার কথায় ফিরে আসছি। সকাল ৭টায় কাজ শুরু হয়ে প্রথমে shift শেষ হত বিকেল ৩টায়। তারপর আর একমিনিটও কাজ করতে পারবেন না। কারণ এক মিনিট কাজ করলেও Company আপনাকে ওভারটাইম দিতে বাধ্য হবে।

পুরো এক সপ্তাহ কাজ করার পর দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রথম সপ্তাহের মাইনা দেওয়া হবে এবং সেটা দেওয়া হবে চেকে যার counterpart এ আপনি কত ঘণ্টা কাজ করলেন, কত টাকা রোজগার করলেন এবং Federal Income Tax, State Income Tax, এবং social security বাবদ কত টাকা কাটা গেল সব লেখা থাকবে। তারপর Bank এ গেলে সঙ্গে সঙ্গে চেক্ cash করতে পারবেন।

কাজের পর প্রায় সকলেই নিজেদের গাড়ী করে চলে যায়। অনেক মধ্যবয়স্কা মহিলার নিজস্ব গাড়ী নেই। তাদের স্বামীরা সকালবেলা কারখানায় নামিয়ে দেয়। কাজের শেষে এরা যাদের গাড়ী আছে তাদের সাথে Ride নিয়ে বাড়ী ফেরেন। এর জন্য gas money বাবদ কিছু টাকা এদের দিতে হয়।

অফিস-ব্যাঙ্ক-পোষ্ট অফিস যেখানেই যাবেন সেখানেই এদের Receptionist এবং কর্মী আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে। যদি সকলে ব্যস্ত থাকে তাহলে স্বয়ং Manager ছুটে এসে বলবে 'Yes Sir, may I help you ?'

মিতা ভাই-বোন, এতক্ষণ এদের আলোকোজ্জ্বল চিত্রটাই তুলে ধরলাম, এবার অন্ধকারের দিকটাও বলি।

আমি প্রায় দেড় বছর ঐ কারখানায় কাজ করেছিলাম। কেউ একজন ভুল করেও তাদের বাড়ীতে আমাকে যেতে বলেনি।

মার্কিন মলুকে আমার অভিজ্ঞতা

যতক্ষণ কারখানায় কাজে ছিলাম ততক্ষণ অবশ্য সকলেই বেশ হাসি-গল্প করত।

সকলেই আমাকে 'Randee' (Ranen Deb অপভ্রংশ) বলে ডাকত। কিন্তু এই পর্যন্তই। কারখানার কাজ শেষ হলেই আর কেউ কাউকে চিনতে পারে না। সে সময় আমার গাড়ী ছিল না। তাই প্রায়ই Ride এর আশায় অপেক্ষা করতাম। কিন্তু যাদের গাড়ী আছে তারা ভুল করেও একদিন Ride দিতে এগিয়ে আসেনি।

যাই হোক তবুও আমি আমেরিকার এক পরিবারের সাথে মেলামেশা করে এখানকার জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম।

আজ আর নয়। আগামী সংখ্যায় এই আমেরিকান ভদ্রলোক carl Noclcke এর সাথে মিশে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সে সম্বন্ধে বিস্তারিত জানাব।

ক্রমশঃ

ভবিষ্যৎ তরুণদের হাতে ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে এক নবীন ও তরুণ বিশ্বের বিকাশ ঘটতে চলেছে। এই নবীন বিশ্ব সৃষ্টি করে নিতে হবে তরুণদেরই।

—অরবিন্দ

সংগ্রাহক— বি ৬২৩৩ অবণীভূষণ বসাক

যে কাজই করনা কেন, তা যেন হয় যতদূর সম্ভব নিখুঁত। মানুষের অন্তরস্থ ভগবানের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা।

শ্রীমা

সংগ্রাহক—৭১৬৬ সমীর কুমার চক্রবর্ত্তী

বিদেশে ভারতীয় প্রতিনিধি

(প্রতিটি ঠিকানায় Embassy of India
কথাটি যেন উল্লেখ থাকে)

আফগানিস্থান— B. Deva Rao, Malali, Kabul; Embassy of India

বর্মা— R. Koathing, 545-47, Merohani St. Rangoon, Embassy of India

চীন— Minister & charge d' Affaires, L. L. Mehrotta, 8, Kwang Hua Peiking, Embassy of India

চেকোশ্লোভাকিয়া— V. Siddharta thachary, Lu Valdstenjash 6 Pargue 1 Embassy of India

ফ্রান্স— D. N. Chatterjee 15 Rue Alfred Dehodencq Paris 16; Embassy of India

জার্মান— J. C. Ajmani Clarta Zetkin-Strasse 97/1, 108 Berlin, Embssay of India

ইরান— R. D. Sathe 166 Avenue Saba, Shomali Teharan, Embassy of India.

ইতালি— Apa B. Pant, via Francesce Denza 36 Rome, Embassy of India

জাপান— S. Thiru Tenkaclathan z - chome, 2-11 Kudan Minami Tokyo, Embassy of India

নেপাল— L. P. Singh G. P. O Box 292 Kathmandu, Embassy of India

পোল্যাণ্ড— K. Natwar Singh, No 16, Niegoli wakieg; Warsaw-86 Embassy of India

সৌদি আরব— Zahir Ahmed Sulaiman Al-Turki Building Airpoat Rd. Jeddah, Embass, of India

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—T. N. Kaul 2107 Massachusetts, Avenue N W. Washington, Embassy of India

সোভিয়েত রাশিয়া— Dr. K. S. shelvankar 6 & 8 Ulitsa Obuka D. C. 20008 Moscow, Embrssy of India

ভারতে বৈদেশিক প্রতিনিধি

আফগানিস্তান— Dr Abdul Hakim Tabibi A-9 Ring Road Lajpatnagar, New Delhi

বর্মা—Zeya Kyaw Htin Bba Shwe 3 50F Shantipath, New Delhi 110021

চীন— Ma Mu Ming, 50-D Shantipath ChanaK,apuri New Delhi 11002

চেকোস্লোভাকিয়া—Dr. Zdenek Trhlik, 45-46 Sundar Nagar New Delhi

ফ্রান্স— M. Jean Daniel Jurgensen 2; Auranzeb Rd. New Delhi, 110011

জার্মান ফেঃ—Herbert Fischer, Naya Marg Chanakyapuri, New Delhi

ইরান— Mohammad Moazzami Goudarzi 37, Golf Link New Delhi

ইতালী— Dr. Amedee Guillet 13 Golf Link, New Delhi 110003

জাপান— Taisaku Kojima Plot No 4 & 5 Block 50-G Shantipath New Delhi

নেপাল— Krishna Bhom Malla Barakhamba Rd. New Delhi

পোল্যাণ্ড— Wiktpr Kinecki 22 Golf Links New Delhi 110003

সৌদি আরব— Shaikh Anas Yousself Yassin i Eastern Avenue Maharani Bagh, New Delhi

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র— Daniel Patrick Moynihan Shantipath New Delhi 110021

সোভিয়েত রাশিয়া— V. K. Boldysev Shantipath New Delhi 110021

HIGH COMMISSIONS

অস্ট্রেলিয়া- Sir Patrick Shaw 1/50 G Shanti Path Chankyapurri New Delhi

কানাডা— Bruce M. William 7/8 Shantipath New Deihi

শ্রীলঙ্কা—Nell Quintus Dias 27 Kautilya Marg New Delhi

মালয়শিয়া—Abdul Rahman bin Jalal 3, Lajpat Rai Marg, New Delhi

নিউজিল্যাণ্ড— R. R. Cunninghame 39, Golf Links New Delhi 110003

সিঙ্গাপুর— Kennya M. Byrne 48, Golf Links New Delhi

যুক্তরাষ্ট্র – Samarendra Sen 3 East 64th Street, NEW YORK.

রাজপুত্র ও আমি

৭৪২৪ প্রণতি গোস্বামী

প্রায় রবিবার আনন্দ বাজার পত্রিকাতে "সত্যি প্রেমের গল্পে" অনেক সাহিত্যিক আপন আপন হৃদয় মেলে ধরেন। আমি সাহিত্যিক নই তবু আমার জীবনের ঘটে যাওয়া প্রেম কথার সাথে ঐ সমস্ত লেখক-লেখিকার আছে অপূর্ব্ব মিল। লজিক্যালী প্রমাণিত আমিও একজন সাহিত্যিক। তাই হাতে পেন আর ডেস্কে ছড়িয়ে রাখা কাগজের স্তূপে ডুব দিলাম। কে যেন আমার হাত ধরে টেনে তুলে— 'হচ্ছে কি?' 'কি হচ্ছে'??

আমি অবাক হয়ে বল্লাম— এই একটু লেখা টেকা— সাহিত্যিক হবার কিঞ্চিৎ বাসনা।

কখনও দেখেছো কি, কোন সাহিত্যিক নিজের জীবনের প্রেম কাহিনী লিখতে বসেছে? তারা বানিয়ে বানিয়ে প্রেমের গল্প তৈরী করে।

কোন পাঠক বা পাঠিকা তো আমার গল্পের সত্যতা যাচাই করতে বসছে না— তোমার কিসের টান?

মনোবীনায় টান পড়েছে যে।

কি যা তা বলছো?

যা তা নয়, আমায় জড়িয়ে মিথ্যে বিয়োগান্ত কাহিনী রচনা করে পাঠক পাঠিকার করুণার উদ্রেক করতে তোমায় আমি দেবো না।

মিথ্যে কোথায় দেখলে? —মিথ্যে নয়? যে প্রেমের কুঁড়িকে তুমি ইচ্ছে করে দলে গেলে তাকে নিয়ে এই শোক বারি বিসর্জন মিথ্যে কান্না নয়?

যা হয় না তাকে ঘটতে না দেওয়াতে অসত্যতার কোন লক্ষণ আমি দেখিনি।

মিলনের পূর্ণ লক্ষণগুলো আমার কাছে পরিস্ফুট ছিলো। আমাকে এভাবে আর কালাপানি পেরিয়ে নির্ব্বাসন নিতে হোত না।

এ তোমার ইচ্ছাকৃত নির্ব্বাসন।

ফুলটাকে ফুটতে না দেওয়াটা কি তোমার ইচ্ছাকৃত দোষ নয়?

তপ্ত কিরণে সে শুকিয়ে গেছে, আমার

দোষ নেই

তুমি তাকে ছায়া দাওনি?
মি যাবে?

প্রকাণ্ড চিৎকার করে ওকে সরিয়ে দিতে প্রচেষ্ট হই। এক গ্লাস জলের কিছু খেলাম কিছু ঘাড়ে মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে সুস্থ হতে চেষ্টা করি। জানলার পর্দাটা সরিয়ে দিতে ঘরে ঢুকে পরে কিছু দুষ্টু হাওয়া। আমার টেবিলের পরে রাখা খাতার পাতা উড়িয়ে দিয়ে যায়। আবার লিখতে বসি---

দরজার কড়া নড়ে উঠে— ঠক ঠক ঠক। বিরক্ত বোধ করি— কে আবার এল? জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে এক রাজপুত্র— দূরে দাঁড়িয়ে অশান্ত পক্ষীরাজ। —কে আপনি?

আমি ডাক্তার।

না আপনি রাজপুত্র ঐযে পক্ষীরাজ।

পাগল হলেন! আজকাল রাজপুত্র দূরে থাক জমিদার পুত্র ঐ সরকারী দির্দেশে উচ্ছেদ হয়েছে— খবর জানেন না?

তবু আপনি রাজপুত্র। বেশ! — ঐ আপনার ঘোড়া।

ওটা ক্যাডলাক--- একালের পক্ষীরাজ।

—দরজা খুলবেন না? কথা ছিলো?

ভুল করছেন এটা কোন রাজকন্যার হৃদয় দরজা নয়— অন্যত্র খুঁজুন।

আমি ঠিক নম্বরে আঘাত করেছি।

না ভুল করেছেন। নিজের উপর এতটা আস্থা আপনার ভালো নয়। কলকাতার লেন, বাই লেন খুঁজে ঠিক নম্বরে আসতে স্বয়ং ভগবানও পারেন না। দেখুন আমি রাজকন্যা নই--- ঘুটে কুড়ানির পার্ট নিতেও পারব না যতই তার ভাগ্য ফিরুক না কেন?

গল্পটা অন্য রকম। আমি নায়িকা হতে পারব না। মধ্যবিত্ত ঘরের আধুনিকা আমি—সোনার নাগাল না পেয়ে যারা বসে থাকে— আধুনিকা ফ্যাসানে সোনা অচল আমি তাদের দলে। দয়া করে আপনার সময় নষ্ট করবেন না।

ও চলে গেল। তার পক্ষীরাজ একটা লাল বিন্দুতে ধীরে ধীরে মিশে গেল। আমি জানলা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি এক ছড়া মুক্তোর মালা পড়ে আছে.. স্মৃতি মুক্ত মালা। কুড়িয়ে নিয়ে গলায় দিতে গিয়ে পেলাম অদৃশ্য হাতের পরশ... হাসপাতালের অপারেশন রুমে কর্তব্যরত যুবরাজের মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে মনে। লুকিয়ে

আঁচলে বেঁধে রাখি মালাখানি...

এ পর্যন্ত লিখতেই সে বলে ওঠে—এবার বলো স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসা মিলনের একটি মুহূর্তকে কে দিয়েছিলে দ্বার থেকে ফিরিয়ে? কে হেনেছিলো কঠোর আঘাত নরম সবুজ মনে?

আপনারা বলুন না, অর্থনৈতিক সামাজিকতার জীবনের প্রাচীর ভেঙ্গে এ মিলন কি সার্থক রূপ পেতে পারতো? একে সরিয়ে দিয়ে আমি কি ভালো করিনি?

রসকরা ও মসকর

শ্রীরসিক ঠাকুর।

(এবারে কয়েকজন প্রতিভাধর মনীষীর কিছু রসালাপ পরিবেশন করছি, আশাকরি মিতা ভাইবোনদের ভালই লাগবে।)

ঈশ্বরচন্দ্র ও মদনমোহন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। মদনমোহন একবার এক চিঠিতে ঈশ্বরচন্দ্রকে লিখলেন, "তুমি এক লম্ফে অনায়াসে সাগর পার হইয়া বিদ্যাসাগর হইলে, আর আমি দীর্ঘজীবন শ্রম করিয়া অনেক খড়কুটা দগ্ধ করিয়া তর্কালঙ্কার অর্থাৎ লঙ্কার ঝাল হইলাম। ইহাকেই বলে ভাগ্য!"

উত্তরে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিলেন — "নিতান্ত অসূয়া পরবশ হইয়া তুমি এক লাঙ্গুল বিশিষ্ট বীরের সহিত আমাকে তুলনা করিয়াছ। তুমি লঙ্কার ঝাল হইবে কোন দুঃখে। যাহারা কিছু না বুঝিয়া গোঁয়ারের মত তর্ক করে তাহারাই লঙ্কার ঝাল। মাধবের বুকে কৌস্তভ মণির মত তুমি মহাসাগরের বুকে স্বর্ণলঙ্কা। আমার সাগরে শুধু "জল পড়ে, পাতা নড়ে"; আর তোমার স্বর্ণলঙ্কায় প্রভাত হইলে পাখিরা

কলরব করে, কাননে কুসুম প্রস্ফুটিত হয়। তুমিই লিখিয়াছ—

"পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।"

উইলিয়াম সেক্স্‌পীয়র

ইংলণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ মাঝে মাঝে জ্ঞানী-গুণীদের নিয়ে বৈঠক করতেন। একবার এইরূপ এক বৈঠকে রাণী এলিজাবেথকে ঘিরে বসে ছিলেন স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে, উইলিয়াম সেক্‌স্‌পীয়র, জেকব ফ্রান্‌সিস্‌, লর্ড ডাড্‌লি ও আরও অনেকে। লর্ড ডাড্‌লি হঠাৎ সেক্‌স্‌পীয়রকে প্রশ্ন করে বসলেন.. "বলত কবি তোমার জীবনে সবচেয়ে বড় কমেডি কি?"

রাণী এলিজাবেথের দিকে আর চোখে একবার কটাক্ষপাত করে কবি জবাব দিলেন,— "আমি যে স্ত্রীলোকটিকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করেছি, তিনি একজন মনে প্রাণে ও দেহে খাঁটি নারী। আমার জীবনে সবচেয়ে বড় কমেডি হল এইটি।"

পুনরায় ডাড্‌লি প্রশ্ন করেন,— এবারে বল তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি কি?

সেক্‌স্‌পীয়র উত্তরে বলেন— আমা অপেক্ষা আমার স্ত্রী সাত বৎসরের বড়।

ডিজ্‌রেলি

ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী ডিজ্‌রেলিকে তাঁর এক বন্ধু জানালেন যে, তাঁর পুত্র কিছুতেই জলে নামতে চায় না; তাঁর ইচ্ছে ছেলেকে বড় সাঁতারু করেন। কিভাবে ছেলের এই জলাতঙ্ক দূর হতে পারে তার উপায় জানতে চান।

ডিজ্‌রেলি নির্দেশ দিলেন,— তোমার ছেলেকে জলে ফেলে দাও। যতবার ভয় পাবে ততবার ফেলে দেবে। ভূত তাড়াতে ভূতের মতই রোজা চাই।

জন্‌ মিল্‌টন্‌

সুবিখ্যাত "প্যারাডাইস্‌ লষ্টের" কবি জন্‌ মিল্‌টন্‌ শৈশব থেকেই কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতা ছিলেন ঘোর বিষয়ী। কবিতার ধার ধারতেন না। একদিন তিনি কিশোর বালকের গণিতের খাতায় কয়েকছত্র কবিতা আবিস্কার করে' ভীষণ চটে গেলেন। ফলও হল তেমনি। তিনি জন্‌কে প্রহার করে একটা ঘরে আটকে রাখলেন। ঘণ্টা চারেক পর

তিনি দরজা খুলে দেখেন কিশোর বালক মেঝের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে; তার হাতের মুঠোয় একখণ্ড কাঠকয়লা। তার পরে পিতার নজরে পড়লো সাদা দেওয়ালের গায়ে কাঠকয়লা দিয়ে লেখা ৩টি লাইন।

জন বাবাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন—

"Papa papa pity take,
I will never poetry make."

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ কোলকাতায় গেলেই তাঁর বিচিত্রা হাউসে সাহিত্য রসিকদের নিয়মিত বৈঠক বসত। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সময় সুযোগ পেলেই ঐ বৈঠকে হাজির হতেন।

একবার তিনি বৈঠক শেষে বাইরে এসে দেখেন তাঁর জুতোজোড়াটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। এর পর থেকে যখনই তিনি বৈঠকে যোগদান করতে আসতেন, সকলের অগোচরে জুতা জোড়াটি খবরে কাগজে মুড়ে বগল দাবায় করে ভেতরে ঢুকতেন। একদিন, তিনি খবরের কাগজে মোড়া জুতোজোড়াটি বগলের তলায় নিয়ে গুরুদেবের পদযুগলের কাছে গিয়ে বসেছেন। এক ভক্ত গুরুদেবকে কানেকানে গোপন সংবাদটি জানালেন, রবীন্দ্রনাথ মৃদু হেসে শরৎচন্দ্রকে বল্লেন,— "কি হে শরৎ তোমার বগলে ওটা কি— পাদুকাপুরাণ বুঝি?"

শরৎচন্দ্র তো অবাক। গুরুদেব গোপন ব্যাপারটি জানলেন কি করে? শেষে শরৎচন্দ্র আমতা আমতা করে বল্লেন,— "আজ্ঞে অতীতের অভিজ্ঞতার ফল।"

যে জাগরিত তাহার পক্ষে রাত্রি দীর্ঘ, যে পথশ্রান্ত তাহার পক্ষে অর্দ্ধক্রোশ পথ দীর্ঘ, যে সত্য পথভ্রষ্ট তাহার পক্ষে জীবন দীর্ঘ।

গৌতমবুদ্ধ

সংগ্রাহক — ১২৭৫ পান্নালাল মিত্র

অনুমানস প্রতিযোগিতা

অনুসন্ধিৎসা ও স্মৃতি শক্তিকে প্রবুদ্ধ করবার জন্য এই অনুমানস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথম পুরস্কার ১০ টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ টাকা একাধিক মিতা যদি একই পুরস্কার লাভে সমর্থ হন, তবে ভাগ্য চক্রের (লটারীর) একজনকেই বাছাই করে পুরস্কার দেওয়া হবে। অবশ্য সফল প্রতিযোগীর নাম লিপিমিতায় প্রকাশ করা হবে। ২০শে শ্রাবণ ১৩৮১ বঙ্গাব্দের মধ্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর আসা চাই।

লিপিমিতার আগামী সংখ্যায় প্রশ্নগুলির উত্তর সহ প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা করা হবে।

১। বরিশালের প্রাচীন নাম কি ছিল!

২। ইলেকট্রন মাইক্রসকোপ কে কবে আবিস্কার করেন?

৩। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের গোড়াপত্তন করেন কে?

৪। রাগবী খেলা কোথায় কবে প্রথম চালু হয়?

৫। "বন্দীর বন্দনা" কাব্যগ্রন্থটি কার রচনা?

৬। বাদশাহ আকবর কোন্ তারিখে সিংহাসন আরোহণ করেন?

বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর হুডিনির আসল নাম কি ছিল?

৮। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যে দু'জন জগদ্বিখ্যাত প্রতিভাধরের জন্ম হয় তাঁরা কে?

স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয়

—শ্রীভুবুবী।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কালের মহাসাগর থেকে স্মরণ যোগ্য কিছু বস্তু আহরণ করে মিতা ভাই-বোনদের হাতে উপহার দেবার চেষ্টা করছি। আমার আহরণে কিছুটা এলোমেলো সংগ্রহ থাকবে।

পাঠক পাঠিকারা সেগুলো তাঁদের সঞ্চয়ের যাদুঘরে যথাযোগ্য স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করবেন।

২৩ জুন ১৭৫৭ খ্রীঃ অঃ—

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সীরাজদ্দৌলা পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজের নিকট পরাজিত হন।

২১ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৭ খ্রীঃ অঃ—

সিপাই বিদ্রোহের প্রথম বিদ্রোহী মঙ্গল পাণ্ডে বারাকপুরে ফাঁসিতে মৃত্যু বরণ করে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের প্রথম শহীদ হন।

৫ই মে ১৮৬১ খ্রীঃ অঃ—

কলকাতায় প্রথম চায়ের নিলাম হয়।

১২ই মার্চ ১৯০৬ খ্রীঃ অঃ—

জামসেদজী টাটা কর্তৃক ভারতে সর্ব্বপ্রথম লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১১ খ্রীঃ অঃ—

কলকাতায় ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬ই জুন ১৯১১ খ্রীঃ অঃ—

রিষড়ায় ওয়েলিংটন পাটের কলের ৩০০ স্ত্রীলোক কুলি কর্মী ধর্ম্মঘট করেছিল। ভারতে স্ত্রীলোক একত্রিত হয়ে কর্মত্যাগ ও ধর্ম্মঘট করা এই প্রথম।

২৯শে সেপ্টেম্বর—১৯৪২ খৃঃ অঃ

মেদিনীপুরের অশিতিপর বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা ১৯৪২ এর আন্দোলনে জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিলের পুরোভাগে থাকাকালে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যাবস্থাতেও জাতীয় পতাকা তাঁর মুষ্টিবদ্ধ ছিল। তিনি তমলুক থানায় পতাকা উত্তোলনের জন্য যাচ্ছিলেন।

৫ই ডিসেম্বর — ১৯৫০ খৃঃ অঃ

ঋষি অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

:—:

— শ্রীভৃগু শর্মা।
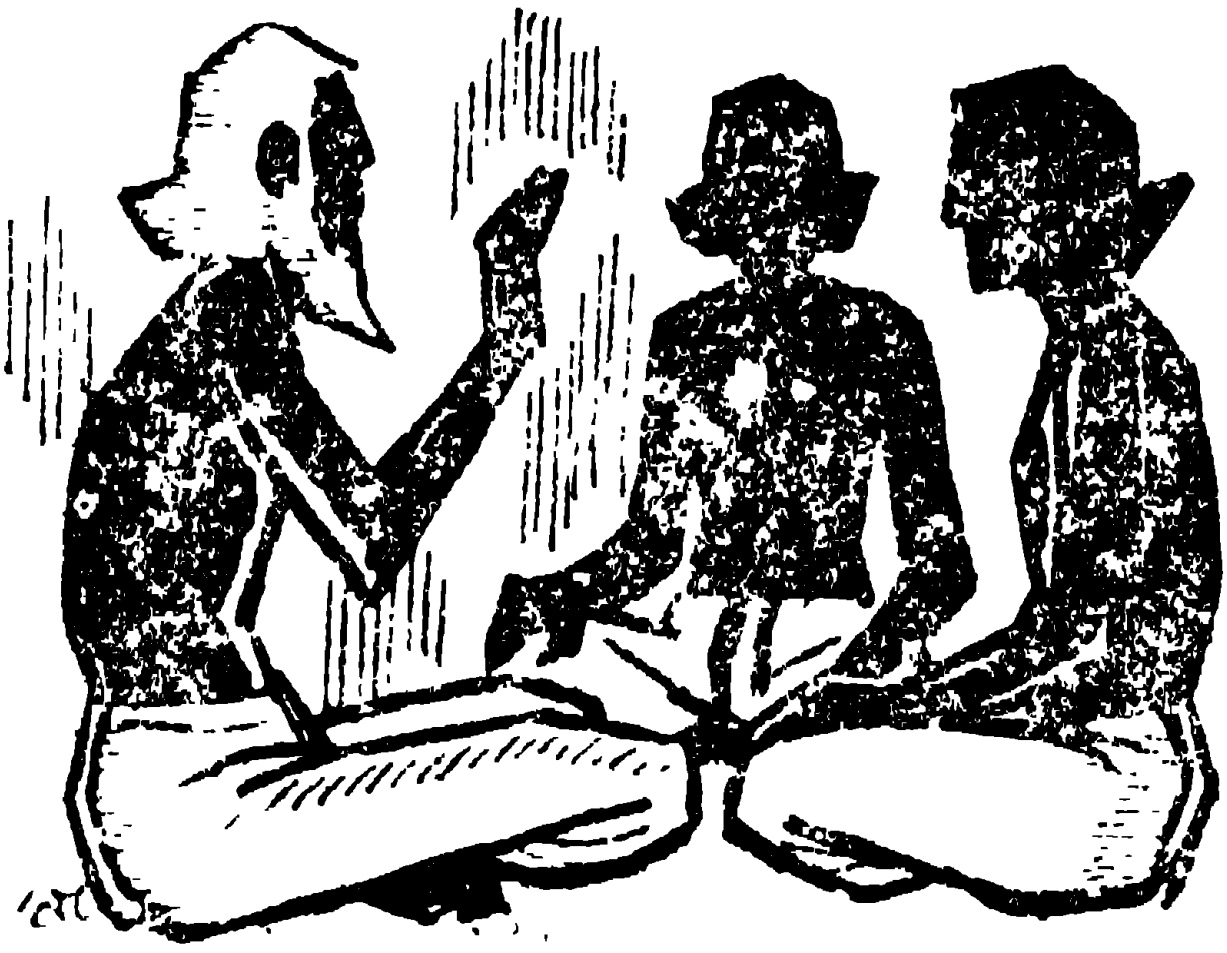
১৮৫) ভূষণ চন্দ্র বণিক, হাওড়া।

সমুদ্রজলকে লবণ মুক্ত করার আধুনিক পদ্ধতি কি ?

উঃ— সমুদ্রজলকে লবণ মুক্ত করার আধুনিক উপায় হল সমুদ্রজলকে খুব ঠাণ্ডা করে তার সঙ্গে ফ্রিয়ন (Freon) মিশিয়ে দেওয়া। এর ফলে জল ফ্রিয়নের সঙ্গে দানা বেঁধে যাবে। পরে এই জলকে একটু গরম করে নিলেই মিষ্টি জল আর ফ্রিয়ন আলাদা হয়ে যাবে। খরচ তা একটু পড়বে। ফ্রিয়ন এক প্রকার রসায়নিক পদার্থ যার কাজ হল জল থেকে লবনকে শুষে নেওয়া।

১৮৬) তরুণ চট্টোপাধ্যায়, মজঃফরপুর —

আজকের মত প্রাচীনকালে কি ইঁদুর সারা পৃথিবী জুড়ে ছিল ?

উঃ— প্রাচীন কালে ইঁদুর বা মূষিক কেবলমাত্র এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, অনেক পরে এরা মালবাহী জাহাজের সাহায্যে সারা পৃথিবী ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৭) ললিতা মাঝি, মেদিনীপুর—

প্রাচীন কালে অর্থাং চন্দ্রগুপ্তের আমলে ভারতের লোকসংখ্যা কত ছিল ? মানুষ যখন বনে জঙ্গলে শিকারের দ্বারা জীবন ধারন করত তখন তাদের বংশ বৃদ্ধির হার আধুনিক পৃথিবীর সমান ছিল না বেশী ছিল ?

উঃ— খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তের আমলে ভারতের লোকসংখ্যা

র ১০ থেকে ১৪ কোটির মধ্যে ১৬০০ পর্য্যন্ত এর সংখ্যা বিশেষ হেরফের নি। অর্থাৎ প্রাচীন পুঁথিতে যা পাওয়া য় তা প্রায় ১২ কোটির মত। মানুষ ন আরণ্যক বা শিকারীর জীবন যাপন ত তখন লোকসংখ্যা প্রায় সমান সমানই কত। অর্থাৎ বিশেষ বাড়ত না ও কমত

মানুষ যত কৃষিজীবনে অভ্যস্ত হয়ে তে লাগল, এবং স্থায়ী বাসস্থানের অধি-দী হয়ে উঠল তখন থেকেই জনসংখ্যা দ্ধি পেতে লাগল।

১৮৮) সুধীরা দাশগুপ্তা, লক্ষ্ণৌ—

ভারতের প্রধান নগরগুলির তুলনামূলক জনসংখ্যা জানালে খুশী হব।

উঃ— জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশী কলিকাতায় ৭০,৩১,৩৮২ (৭০ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৮২); দ্বিতীয় স্থান হল বৃহত্তর বোমবাই এর জনসংখ্যা ৫৯,৭০,৫৭৫ (৫৯ লক্ষ ৭০ হাজার ৫৭৫); তৃতীয় হল দিল্লী ৩৬,৪৭,০২৩ (৩৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ০২৩): চতুর্থ স্থানে রয়েছে মাদ্রাজ ৩১,৬৯,৯৩০ (৩১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯৩০)।

পত্রিকা আলোচনা

উন্মেষ — ত্রৈমাসিক, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ব্রুয়ারী ১৯৭৭। প্রতি সংখ্যা মূল্য ১ কা, সম্পাদকের নাম পাওয়া গেল না। অশোক দাশ কর্ত্তৃক ১৮, পি, সি, নাজী রোড, কলিকাতা - ৫৭ থেকে কাশিত।

উন্মেষ মূলতঃ সাহিত্যভিত্তিক পত্রিকা। য়কজন উৎসাহী তরুণ ও উদীয়মান খক লেখিকার সহায়তায় পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ব্বে প্রাচীর পত্রিকা হিসেবে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল। পত্রিকাটিতে তিনটি প্রবন্ধ চারটি গল্প, একটি আলোচনা, ১২টি পদ্য ও কিছু মনীষীদের বাণী প্রকাশিত হয়েছে।

অধিকাংশ প্রবন্ধ আলোচনা মূলক। শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্তের বর্ত্তমান চিত্রনাট্য-গুলিকে অবলম্বন করে যে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন তা প্রনিধানযোগ্য। তিনটি

গল্পের মধ্যে একটি বিদেশী গল্পের অনুবাদও আছে। এই সুষ্ঠু অনুবাদের জন্য শ্রীনন্দ দত্ত গুপ্ত প্রশংসার দাবী করতে পারেন। অধিকাংশ কবিতা মনোজ্ঞ ও সুখপাঠ্য। বাণীগুলি সুনির্ব্বাচিত। কয়েকটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বর্ষভিত্তিক তুলনা মূলক মূল্য তালিকা বহু দেশবাসীকে বর্ত্তমান আর্থিক অধোগতি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে সক্ষম হবে।

পত্রিকাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা বত্রিশ; কিন্তু কিছু পৃষ্ঠায় সংখ্যার উল্লেখ নেই। কাগজ ছাপা ও বাঁধাই ভাল। আর একটু চেষ্টা করলে ও যত্ন নিলে উন্মেষের আদর ও চাহিদা বাড়বে এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

—দরবেশ।

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের রজত জয়ন্তী

বঙ্গাব্দ ১৩৫৩ ১লা আষাঢ় কলকাতার চিত্তরঞ্জন এভিন্যু অঞ্চলে বিশ্ব মিতালি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে সঙ্ঘ ২৫ বৎসরে পদার্পণ করে। সুতরাং ঐ বৎসরে সঙ্ঘের রজত জয়ন্তী হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু সেই সময় ও পরের কয়েক বৎসর সমগ্র দেশ অরাজক অবস্থা থাকার জন্য উল্লেখিত রজত জয়ন্তী সম্পাদন করা সম্ভব হয় নি।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থাও যে খুব ভাল তা বলা চলে না; কিন্তু আর অপেক্ষা করা যুক্তি সঙ্গত হবে না। তাই কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন যে আগামী ১৩৮২ বঙ্গাব্দে সঙ্ঘের রজতজয়ন্তী উৎসব সাধ্যানুযায়ী সাড়ম্বরে পালন করা হবে।

উৎসবটি যাতে সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠতে পারে সেজন্য কয়েকজন উৎসাহী বিশ্বমিতাকে নিয়ে একটি উপসমিতি গঠন করা হবে। উৎসব সম্পর্কে যাঁদের কিছু অভিজ্ঞতা আছে এবং সংঘের কার্যালয়ে উপসমিতির বৈঠকে নিয়মিত যোগদান করতে পারবেন এমন বিশ্বমিতারা ২০শে ভাদ্র ১৩৮১ বঙ্গাব্দের মধ্যে যেন সঙ্ঘের / সম্পাদককে পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দেন।

রজত জয়ন্তী উপলক্ষে গ্রন্থ প্রকাশ

সংঘের কর্তৃপক্ষবৃন্দ স্থির করেছেন যে

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের রজত জয়ন্তী

সংঘের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে মিতা ভাই-বোনদের লেখা কয়েকটি ছোট গল্প ও কবিতার সংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশ করবেন। প্রতিটি গল্প ২৫০০ শব্দের মধ্যে ও প্রতিটি কবিতা ৩০ থেকে ৪০ পংক্তির মধ্যে যেন রচিত হয়।

পূর্বে ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় যে গল্পগুলি পুরস্কার লাভ করেছে, লেখক-লেখিকা অনুমতি দিলে ওগুলি থেকে কয়েকটি বেছে নিয়ে পুনঃ প্রকাশ করা চলতে পারে। গল্প ও কবিতাগুলি বাছাই করতে কিছু সময় লাগবে। তাই যাঁরা উক্ত গ্রন্থে প্রকাশের জন্য গল্প ও কবিতা পাঠাতে ইচ্ছুক, তাঁরা যেন ২০শে কার্ত্তিক ১৩৮১ বঙ্গাব্দের মধ্যে সংঘের কার্যালয়ে অবশ্য পাঠান।

একই সভ্য বা সভ্যা গল্প ও কবিতা একত্রে দুই-ই পাঠাতে পারেন; তবে কেউ যেন একাধিক গল্প বা কবিতা না পাঠান।

বর্তমানে কাগজ, মুদ্রণ ইত্যাদির খরচা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য দরিদ্র সংঘের পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশে সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। তাই স্থির করা হয়েছে যে, মনোনীত গল্প ও কবিতার লেখক লেখিকার কাছ থেকে আগাম কিছু অর্থ সাহায্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

প্রতিটি গল্পের জন্য ৩০ টাকা ও প্রতিটি কবিতার জন্য ১০ টাকা সংঘ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইবে। বিনিময়ে গ্রন্থ প্রকাশের পর প্রতিটি দাতাকে প্রদত্ত মূল্যানুযায়ী কয়েক খণ্ড গ্রন্থ রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

রচনাগুলির মনোনয়নের কাজ শেষ হবার পর মনোনীত রচনার লেখক লেখিকাকে অর্থ পাঠাবার জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করে পত্র দেওয়া হবে। ঐ পত্র পাবার পর মিতা-ভাইবোনেরা যেন অর্থ পাঠান।

প্রতিটি লেখক লেখিকাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, যেন তিনি তাঁর রচনা কাগজের এক পিঠে স্পষ্টাক্ষরে লিখে ৩০ পঃ ডাক টিকিট সহ পাঠান। লেখার নকল রেখে যেন পাঠান হয়।

অমোননীত রচনা যদি কেউ ফেরৎ চান তবে লেখাটি যাতে রেজেষ্ট্রী করে পাঠান যায় সেইরূপ উপযুক্ত ডাক টিকিট বা অর্থ যেন পাঠান

সং লিপিমিতা

ঃ শারীরিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

বি ৩০১৮ ডা: গীতা সিন্হা
(কলিকাতা-৬)

প্রশ্ন :— আমার বয়স ১৯ বৎসর। মুখে, বিশেষ করে দুটি গালে ব্রণের মত হয়। ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় হয়, থাকে এবং একসময় কমে যায়। কোন যন্ত্রণা নেই। দুই বৎসর যাবৎ ভুগছি। তাই লিখছি দিদি, এই অদ্ভ সমস্যা হতে প্রতিকারের উপায় জানালে খুব খুশী হব।

—৭২২৩ রতন রায় (কামরূপ, আসাম)

উত্তর :— রাত্রে শোবার সময় নিকো সাবান ও গরম জলে মুখ ধোবে। তারপর নিক্সোডাম লাগাবে। সকালে আবার ঐভাবে মুখ ধুয়ে ফেলবে। মুখে ক্রীম মাখবেনা। বাইরে বেরোবার সময় ল্যাক্টো-ক্যালামিন লাগাতে পার।

মাথায় খুসকি অথবা পেটের গোলমাল থাকলে তার চিকিৎসা করা প্রয়োজন। Becosules ক্যাপসুল দিনে একটা করে দু-সপ্তাহ খাবে। এতে প্রতিকার না হলে Ledermycin 150 mg. ক্যাপসুল দিনে চারটে করে পাঁচদিন খাবে। কি ভাই, উত্তর পেয়ে খুসী তো ?

প্রশ্ন :— নাকের দুপাশে গালের উপর একটা লাল আভা দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে অল্প সড় সড় করে। হোমিওপ্যাথি ঔষধ খেয়ে প্রতিকার পাইনি। আশাকরি, আপনার সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতা-পূর্ণ উপদেশ পাবো।

—বি ৬৯১৬ জয়ন্ত কুমার নাগ (বালি, হাওড়া)

উত্তর :— না দেখে সঠিক বলা সম্ভব নয়। দিনে দুবার Salical লাগাবেন। Citravit ট্যাবলেট দিনে একটা করে চুষে খাবেন। আমার 'বাগদত্তা' গল্পটির জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন, সেজন্য ধন্যবাদ।

প্রশ্ন :- প্রথম কথা, আমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ। কারো সামনে খালি গায়ে থাকিনা। দ্বিতীয় কথা— উরুদ্বয়ের উপরি-ভাগে দাদের মত হয়েছে। লাল হয়ে ফুলে ওঠে, তারপর ভীষণ ভাবে চুলকোতে চুলকোতে চামড়া উঠে যায়। এর প্রতিকার কি ?

— ৭০৪৪ আসাদুজ্জামান টুলু
(কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ)

উত্তর :— প্রথমে ভাল সাবান দিয়ে স্নান করবেন। তারপর উক্ত স্থানে Scabindon Ointment দিনে দুবার, তিনবার লাগাবেন। ঐ তিনদিন কাপড় ও বিছানা পরিবর্তন করবেন না। তিন দিন পরে গরম জল ও সাবান দিয়ে স্নান করে পরিস্কার কাপড় ও বিছানা ব্যবহার করবেন। ময়লা কাপড় ও বিছানা গরম জলে সিদ্ধ না করে পুনরায় ব্যবহার করবেন না।

প্রশ্ন :— আশা করি আপনার দ্বারা আমার ত্বকের সমস্যার সমাধান হতে পারে। তাই আপনার শরণাপন্ন হলাম।

— ৭৩৮১ মাখন বিশ্বাস
(বরিশাল, বাংলাদেশ)

উত্তর :— আপনার সমস্যা বিস্তারিত জানাবেন।

প্রশ্ন :— আমার বয়স ১৭'১৮ হবে। কিন্তু সে তুলনায় ভীষণ রোগা এবং উচ্চতা কম। আমার উচ্চতা ৪ ফুট ১ ইঞ্চি। লম্বা হবার ও মোটা হবার ব্যবস্থা জানাবেন।

—৬৬১১ গীতা বসু (হাওড়া-৩)

উত্তর :— অ্যানিমিয়া, পেটের গোলমাল, বা কোন স্ত্রীরোগ থাকলে চিকিৎসা করাবে। স্বাস্থ্য ভাল হবার জন্য Periaction ট্যাবলেট খাবার আগে একটা করে দিনে দুবার অন্ততঃ একমাস খাবে। প্রথম কয়েকদিন একটু ঘুম বেশী হতে পারে। এতে চিন্তার কারণ নেই।

এর সঙ্গে Boyer's Tonic খাবার পর তিন চামচ করে দিনে দুবার খেলে ভাল হয়। লম্বা হবার জন্য সাঁতার কাটা, দৌড়ঝাঁপ অথবা হাই-হিল জুতো পরতে পারো। বাড়িতে দিনে দু-তিন বার আঙুলে ভর দিয়ে হাঁটা অভ্যাস করবে। যোগব্যায়ামে ভাল ফল পাওয়া যায়। আগ্রহ থাকলে জানাবে।

প্রশ্ন :— আমি বিবাহিত। দুঃখের বিষয়, আমার স্বাস্থ্য এবং শক্তি মোটেই নেই বললেই চলে। চেষ্টা রাখবেন, আপনার বন্ধুকে যদি স্বাস্থ্য এবং এই ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।

—৭৭৩৮ মশিউর রহমান
(রাজসাহী, বাংলাদেশ)

উত্তর :— সব ব্যাধির হাত থেকেই মুক্তি পাওয়া যায়। আপনার সমস্যা

বিস্তারিতভাবে জানাবেন। প্রয়োজন হলে নাম অপ্রকাশিত রাখা হবে। পত্রের সঙ্গে সদস্য সংখ্যা, বয়স ও পূর্ণ ঠিকানা জানাবেন।

প্রশ্ন :— আমার বয়স ২৭ বৎসর। স্বাস্থ্য মোটামুটি। কিন্তু আমার প্রধান চিন্তার কারণ দিন দিন আমার ভুঁড়ি ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। ভুঁড়ি কমানোর জন্য আমার কি করা কর্ত্তব্য আপনি যদি আমাকে সেই পরামর্শ দেন তবে বিশেষ উপকৃত হব।

—৭১৮৯ সুনীল চন্দ্র পাল (বাঙ্গালোর)

উত্তর :— ওষুধ খেয়ে ভুঁড়ি কমাবার চেষ্টা করা বিপজ্জনক। ভাত, আলু, চিনি, জ্যাম, জেলী, ঘি, তেল, ইত্যাদি একেবারে ছাড়তে হবে, অথবা ধীরে ধীরে কমাতে হবে। দুধ যত খুসী খেতে পারেন। পরিশ্রম করবেন। কোনও নেশা করবেন না।

প্রচুর জলপান করবেন। রোজ কিছু ফল খাবেন এবং ঠাণ্ডা জলে স্নান করবেন। চিনির বদলে স্যাকারিন ব্যবহার করা ভাল। প্রোটিনযুক্ত খাদ্য অল্প খেয়ে তার সঙ্গে শাক-পাতা বেশী খাবেন। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখবেন। ভাল কোম্পানীর উপযুক্ত মাপের Corset ব্যবহার করবেন। এতে ভুঁড়ি বাড়তে পারবে না। যোগব্যায়ামে স্থায়ীভাবে ভুঁড়ি কমে। তবে, এতে ধৈর্য্য ও সাধনার প্রয়োজন।

প্রশ্ন :— অতিরিক্ত সিগারেট খাওয়ার ফলে ঠোঁটে কালো দাগ পড়েছে। এ অবস্থা থেকে বাঁচালে খুব উপকৃত হব।

—বি ৫৪৭৮ শ্যামল নন্দী (শিলিগুড়ি)

উত্তর :— Ledercort Ointment দিনে তিনবার করে ঠোঁটে লাগাবেন। সিগারেট খাওয়া একেবারে ছাড়তে হবে। সিগারেট খাওয়ার ফলে শ্রান্ত ও ক্লান্ত মানুষ যে ভাল বোধ করে, তার কারণ মস্তিস্ক ও স্নায়ুগুলি অসাড় হয়ে যায়। যন্ত্রনা আসলে থেকেই যায়।

ঘ্রাণশক্তি ও খাদ্যে স্বাদ গ্রহণ শক্তি কমে আসে। বেশী মশলাযুক্ত খাদ্য রুচি হয়। হার্টের রোগ হয় এবং খাদ্য ভাল হজম হয় না। মদের প্রতি আসক্তি জন্মে। সুতবাং অবিলম্বে এ কু-অভ্যাস ত্যাগ করুন।

প্রশ্ন :— 'লিপিমিতা'র মাধ্যমে পত্রের

জবাব পেয়ে সত্যই সুখী হয়েছি। কাজের জন্য নানা জায়গায় Tour দিতে হয়। অত্যধিক পরিশ্রম করতে হয়। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দিনে প্রায় ৫ প্যাকেট সিগারেট খাই। বর্ত্তমান বয়স ৩৪ বৎসর।

—৬৯৩৯ মনোরঞ্জন রায় (মধ্যপ্রদেশ)

উত্তর :— আগের প্রশ্নের উত্তর দেখুন। আপনার যখন কোন রোগ নেই, তখন স্বাস্থ্য ভাল না হবার কোন কারণ নেই। কম বা বেশী, তাড়াতাড়ি বা অপুষ্টিকর খাদ্য খাবেন না। হাত, পা, চোখ, দাঁত ও ত্বকের যত্ন নেবেন। বসা, দাঁড়ানো বা চলা সব অবস্থাতেই মেরুদণ্ড সোজা রাখবেন।

মদ্যপান ও ধূমপান করবেন না। সঙ্কল্প দৃঢ় হলে ধূমপান ছাড়া কঠিন নয়। প্রচুর ঘুম ও বিশ্রামের প্রয়োজন। নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ে কিছু খালি হাতে ব্যায়াম করবেন। যোগব্যায়ামে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। পদহস্তাসন, ধনুরাসন, উত্থিত পদাসন, বিপরীতকরণীমুদ্রা, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন ও ভুজঙ্গাসন প্রতিটি ব্যায়াম ৩ ক্ষেপ করে করবেন।

অন্যান্য খাবারের সঙ্গে দুধ, টাটকা ফল ও জল যতটা পারেন খাবেন। অর্থ দিয়ে সব কিছু কেনা গেলেও সুস্বাস্থ্য কেনা যায় না। এর জন্য সাধনা প্রয়োজন।

নিয়মিত পরিমিত শরীরচর্চা করার পর হঠাৎ একদিন বুঝতে পারবেন, শরীর সুস্থ রাখা কত প্রয়োজন।

প্রশ্ন :— একজন প্রকৃত চিকিৎসক রুগী না দেখে ঔষধ খাওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন না। যাঁরা এরূপ করেন তাদেরকে চলন্ত গাড়ীতে হকারদের সাথে তুলনা করলে বোধ-করি খুব একটা অপরাধ হবে না।

আমি আপনাকে সরাসরি দেখিয়েই চিকিৎসিত হতে চাই।

— ৭৫০৪ অজিতেশ বিশ্বাস (সোদপুর ২৪ পরগণা)

উত্তর :- সব রোগের চিকিৎসা পত্রের মাধ্যমে করা সম্ভব না হলেও অনেক রোগেরই সম্ভব।

কি ধরণের সমস্যার সমাধান পত্রের মাধ্যমে সম্ভব, সেটুকু বোঝার মত মানসিকতা মিতা ভাই-বোনদের আছে বলেই মনে করি।

তাঁদের প্রেরিত পত্রাবলীই তার প্রমাণ।

আর আপনি যখন প্রথমেই মন্তব্য প্রকাশ করে ফেলেছেন, তখন এ আলোচনা না বাড়ানোই যুক্তিযুক্ত।

যেসব মিতা ধন্যবাদ জানিয়ে অথবা চিকিৎসায় ফললাভ করে চিঠি দিয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পর্যায়ক্রমে ব্যক্তিগতভাবে অথবা লিপি-মিতার মাধ্যমে সব পত্রের উত্তর দিয়ে থাকি। ঠিকানা জানানো সম্ভব নয়। সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দূরের মিছিল

—শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায়
বি ৯০৫

হাত দুটো মুঠো করে সামনের দিকে ঝাঁকি দেয় শ্যামল—
ইন্দিরা গান্ধী—

যুগ যুগ জীও!
কৃষ্ণদাস মুখার্জী
জিন্দাবাদ। শতকণ্ঠে স্লোগান
সমাপ্ত হয়।

দুটো জীপ ও একটা প্রাইভেট গাড়ীকে কেন্দ্র করে প্রায় শ খানেক উৎসাহীর একটি মিছিল এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে। সামনের হুড খোলা জীপ খানিতে কৃষ্ণদাস হাতদুটি জোড়া করে দাঁড়িয়ে বিনীত ভাবে। তাঁর মাথা মুখখানি আবিরে রাঙানো। গলায় ফুলের মালা, ঠোঁটে বিজয়ীর হাসি।

মাঝে মাঝে দুপাশে বাড়ীর ওপর দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসছেন কৃষ্ণদাস। মুঠো করে আবির নিয়ে শ্যামল ছুড়ে দেয় পথের দুপাশে, আর স্লোগান দেয়—কৃষ্ণদাস মুখার্জী কি—

জ-অ-য়। সহযাত্রীরা শেষ করে সহর্ষে।

মিছিলের দু'পাশে গ্যাসের আলো নিয়ে সার বেঁধে চলেছে জন কুড়ি-পঁচিশ লোক।

একেবারে সামনে ব্যাণ্ড পার্টি, সব পেছনে তাসা। তাসার তালে তালে কয়েকটি ছেলে বিচিত্র অঙ্গ ভঙ্গি করতে করতে এগিয়ে চলেছে। মনে মনে একটা পুলক অনুভব করে শ্যামল। কৃষ্ণদাসের পাশে দাঁড়িয়ে মনে হয়—যেন তারই জন্যে এ উৎসব, এত সমারোহ।

কৃষ্ণদাসের সঙ্গে সঙ্গে তার দিকেও চোখ পড়ছে পথ চলতি মানুষের। বেশ ভালো লাগে। খানিকটা গর্বও অনুভব করে নিজের এই বিশেষ ভূমিকার জন্যে।

এর পর কোন রাস্তায় ঢুকবো শ্যামল দা? একটি ছেলে গাড়ীর পাশে এসে প্রশ্ন করে।

সত্যনারাণের বাড়ীর দিকে চলো।

না না, কি দরকার? সামান্য প্রতিবাদ করেন কৃষ্ণদাস।

বলেন কি কেষ্টদা! তেইশ হাজার ভোটে হেরে বেচারা মন খারাপ করে বসে আছে, একটু বাজনা শুনিয়ে আসবো না? হাসতে থাকে শ্যামল। কৃষ্ণদাসও সে হাসিতে যোগ দেন।

শ্যামল আবার ধ্বনি তোলে— কৃষ্ণদাস মুখার্জী কি—

কৃষ্ণদাস নয়, এ জয় তারই। একমাস ধরে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, সঙ্গীদের নিয়ে শুধু কাজ আর কাজ। অর্দ্ধেক দিন বাড়ী ফেরারও সময় পায়নি। রাত জেগে পোষ্টার লেখা, দেওয়াল জোড়া করে কৃষ্ণ দাসের গুণকীর্ত্তন, লোকের বাড়ী গিয়ে কৃষ্ণ মাহাত্ম্য প্রচার, ভোটার স্লিপ ইস্যু করা—

ওঃ কি অমানুষিক পরিশ্রম। ভোটের দিন সকালে গাড়ী করে ভোটার নিয়ে আসা—বেশ কিছু প্রক্সির ব্যবস্থা। তারপর ফলাফল ঘোষণার পূর্ব মুহূর্ত অবধি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা। অবশেষে—

এই বক্কা আলো দুটো কেন নিবে গেছে দেখ।

কোন দিকে শ্যামলদা?

চোখ চেয়ে দেখনা ভালো করে—ঐ যে ডান দিকের সারিতে মাঝখানে। আর শোন, সুবলেকে বল— সামনের দোকান থেকে দু কিলো আবির কিনে নিতে। টাকা দিনতো কেষ্টদা—

আলো - বাজনা - নাচ - বাজী আর

স্লোগানের ভেতর দিয়ে মিছিলটি রাজকীয় ভঙ্গীতে পথ অতিক্রম করে। চলতি পথে যাদের পায় তাদেরই কপাল রাঙিয়ে দেয় রাঙা আবিরে। মাঝে মাঝে ধ্বনি তোলে কৃষ্ণদাস মুখার্জী— জিন্দাবাদ। ভারতের গণতন্ত্র— যুগ যুগ জীও। ইন্দিরা গান্ধী কি —

★ ★ ★

রাত প্রায় সোওয়া একটায় নিজের বাড়ীর কড়া নাড়ে শ্যামল।

কে! শ্যামল এলি?

হ্যা মা।

বেতো শরীর নিয়ে তিনি আস্তে আস্তে নেমে আসেন ওপর থেকে। সামান্য দেরী-টুকুও সহ্য হয় না শ্যামলের। কেষ্টদা জিতেছে, এ খবর মা নিশ্চয়ই পেয়েছে, কিন্তু মিছিল, বাজী, বাজনা আলো এ সবের কথা সবিস্তারে না শোনানো অবধি স্বস্তি নেই। কেষ্টদার পাশে পাশে থেকে মোটা মালাও পেয়েছে একটা প্রতিষ্ঠান থেকে। মনে মনে তৃপ্তির হাসি হাসে শ্যামল।

দরজাটা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়ান মা। ভেতরে পা দিতে দিতে শ্যামল বলে— খাবার রাখোনি তো? কেষ্টদার বাড়ীতে ভীষণ খাওয়া হয়ে গেছে। মাংস পোলাও মিষ্টি— ওঃ রাজকীয় ব্যাপার। একি! আলো না জ্বালিয়েই নেমে এসেছো! অন্ধকারে কোন দিন পড়ে টড়ে যাবে দেখছি।

কোন উত্তর না দিয়ে মা দরজাটা বন্ধ করেন। অত আলোর মাঝখান থেকে অন্ধ-কারে এসে চোখ দুটোয় ধাঁধা লাগে শ্যামলের। ফুলের মালা আর আবিরে রাঙানো চেহারাটিও তো দেখানো চাই মাকে। আলো চাই আলো। সুইচটা অন্ করে শ্যামল। খুট করে শব্দ হয় শুধু, আলো জ্বলে না। একি! বাল্‌বটা কেটে গেছে নাকি?

বিষণ্ণ স্বরে মা উত্তর দেন— তিন মাসের বিল জমা দেওয়া হয়নি বলে ইলেকট্রিক কোম্পানী থেকে আজ লাইনটা কেটে দিয়ে গেছে।

ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও সরকারী কাজে ব্যবহৃত শব্দাবলীর বাংলা পরিভাষা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বি ৭১৬৫ শ্রীঅশোক কুমার মুখার্জী।

Gap ব্যবধান
Galaxy ছায়াপথ
Gambling জুয়া
Gastropod উদরপদ
Gas Fitter গ্যাস মিস্ত্রী
Gathering জমায়েত
Gall bladder পিত্ত কোষ
Gall stone পিত্ত পাথুরি
Gazette ঘোষ পত্র
Gazetted officer ঘোষিত আধিকারিক
Geem cell জনন কোষ
Generate জন্ম দেওয়া
Genetics সু-প্রজনন বিদ্যা
General price level সাধারণ পণ্যের মূল্যস্তর
Generalisation সামান্যী করণ
General Election সাধারণ নির্ব্বাচন
Genuine Demand প্রকৃত চাহিদা
Geometric Series গুণোত্তর শ্রেণী
Geocentric ভূকেন্দ্রীয়
Genus গণ
Germ অঙ্কুর
Germinate অঙ্কুরিত হওয়া
General Manager সাধারণ কর্মাধ্যক্ষ
General Acceptance সর্ত্তহীন স্বীকৃতি
Geyser উষ্ণ প্রসবন
gill ফুলকা gill flap কানকো
gilt-edged স্বর্ণতুল্য
gilt-edged Security স্বর্ণমান ঋণপত্র
gland গ্রন্থি
glaze চিক্কনলেপ
gloom মন্দা অবস্থা
glacier হিমবাহ
glut of Capital পুঁজির প্রাচুর্য
glut in Market বাজারে মালের প্রাচুর্য্য
gold strndard স্বর্ণমান
gold bullion standard স্বর্ণপিণ্ডমান
gold currency স্বর্ণমুদ্রা মান
gold exchange স্বর্ণ বিনিময় মান
gold reserve fund স্বর্ণ রক্ষণ তহবিল
goodwill সুনাম
goods finished তৈরী মাল

goods perishable পচনশীল বস্তু
Goods, Manufa-ctured শিল্পজাত দ্রব্য
Goods, Bonded শুল্কাধীন মাল
Goods, Free নিঃ শুল্ক মাল
Goods, Consumer's ভোগীয় বস্তু
Gorge গিরিখাত
Governor দেশপাল
Governor General রাষ্ট্রপ্রধান
Government Employees সরকারী কর্ম্মচারীগণ
Government Promissory not কোম্পানীর কাগজ
Government Paper সরকারী ঋণপত্র
Governing body পরিচালক বর্গ
Government, Federal যুক্তরাষ্ট্রিয় সরকার
Government. Unitary কেন্দ্রীভূত সরকার
Government, Interim অন্তবর্তী সরকার
Grace, days of অনুগ্রহ মেয়াদ
Grade পর্যায় Graded পর্যায়িত
Graduated Tax ক্রমবর্ধমান কর
Graph লেখ, চিত্র
Graphical লৈখিক
Graphite কৃষ্ণসীস
Grant-in-aid সহায়ক অনুদান
Granary শস্যাগার
grape sugar দ্রাক্ষা শর্করা
gratis বিনামূল্যে
gratuity আনুতোষিক
gravation মহাকর্ষ
gravity অভিকর্ষ
growth বৃদ্ধি
growing concern উঠতি কারবার
gross মোট
gross profit মোট মুনাফা
gross produce মোট উৎপাদন
ground, rauching পশুপালন ক্ষেত্র
gullet গ্রাসনালী
gunny bag চটের থলে
guild সংঘ
guild socialism শ্রেণীগত সমাজতন্ত্র
gunter's chain জরিপের শিকল
gunny cloth চট
gurantee প্রত্যাভূতি
gustatory রাসন
gymnastic ব্যায়াম শিক্ষক
grant আর্থিক সাহায্য
growth of slum বস্তির প্রসার।

বাতাস—চন্দন ও বিষ্ঠা উভয়কে লইয়া যায়, কিন্তু কাহারও সহিত মেশে না, মুক্ত পুরুষও সেই রকম সংসারে থাকেন, কিন্তু সংসারের সহিত মেশেন না।

—রামকৃষ্ণ

সংগ্রাহক— ১৩৭৪ পান্না লাল মিত্র।

নববর্ষের শুভেচ্ছা

—রত্না রায়
বি ৭৩৪৯

প্রিয় মিতা ভাই, মিতা বোন
আমি তোমাদেরই একজন
তোমাদের ভালবাসায়
ভরে ওঠে এই মন।
তোমাদের ভালবাসা
প্রাণের বেতারে বাঁধা,
দেখা না দেখায় থাকে না বিভেদ,
থাকে না নিষেধ বাধা।

তাইতো তোমাদের হারায় না মন
না দেখার ক্ষণে ক্ষণে;
জীবন ভরিয়া থাকবে তোমরা
আমার এই মনে প্রাণে।
জানি না বন্ধু আমি তোমাদের
কতখানি ভালবাসার
পাঠালাম বাণী তোমাদের আমি
নববরষের প্রীতি ও
শুভেচ্ছার॥

এবার খুনী হব

পান্নালাল ঘোষ
বি ৫৪০২

এবার আমি খুনী হব,
সেও ত ভাল।

এমনি ভাবে যায় না বাঁচা—
একই ঘরে লোভ-লালসার সঙ্গী হয়ে.
হিংসা নিয়ে এক বিছানায় যায় না শোয়া
বিবেকের কর্ণমূলে ফুস মন্তর দিচ্ছে শুধুই,
সঙ্গে এসো সঙ্গে এসো বাঁচতে হলে।
না শুনলেই পিঠের পরে তিনশো চাবুক,
কথা শোনায় - বড্ড দেমাক, যাও মরোগে।

আর পারিনা,
এবার আমি খুনী হব,
খুনী হব জোড়া খুনের—
হিংসা, লোভের লাস দু'টাকে ভাসিয়ে দেব
গঙ্গা-জলে।

এভাবে আর যায়না বাঁচা,
এভাবে আর যায়না বাঁচা।

মা

এম, সি, মান্না
বি ৬৪৮৭

অর্কিডের মত তোমার অজান্তে
তিলে তিলে তোমার দেহকে শোষণ করে
নিজের অস্তিত্বকে জাহির করেছি।
তোমারই অঙ্গের একাংশ হয়ে
নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গড়ে নিয়েছি।
তারপর তোমার দেহের নীড় থেকে বেরিয়ে
বাইরের জগৎটাকে দেখার উদগ্র বাসনায়
কৃতঘ্নের মত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি
সুতীব্র যন্ত্রনায় তুমি আর্তনাদ করেছিলে
আর আসন্ন মুক্তির সম্ভাবনায়
আমি হাত-পা ছুঁড়েছি নতুন উদ্যমে।
কিন্তু মুক্তি এত ভয়ঙ্কর জানতাম না।
ভীষণ একাকীত্ব আর বিশাল জগৎ
আমাকে গ্রাস করতে এল!
ভয়ে বিস্ময়ে চিৎকার করে ডাকলাম 'মা'!
সে ডাক তুমি শোননি বা অভিমানে
তুমি তখন পাড়ি দিয়েছিলে
অনেক দূরের অজানা পথে।
সেদিন মুক্তির বিনিময়ে তোমাকে হারিয়েছি!
তোমার বক্ষ-অমৃত পীযূষে আমি বঞ্চিত
তোমার দু'চোখের স্নেহ ধারায়
আমি আজও অস্নাত, কিন্তু তবুও
মনে হয় আমার প্রতিটি পদক্ষেপ
তোমারই জ্যোতিতে উদ্ভাসিত॥

(যমুনা স্মৃতি প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার
প্রাপ্ত কবিতা)

প্রতীক্ষা

সুপ্রিয় কুমার ঘোষ
বি ৭৫৯৬

দূরের বন্ধু আজকে তোমায় পড়ছে আমার মনে
বাহিরে নয় হৃদয়ে তাই দেখছি সংগোপনে।
অনেক কথা অনেক ব্যথা স্মৃতি হ্রদের কূলে
স্মরণ হাওয়ায় আজকে তারা উঠছে দুলে দুলে।
উন্মন মন সদাই আমার কাজের ফাঁকে ফাঁকে
তোমার চোখের ভাষা শুধু আমার চোখে আঁকে।
মনের খাতায় সাদা পাতায় তোমার কালির রেখা
ব্যথায় ভরা আঁচড় টেনে লিখছে কি একলেখা।
দূরের বন্ধু দূরেই থাকো দাও না তুমি ধরা,
তোমার সুধায় আমার পাত্র কানায় কানায় ভরা॥

কাটছে বেলা কাটছে প্রহর আশার ভেলা বেয়ে
পায়ের ধ্বনি শুনি শুধু পথের পানে চেয়ে।
আসবে নাকো জানি তুমি আসবে তোমার বারতা,
আনবে বয়ে আকাশ পথে অচেনা কোন কথা॥
দিনের তরী বেয়ে এল জোনাক জ্বলা রাত্তি
নিদ্রাদেবী ছেড়েছে মোরে আজকে নহে সাথী।
এমনি করে পলে পলে নিশিও হবে ভোর,
আবার নতুন করে শুরু হবে এ প্রতীক্ষা মোর

এসো

ফাতেমা রহমান
বি ৭০১১

এসো তুমি
আমাকে ভালবাস।
আমার সব পাপ মুছে দাও
আমাকে স্নিগ্ধ করো
শুচি করো
প্লাবিত করো তোমার পবিত্রতায়।

এসো তুমি
আমার দেহে এসো, হৃদয়ে এসো
আমার জাগরণে এসো,
এসো নিদ্রায়
করো মোর কপাল চুম্বন
লহ মোর পঙ্কিলতা ধুয়ে
করো মোরে পবিত্র আজীবন।

স্বাগত তের শ একাশী

বিমল কুমার পাল
বি ৬৭৫৮

হে তের শ একাশী তোমারে জানাই সাদর
আহ্বান
এসো এসো, শান্তির দূত হয়ে
সঞ্জীবিত হোক সকলের প্রাণ।
ঘরে ঘরে ঝরুক আনন্দের ঝর্ণা
তোমারি আগমনে দূর হোক যত রোগ—
শোক ক্লান্তি, বয়ে যাক শান্তির বন্যা।

ফুলে ফলে সাজুক এ ধরণী।
সকল আঁধার মুছে, খুলে যাক আলোর দ্বার
এসো এসো তের শ একাশী
তোমারে জানাই প্রণতি শতবার॥

যেমন বাহ্য দৃষ্টিতে আমরা দেখি গাভীগুলি নানা বর্ণের, কিন্তু তাদের প্রদত্ত দুধের রং একটিই অর্থাৎ শ্বেত, তেমনি বাহ্য দৃষ্টিতে বিভিন্ন ধর্মের আচরণগত নানা পার্থক্য দেখা গেলেও সকল ধর্মেরই অন্তর্নিহিত সত্য এক।

— রামমোহন।

সংগ্রাহক— বি ৬৭৫৮ বিমলকুমার পাল।

বৈশাখ

—শান্তনু কুমার চৌধুরী
বি ৩৩৮২

প্রদীপ্ত বহ্নির তেজ লয়ে 'কাশে
চৈত্রির শেষে রুদ্রের বেশে,
এবে এলে কিগো এলে আজ তুমি-
হে চির রুদ্র বৈশাখ!
উড়ায়ে তোমার বিজয় কেতন
হে চির নবীন হে চির নূতন,
গুরু গুরু গুরু বাজায়ে ডমরু
চির নবিনেরে দিতে ডাক!
বন্দনা চলে দিকে দিকে ওই
হাল খাতা পূজা চলে হৈ চৈ,
দেউলে দেউলে ধুপ দীপ জ্বলে
ঘন ঘন আজি বাজে শাঁখ।
গুরু গুরু গুরু বাজায় ডমরু
কাঁপাতে বক্ষ সবা দুরু দুরু—
হুঙ্কারী তুমি দিলে হাঁক!
হে চির নবীন হে চির নূতন
উড়ায়ে তোমার বিজয় কেতন,
জাগাতে বীর্য বাজায়ে তূর্য—

আজি এলে কিগো বৈশাখ!
ফটিক জলের একটানা সুর
ওই যে চাতক গাহে গান,
কাল বৈশাখীর রূপে কিগো তুমি
এলে তারে দিতে বারি দান!
চকিতে চপলা ক্ষণিক বিকশি
উল্লসি 'কাশে করি ফাঁক,
এলে কিগো তুমি ঝটিকার বেগে
প্রখর রবির রৌদ্র আবেগে
হে রুদ্র সন্ন্যাসী বৈশাখ!
রূপ তব রূপ অরূপের মাঝে
ধূলি ঝঞ্ঝায় কাজলের সাজে,
বজ্র বিষাণে ঈশানে জাগাতে
দিতে দোলা দিতে তরু শাখ,—
হে চির নবীন হে চির নূতন
মুছে দিতে জরা মৃত্যু যাতন,
বরষের শেষে এলে দ্বার দেশে
এলে তুমি নব বৈশাখ?

জ্ঞান পেলে নিজেকে জ্ঞানী বলে গর্ব হয়। কিন্তু প্রেম পেলে নিজেকে অধম বলে জেনেও আনন্দ হয়। পাত্র যতই গভীররূপে শূন্য হয়, সুধার রসে ভরে উঠলে তত বেশী করে পূর্ণ হয়।

— রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক:— ৬২২১ তুষার কান্তি চট্টোপাধ্যায়।

মানুষ-প্রকৃতি

তারাপদ মজুমদার
বি ৬১৪৭

মানুষকে নিয়ে একি নিষ্ঠুর খেলা!
তার শরীরের সব রক্তবিন্দুটুকু শুষে নিয়ে
প্রকৃতি চেয়েছে তার রাক্ষসী তৃষা মেটাতে।
জীবনকে ছিন্ন ভিন্ন করাতেই তার সুখ,
মনের ভেতরটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তার মুখে
তৃপ্তির হাসি।
যুগ যুগান্তে মানুষ মানেনি প্রকৃতি তোমাকে
তারা এগিয়ে গেছে সামনের শূন্য পৃথিবীটাকে
সবুজ করতে।
জীবনে ছন্দ খুঁজতে হাজারো ব্যর্থতার লাশ
ঘেঁটে
অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া মানুষ,
জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রেয়সীর
কাছে পায়নি প্রেরণা
হতাশার গ্লানি করেছে তাহারে গ্রাস।
তবুও প্রকৃতি মানুষ মানেনি তোমাকে।
যে যুগে যুগে ভালো বেসেছে সুন্দরের
পূজা করেছে।
মানব চেতনাই তোমাকে দিয়েছে রূপ-রস-গন্ধ
স্পর্শের ডালি।
তবে তোমার এত গর্ব কেন?
তুমি হারিয়ে যাওয়া মানুষ চিনতে পারো না।
জীবনকে নিয়ে ব্যংগ কর। কেড়ে নাও
সজীব হাসিটুকু।

এক টুকরো পাথেয়

শিবকান্তি ভট্টাচার্য
বি ৫০৪৪

মল্লিকা,
জানি পৃথিবীটা তোমার কাছে ধোঁয়াটে—
কিন্তু তোমার জন্মের মুহূর্ত্তটা
ব্যর্থ কামনা আর শুভেচ্ছার বার্ত্তা নিয়ে
মুখর হয়েছিল সেদিন—
কিন্তু একদিন, সে আর একদিন।

★ ★ ★

মল্লিকা,
প্রভাতী সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় আর শঙ্খের
মাঙ্গলিক তানে
সূচিত হয়েছিল তোমার জন্মক্ষণ—
আর সেদিনের পৃথিবী স্বাগত জানিয়েছিল
সেদিন শুধু তোমার ভাগ্যের ভূমিকা শুরু
হয়েছিল।
সে পৃথিবীটা আজ থেকে অনেক দূরে।

★ ★ ★

মল্লিকা,
আজকের পৃথিবীটা রূঢ় বাস্তবের কঠিন তুলি,
দুর্গতদের নাভিশ্বাসে পূর্ণ।
তবুও তোমায় স্বাগত জানিয়েছিল,
সংগ্রামী জীবনের এক টুকরো নিরাশা দিয়ে
পথক্লান্ত সৈনিকের এক টুকরো পাথেয়।

অভিমানিনী

জয়ন্ত কুমার নাগ
বি ৬৯২৬

ওগো, বন্ধু আমার!
আমারে করিতে মহান—
তোমার যত মাধুরী করেছ দান.
সে সবই তো হায় স্মৃতি হয়ে আছে আজ
তোমার আমার হিয়ার মাঝে।

তুমি ছিলে আমার পাশে—
তাই তো পেরেছি এতো কথা বলিতে—
তুমি ছিলে আমার পাশে—
তাই তো পেরেছি এ মালা গাঁথিতে।
কোনদিন যদি ছেড়ে যাও অভিমান-ভরে,
কি নিয়ে কাটাবো দিন আমার শূন্য ঘরে
যে দিকে তাকাই তোমার স্মৃতি চারি ধারে,
আঁখিপাতে জল এনে দেয় বারে বারে।

অবহেলায় যেও না ছিঁড়ে—
যতনে গাঁথা আমার এ মালা খানিরে।
যদিও জানি এ মালা শুকাবে একদিন,
তবুও সরস করে রেখো—
তোমার হৃদয়ের পরশ দিয়ে।
স্বর্গের সুধা ঢেলে দাও গো ভরায়ে—
ভিন্ন হৃদয় দুটি, যেন থাকে গো এক হয়ে।
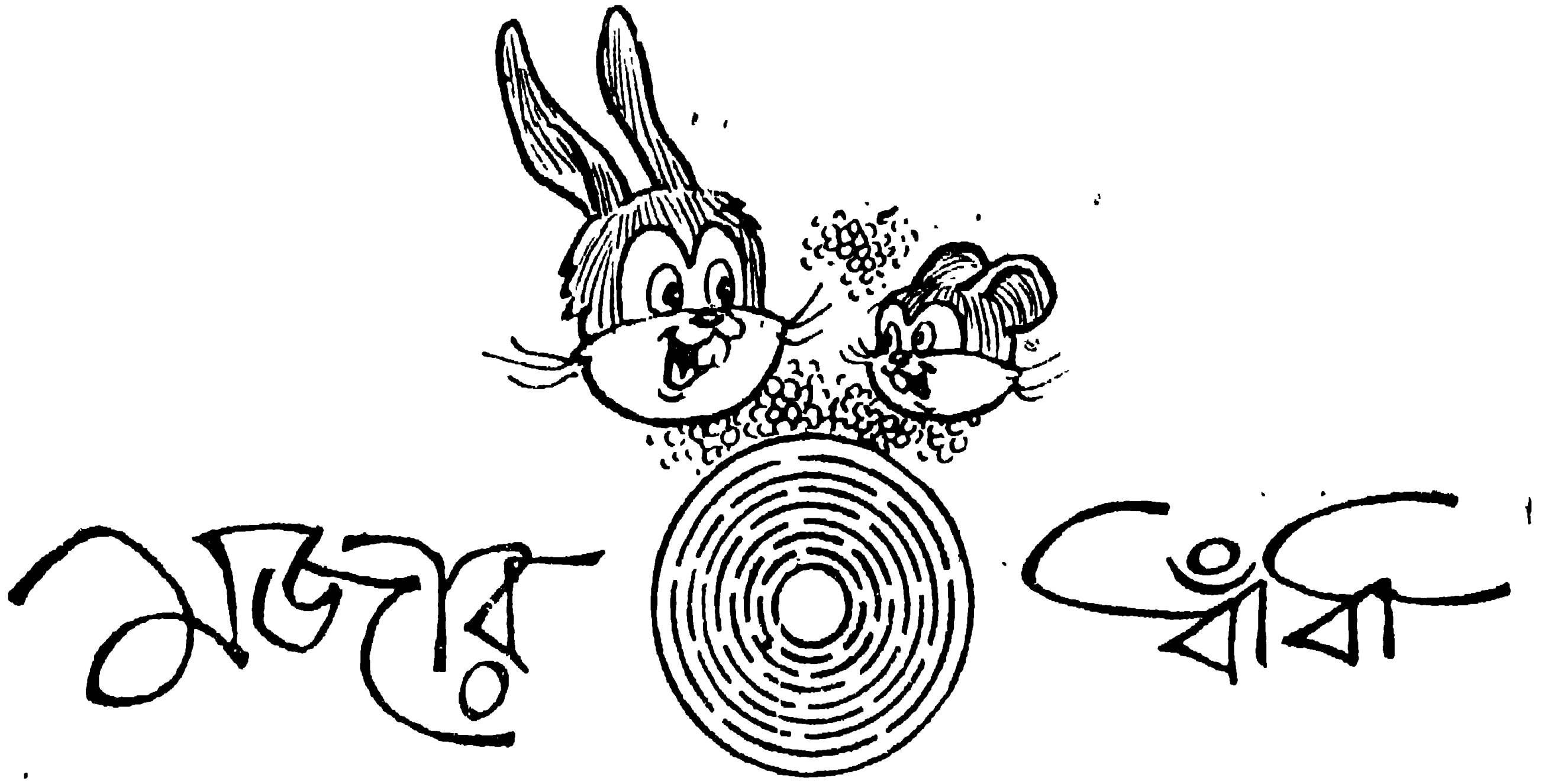
বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতার পরিবর্তে এবার থেকে প্রতিটি সংখ্যার জন্য এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হল। এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথম পুরস্কার ১০ টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ টাকা। একাধিক মিতা যদি একই পুরস্কার লাভে সমর্থ হন তবে লটারীর সাহায্যে একজনকেই বাছাই করে পুরস্কার দেওয়া হবে। অবশ্য সফল প্রতিযোগীদের নাম লিপিমিতায় প্রকাশ করা হবে।

নিম্নলিখিত ধাঁধাগুলির ২০শে শ্রাবণ ১৩৮১ এর মধ্যে সংঘের কার্যালয়ে পৌঁছান চাই এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক ধাঁধা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি

১। পা নেই তবু তার দুরন্ত গতি
যে তার কান ধরে বসে থাকে
সেই তার পতি।

৭১৮৫ চন্দ্রবিকাশ ঘোষ

১। ইন্দ্র নয় তবু তার সহস্র নয়ন
লোহা নয় তামা নয় তামাটে বরণ,
মোরগ নয় ময়ূর নয় শিরে মোহন চুড়ো
তারে পেয়ে খুশী হয় ছেলে মেয়ে বুড়ো।

৭১১৭ সুমন হক

৩। দুইজন ব্যাটস্ ম্যান। ধরা যাক— গাভাস্কার ও পারকার আর বোলার সোলকার।

গাভাস্কার ও পারকার একই ওভারে সোলকারের পর পর তিনটি বলই খেলল। দলের রাণ উঠল ১১ আর গাভাস্কার ও পারকার করল ৬ রান করে। বলুনতো গাভাস্কার আর পারকার কেমন করে বল

তিনটে খেলেছিল।

৭৫৪৮ তাপস কুমার দাস

৪। কোন শহরে আছি যে ভাই
জানি নে তার নাম
তবু শুনি নগর সে যে
অনেক লোকের ধাম।

বি ৬৪৭১ প্রদীপ দাস

৫। 'এক দুই' বলা আমাদের যায়
'দুই তিন লাগে ছেঁড়া জামায়।
নিজেকে যদি 'এক' বলে ডাকি
তবে সবকটা মিলে হবে কী?

বি ৫৬৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

লিপিমিতা ১৪শ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধাগুলির উত্তর এইরূপ:—

২১) মান্না দে, ২২) জিহ্বা, ২৩) শামুক, ২৪) দলমাদল, ২৫) কবীর।

পাঁচটি ধাঁধার উত্তর কোন মিতার কাছ থেকে পাওয়া যায় নি।

চারটি উত্তর দিয়েছেন:—

৭৩৪৫ নবকুমার হালদার, ৭১৮২ অমিতাভ নাগ।

তিনটি উত্তর দিয়েছেন:—

৭৭০২ প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, ৭৬৮০ নিত্যানন্দ সাউ, ৭১৯২ তপন মুখার্জী।

দুটি উত্তর দিয়েছেন:—

বি ৬১৫০ সুখময় কুণ্ডু, বি ৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র, ৭১৯৩ অমলেন্দু বিকাশ শতপথী।

১৩৮০ বঙ্গাব্দের চতুর্থ বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতায় ৪টি পুরস্কার ছিল। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পাবার অধিকারী কেউ হন নি। চতুর্থ পুরস্কার পেয়েছেন ৭১৯২ তপন মুখোপাধ্যায়। ইনি ২৫টির মধ্যে ২২টি ধাঁধার উত্তর সঠিক পাঠিয়েছেন।

রান্না ঘর

— গোপা
বি ২০৬১

ইলিশমাছের পাতুরি

উপকরণ:— খান কয়েক ইলিশ মাছের পেটি এবং গাদার মাছ, পরিমাণ মত নুন, হলুদবাটা, সরষের তেল, পেঁয়াজ ও লঙ্কা কুঁচো, সরষে বাটা কচি লাউ বা কুমড়োর পাতা খান কয়েক।

প্রস্তুত প্রণালী ঃ— প্রথমে মাছের টুকরো-গুলো একসঙ্গে করে তাতে পরিমাণ মতন নুন, হলুদবাটা ও অল্প তেল দিয়ে মাখুন। এবার ওতে (খুব মিহি করে কুঁচোনো) পেঁয়াজ ও লঙ্কা কুঁচো দিয়ে দিন।

এবার ঐ কচি লাউ বা কুমড়োর এক একটা পাতার মধ্যে ২/৩ খানা করে পাতা দিয়ে মাছগুলি মুড়ে সুতো দিয়ে ভাল করে বেঁধে নিয়ে—ফ্রাই প্যানে অল্প করে তেল দিয়ে ভাজুন। ওপরের পাতার রং একটু লালচে মতন হলেই নামিয়ে নেবেন।

খাওয়ার আগে মাছগুলি অল্প গরম করে পাতা থেকে মাছগুলি খুলে নিয়ে খেতে দেবেন।

আলুর পুরি

উপকরণ ঃ— আলু, ময়দা, ঘি, নুন, জিরে লঙ্কা।

প্রস্তুত প্রণালী :— প্রথমে ময়দা আন্দাজ মতন নুন ও ময়ান দিয়ে মেখে রাখুন। এবার আলুগুলি সিদ্ধ করে নিন এবং জিরা ও লঙ্কা ভেজে গুড়ো করে রাখুন।

এখন ঐ সিদ্ধকরা আলুর খোশা ছাড়িয়ে ফেলে আন্দাজ মতন জিরা লঙ্কাগুঁড়ো নুন দিয়ে ভাল করে চট্‌কে মেখে নিন

এবার মাখা ময়দা দিয়ে লেচিগুলো কেটে ফেলুন। তারপর লেচিগুলো বাটির মত করে তার ভেতরে ঐ আলুর পুর দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিন।

এখন ওগুলো লুচির মত করে বেলে নিয়ে গরম ঘিয়ে ভেজে গরম গরম পরিবেশন করুন এবং কিরকম হল জেনে নিন।

কচুর শাক

উপকরণ ঃ— কচুশাক তেল লঙ্কা হলুদ চিনি পাঁচফোড়ন নারকেলকুরো নুন।

প্রণালী ঃ— প্রথমে কচুশাক বেশ করে ছাড়িয়ে কেটে, হাঁড়িতে সিদ্ধ করে চেপে সব জলটা বার করে দিন।

এবাব কড়ায় তেল দিন। গরম হলে পাঁচফোড়ন ও লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে কচুশাক দিয়ে দিন। তারপর ওতে আন্দাজ মতন হলুদ, চিনি (এটা একটু বেশী লাগবে) নারকোল কোরা দিয়ে খুব করে নাড়ুন জল মরে এলে তেল (একটু বেশী দেবেন) ও আন্দাজ মতন নুন দিয়ে নাড়তে থাকুন।

তারপর জল মরে (কাদা কাদা মতন) শুকনো হলে নাবিয়ে নিন।

এবার একটি থালায় সমান করে রেখে ওপরে একটু নারকেল কোরা ছড়িয়ে দিন। তারপর ঠাণ্ডা হলে পরিবেশন করুন।

এতে চিনি এবং তেলের পরিমানটা একটু বেশী থাকে (এবং জল জল একেবারেই রাখা হয় না বলে) এটি একদিনের বাসি করে খেলেও খারাপ হয়ে যায় না।

কাঁচা পেঁপের বরফি

উপকরণ :— কাঁচা পেঁপে, চিনি, কিসমিশ, চিনে বাদাম ও সামান্য ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী :— প্রথমে পেঁপেটাকে ভাল করে ধুয়ে, কুরে একটি থালায় কিছুক্ষণ ছড়িয়ে রেখে দিন।

এবার উনুনে কড়া চাপিয়ে সামান্য ঘি দিয়ে তাতে ঐ পেঁপে চিনি কিসমিশ বাদাম সব দিয়ে নাড়তে থাকুন।

কিছুক্ষণ নাড়ার পর যখন বেশ একটু শুখনো হয়ে আসবে, তখন নাবিয়ে একটি থালায় ঢেলে সমান করে চেপে দিন।

তারপর ?— হ্যাঁ, ছুরি দিয়ে বরফির আকারে কেটে পরিবেশন করুন।

জীবন যাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন মানুষের দূতী হৃদয় দখলের সীমানা বড় করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই শেষকালে এক দিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাঁদটার উপরে ফুল কাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়।

— রবীন্দ্রনাথ।

সংগ্রাহক— বি ৫৩১২ অতীন চোধুরী।

মোটেই শক্ত নয়

(৬ষ্ঠ স্তবক)

-- সপ্তর্ষি

মোশন ৫ এর সমাধান :

কৃষ্ণা বলেছে, রত্না ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে। জ্যোৎস্না বলেছে কৃষ্ণা এম, এ পড়ছে। ধরা যাক, কৃষ্ণা ও জ্যোৎস্না সত্য কথা বলে। তাহলে কৃষ্ণা এম, এ পড়ে।

:

গিন্নীর কথানুযায়ী এম, এ ক্লাশের ছাত্রী (কৃষ্ণা) বলেছে যে, ইঞ্জিনীয়ারিং এর ছাত্রী (রত্না) মিথ্যে বলেছে। তাহলে স্বপ্না এম-এস-সি পড়ে না অর্থাৎ সে পড়ে ডাক্তারী। স্বপ্না ডাক্তারী পড়ে বলেই রত্না স্বপ্নার সম্বন্ধে মিথ্যে বলেছে। রত্না তাহলে সব সময় মিথ্যে বলে না এবং স্বপ্না সর্ব্বদাই মিথ্যে বলে। জ্যোৎস্না আসলে এম-এস-সি পড়ে।

নির্ণেয় উত্তর— জ্যোৎস্না, কৃষ্ণা, রত্না, স্বপ্না যথাক্রমে এম-এস-সি, এম-এ, ইঞ্জিনীয়ারিং ও ডাক্তারী পড়ে।

এর সমাধান যারা সঠিক পাঠিয়েছেন :-

৭১৮২ অমিতাভ নাগ, ৭৩৪৫ নবকুমার হালদার, ৭৩৮৩ দেবব্রত সরকার।

বর্ষাকাল এল ব'লে। বৃষ্টির দিনের একটা ঘটনার কথা বলছি :-

মোশন ৬ :

আমাদের ক্লাশে মাত্র ১৯ জন ছাত্র। আমাদের ক্রমিক সংখ্যা বার্ষিক ফলাফলের ওপর নির্ভর করে অর্থাৎ ভাল ছেলেদের নাম আগে থাকে। এক বৃষ্টির দিনে ক্লাশে মাত্র ৭ জন উপস্থিত ছিলাম। আর সেদিনই অঙ্কের মাষ্টার মশায় বললেন, তোমাদের অঙ্ক পরীক্ষা হবে। বলাবাহুল্য এই হঠাৎ পরীক্ষায় আমরা অনেকেই কম নম্বর পেয়েছি। আমি পেয়েছি মাত্র ২০ (১০০ এর মধ্যে)

অন্যান্য ছাত্ররা কে কত পেয়েছে জানবার পর একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম যে, কোন ছাত্রের ক্রমিক সংখ্যা ও তার

পাওয়া নম্বর গুণ করলে সকলের ক্ষেত্রেই একই গুণফল পাওয়া যায়। আমার ক্ষেত্রেও তাই। তাছাড়া সকলের নম্বর একসঙ্গে যোগ করলে যে যোগফল পাওয়া যায় তা এই গুণফলের সমান।

কে কত নম্বর পেয়েছিল?

(অর্থাৎ কারা কারা উপস্থিত ছিল এবং কে কত পেয়েছিল?)

উত্তর পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। সঠিক উত্তর যাঁরা পাঠাবেন তাঁদের নাম ঘোষণা করা হবে। মোশন ৬ এর উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ - ২০শে শ্রাবণ ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

পুস্তক পরিচয়

এবারে পরিচয়ের দপ্তরে আচম্‌কা এসে গেল একটা কবিতার বই। লেখক খুব সম্ভব তরুণ, কারণ পত্র পত্রিকায় সোমনাথ চাটুজ্যের নাম বিশেষ নজরে পড়েনি। কবি যদি ডাঁসা বয়সের হয় তবে কবিতা-গুলো নিশ্চয় হিপ্‌পি মার্কা আধুনিক; সুতরাং এর উপযুক্ত সমালোচক হবে হিপ্‌পো। দীর্ঘশ্বাস সহ মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, কবিতার বই, দূর ছাই

·

এর আবার রিভিউ চাই!

তথাকথিত চিত্রকল্প আধুনিকতার রূপসজ্জা দেখে দেখে আমাদের মত সাদামাটা আলো-চকরা হক্‌চকিয়ে গিয়ে ভেবে নেবে ওগুলো বুঝি হিজিবিজি, হ-য-ব-র-ল, অথবা হিং টিং ছটের রাজ সংস্করণ কিংবা বড়জোর হুতুম প্যাঁচার নক্‌সা হতে পারে।

একি অন্যায় কথা। বই খানাতে একবারও চোখ না বুলিয়ে কি যাতা বলছি। তাছাড়া মহাজনের কথাও তো মানা উচিত,—

"উড়াইয়া দেখ ছাই করিয়া যতন,
পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।"

সুতরাং সযত্নে বইটি তুলে নিলাম। পাতলা কবিতার বই, নাম— 'কবিতা আমার কবিতা'। লেখক শ্রীসোমনাথ চট্টো-পাধ্যায়। সুধা প্রকাশনী, ২৩, পুরোহিত পাড়া লেন, উত্তরপাড়া, হুগলী, মূল্য— ১ টাকা। কবিতার সংখ্যা মাত্র ১৩টি।

দীর্ঘ সময় ধরে কবিতাগুলি চেখে চেখে পড়লাম। পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে তন্ময় হয়ে গিয়েছি। আশা করতে পারিনি আধুনিক কালে সম্পূর্ণাঙ্গ কবিতার সাক্ষাৎ পাব। নামজাদা পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু কবিতা পাঠ করে থাকি। সোমনাথের কবিতাগুলি ঐ গুলির তুলনায় নিকৃষ্ট তো নয়ই বরং অনেকের চেয়ে ভাল বলা চলে। ছন্দ জ্ঞান, শব্দ চয়ন ও বাক্য বিন্যাস সব দিক দিয়েই নিটোল, নিখুঁত কাব্য। বলা চলে প্রতিটি কবিতা যেন গজ দন্তের মিনার। নীচে কিছু নমুনা তুলে দিচ্ছি—

এলিজি

(বুদ্ধদেব বসু স্মরণে)

পাঞ্চজন্য বেজেছিল কিনা
সেকথা জানি না।
যবে এসেছিলে তুমি—
স্বর্গের বন্ধন ত্যজি মর্ত্য-সুধা চুমি।
অলখে গাণ্ডীবে তব
টঙ্কারিলে শব্দ নব নব।

তাতি তরঙ্গ বেগে ধায়,
অন্তরে অনন্তর বায়—
সুরেব সুরধনী।
কল্লোল-এব সে কল্লোলে
স্রোত হীন সাগরের তীরে
লয়ে নুড়ি, বালি দিলে ফিরে
যা ছিল গোপন আঁধারে
হীরে, মুক্তো, মণি।
চমকি ফিরিল যবে।
এ কেমন হবে! প্রতিদ্বন্দ্বী তবু—
ভরিল আবেশে কোন্ অজানা হিল্লোলে।
উতরোল দিক-দিগন্তরে: প্রসারিত সীমা—
নূতনের আবাহনে সুন্দরের স্বকীয় মহিমা।
বঙ্গ ভারতীর পুষ্ট বঙ্গ কোষাগারে
নহ শুধু কবি তুমি,
প্রবন্ধ, জীবনী কিংবা হোক্ গদ্যভূমি—
সোনার ফসলে যায় ভরে;—
মায়ার পরশে—তব করে।
সব্য সাচী সম
ভেদি লক্ষ্য সর্বদিকে দিলে টুটে বন্ধ্যাগর্ভ তমঃ।
ভীরু মৃত্যু পায় লাজ
উন্মোচিতে মৃত্যুহীন সাজ
আচম্বিতে আঁকি দিয়া লহমার প্রেম চুম্বন
বাঁধি বাহু ডোরে—বক্ষে ধরে লয়ে যায়—
স্বর্গের দেব তোমা, ভারতীর অমূল্য রতন।

ছাপা ও বাঁধাই ভাল। পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

—দরবেশ

সু-সংবাদ - অর্চনা চৌধুরী বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।
গত ২০শে বৈশাখ ১৩৮১ সংঘমিতা নব দম্পতির শ্রীবৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা

করি। এখন থেকে মিতা ভাই বোনরা যেন তাঁকে আর কোন চিঠি না পাঠান।

গত অগ্রান মাসে প্রবাসী মিতা বি ৬৯৪৬ অমলেন্দু সান্যাল বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। উভয়ের দাম্পত্য জীবন সুখী ও স্থায়ী হোক এই কামনা করি।

দুঃসংবাদ -

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের একজন মিতাভাই বি ৬১৩২ ডাঃ অজিত কুমার সেন আর ইহলোকে নেই। ভগবানের কাছে তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গকে জানাই আমাদের গভীর সমবেদনা।

অনুরোধ -

যদি কোন মিতা অসমিয়া ভাষা ও আসাম সম্বন্ধে জানতে চান তবে বি ৬১৫০ সুখময় কুণ্ডুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

যে সব মিতা ভাই বোনদের গল্প বা কবিতা রচনায় হাত আছে তারা ৬৯১৮ রাজেশ চ্যাটার্জী ও ৭৪৬৭ তড়িৎ বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

আগামী ১৯৭৬ সালে যে সব মিতা ভাই বোন H. S. পরীক্ষা দেবেন তাদের সঙ্গে ৭৬৪৮ জহরলাল বেরা পত্রালাপ করতে চান।

C. A. Entrance দিয়েছেন এমন মিতার সঙ্গে বি ৬১১২ ব্যোমকেশ দাস পত্রালাপ করতে চান।

বিদেশে বসবাসকারী বা বিদেশ প্রত্যাগত কোন ডাক্তার মিতার সঙ্গে বি ৩০১৮ গীতা সিন্‌হা পত্রালাপ করতে চান।

স্ক্রীন প্রিন্টিং জানেন এমন মিতার সঙ্গে বি ৫৬৬০ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় পত্রালাপ করতে চান।

সংঘে আর নেই -

৫৫১৮ আদিত্য সাধন রায়, ৭৫৮৯ চিত্রা দত্ত, ৭৬০৭ রথীন ঘোষ।

পত্রালাপে বিরত আছেন -

৭০৪৯ রত্না রায়।

ঠিকানা পরিবর্ত্তন

১। ৭৫১১ অমিতাভ গোস্বামী ৮/৫৩/১ ফার্ণ রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা-১৯

২। ৭৫০১ দ্বিজেন পাল ৫৬/৪ পিকনিক গার্ডেন রোড, কলিকাতা-৩৯

৩। ৭৫২০ কানাইলাল মজুমদার C/o- Nirmal Farmacy; Bazar Road, P. O. Mariani, Dt.- Sibsagar Upper Assam. Pin- 785634

৪। ৭৫৪৫ পরিমল কাঞ্জিলাল— Hindustan steel works constn. Ltd. P.O.- Bhawanathpur, Palamou, Bihar.

৫। ৭৫৫০ কাজল দাশগুপ্ত, ২৩৯/১, বি, টি, রোড, কলিকাতা-৩৬।

৬। ৭০১২ সচ্চিদানন্দ দাস চৌধুরী, পশ্চিম-২০, নতুন ছাত্রাবাস, বাংলা-দেশ। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ বাংলাদেশ।

৭৫৭৫ স্বপন ভাদুড়ী ২৩/১, নয়ন চাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

৮। বি ৫৩৪৩ মন্মথ হাওলাদার, Zonal Anthropological Museum Anthropological sur vey of India V i j a y a Bhawan, Jagdalpur Bastar, M. P. Pin- 494001

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘে দু'বৎসরের চাঁদা দিয়ে যাঁরা স্থায়ী সভ্য হয়েছেন, তাঁদেরকে আমরা বিশ্বমিতা নামে অভিহিত করি। গত জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ পর্যন্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাঁদের নাম, সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী ৬৮১৭ অঞ্জন শংকর ৭১৮৫ ঘোষ। **অশোক কুমার** ৭১৯৩ **অমলেন্দু** বিকাশ শতপথী ৭২৩১ অঞ্জন সরকার ৭৩২০ অজিত সাহা ৭৬৯৪ এস, এম মিজানুর রহমান ৭৩৩৩ কে এম এ গাফ্‌ফার ৬৬৬০ গৌর চন্দ্র ভড় ৬৮০৭ দীপক সাহা ৭২৩৯ নিতাই কুমার সাহা ৭৫৬১ নিকুঞ্জ বিহারী দে ৭৪৪৬ বিশ্ববসু দাস ৭৪৮৬ বিভাস রঞ্জন দাস ৭৩৭৫ ডাঃ নগেন দত্ত ৭৪৯৯ শ্রীকুমার দে ৭৭৫০ শাহিন সুলতানা ৭৫৩৩ সন্তোষ কুমার ঘোষ ও ৭৫৯৬ সুপ্রিয় কুমার

বিশ্বমিতা হবার পর সংঘকে পত্র-পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা মাত্র ৮ টাকা পাঠালেই চলবে। আশাকরি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে।

★ ★ ★

লিপিমিতাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন—

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ পর্যন্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তার হিসেব নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী বি ৬৬১৪ দেবীপ্রসাদ সিংহ রায় ৮·৫০ পয়সা বি ৬৮৮৭ সুকুমার মুখার্জী ৭·৪০ পয়সা বি ৭৩২০ অজিত সাহা ৬·৫০ পয়সা বি ৪৩২ অমর কুমার দাস ৫·৫০ পয়সা বি ২০৬১ গোপা মুখার্জী ৫ টাকা বি ৪৯৮ শিবানন্দ বসু ৪·৫০ পয়সা বি ৭২৮৮ বসির লস্কর ৩ টাকা বি ৬৬১৮ সুজিত কুমার রায় ২·৫০ পয়সা বি ৬৬৬০ গৌর চন্দ্র ভড় ২·৫০ পয়সা বি ৬৬৭৬ রবীন্দ্রনাথ বাগচী ২·৫০ পয়সা বি ৬৮০৭ দীপক সাহা ২·৫০ পয়সা বি ৫৮০৬ মাণিক লাল রায় ২ টাকা বি ৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র ২ টাকা ৭৬৪৮ জহর লাল বেরা ২ টাকা বি ৭৪৪৬ বিশ্ববসু দাস ১·৫০ পয়সা ৭৬২৬ নিবারণ চন্দ্র রায় ১৫০ পয়সা ৭৪৯০ চন্দন সাহা ১·১০ বি ৩৭৭৭ গৌতম কুমার ভট্টাচার্য ৫০ পয়সা বি ৩৭৪৬ সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৫০ পয়সা

বি ৬৩৯৭ আরতি রাহা ৫০ পয়সা বি ৬৭৫৮ বিমল কুমার পাল ৫০ পয়সা ও ৭৬২৪ নিমাই মান্না ৫০ পয়সা।

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৬৩ টাকা পাওয়া গেছে। গতবারের সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৫৯৯'৩৩ পয়সা জমা ছিল। নিউজ প্রিন্ট, ডাক মাশুল ইত্যাদির অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য লিপিমিতার সাহায্য তহবিল থেকে ৫০০ টাকা সংঘকে গ্রহণ করতে হয়েছে। অতএব উল্লিখিত অঙ্ক থেকে ৫০০ টাকা বাদ দিলে জমা থাকে ১৯৯'৩৩ পয়সা। সুতরাং এ পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ২৬২'৩৩ পয়সা জমা রইল।

সভ্য-সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া যায় তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। যাতে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তার জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা একান্ত আবশ্যক। শুভাকাঙ্ক্ষী ও উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত সংখ্যাতে জানানো হয়েছে যে, নিউজ-প্রিন্ট, ডাকমাশুল ইত্যাদির অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির জন্য ১৩৮১ বঙ্গাব্দের লিপিমিতা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যার বাড়তি মূল্য ১'৫০ পয়সা করা হয়েছে। বহু মিতা ভাইবোন ঐ মূল্য এখন পর্য্যন্ত পাঠান নি।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও সঙ্ঘের আর্থিক দূরাবস্থার কথা চিন্তা করে মিতা-ভাই বোনেরা লিপিমিতার উল্লিখিত সংখ্যাটি পাবার পর অতিরিক্ত মূল্য ১'৫০ পয়সা সঙ্ঘের কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেন তাহলে সংঘ বিশেষ ভাবে উপকৃত হবে।

— সঃ লিঃ

ভ্রম সংশোধন :—

লিপিমিতা নববর্ষ সংখ্যা ১৩৮১ পৃষ্ঠা ১. ১ম কলম পঙক্তি ২২ উৎপাদক ·· ···· ······ । এই জীন কণার আবির্ভাব ঘটে। কেন্দ্রীভূত·········· ·· ····বিলোপেই জীবের ক্রম বিকাশের মূল কারণ — এর পরিবর্তে হবে — "উৎপাদক·············· ·· ··········। এই জীন কণার আবির্ভাব, কেন্দ্রীভূত সমাহরণ পুনঃ পুনঃ সংগঠন ও বিলোপই জীবের ক্রম বিকাশের মূল কারণ।"

পৃষ্ঠা ১৪, ২য় কলম, পঙক্তি ১৩, প্রটিন-এর স্থলে প্রোটিন হবে।

পৃষ্ঠা ১৫, ১ম কলম, পঙক্তি ৩, (Polymorphisam) এর স্থলে (Polymorphism) হবে।

পৃষ্ঠা ১৫, ১ম কলম, পঙক্তি ১৫, Phosphat এর স্থলে Phosphate হবে।

পৃষ্ঠা ১৫, ২য় কলম, পঙক্তি ১৪, অণু স্থলে অণুর হবে।

পৃষ্ঠা ১৫, ২য় কলম, পঙক্তি ২০, প্রানী এর স্থলে প্রাণী হবে

—

এ কথা কখনও ভুলোনা যে অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে আপোষ করে চলার মত ঘৃণ্য পাপ আর কিছুই নেই। সব সময় শাশ্বত সত্য, জীবন দিয়েই জীবনকে পেতে হয়, মূল্যের ভাবনা ভেবেই অন্যায় আর অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়।

— নেতাজী

সংগ্রাহক — বি ২১৯২ সৌরেন্দ্র রায়।

একাকী মানুষ যা চিন্তা করে সেটাই তার নিজের চিন্তা। নিঃসঙ্গ মানুষ নিজের প্রকৃতিকে কাছে পায়। সেই জন্যেই একাকীত্বের একটা উপকারীতা আছে বলে মনে হয়। তা দীর্ঘ হলেও ক্ষতি নেই।

— সুকান্ত

সংগ্রাহক — ৬৪৭২ প্রদীপ দাস।

অঙ্কণ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি
[illegible] ৭১৯২ তপন মুখোপাধ্যায়।

বি ৬৭৫৮ বিমল কুমার পাল

বি ৭৪৪৬ বিশ্ব বন্ধু দাস।

গ্রুপ—২ নং

সামনে বসে (বাদিক থেকে)— স্বপ্না চ্যাটার্জী, অর্চনা চৌধুরী, ব্রততী চ্যাটার্জী, স্বর্ণকুন্তলা চ্যাটার্জী, নন্দিনী চ্যাটার্জী, সোমা দাস, কৃষ্ণা পান, কবিতা ঘোষ এবং কামনা ব্যানার্জী

মাঝে বসে (বাদিক থেকে)— মানস সেনগুপ্ত, জগন্নাথ জানা, শঙ্কর ঘোষ, অর্ঘ্য রায়, পার্থ রায়, অরুন মুখার্জী, জনৈক শিশু, সঞ্জীব ঘোষ, অলোক দে এবং লক্ষ্মী জানা।

পেছনে দাঁড়িয়ে (বাদিক থেকে)— বিজন ভট্টাচার্য, দিলীপ চ্যাটার্জী, স্বপন বেরা, সরোজ ঘটক, প্রদীপ সরকার, শ্যামা প্রসাদ ব্যানার্জী, অলক চ্যাটার্জী, বিমল পাল এবং সমীর চক্রবর্তী।

গ্রুপ—৩ নং

সামনে বসে (বা দিক থেকে)- ডাঃ তিমির ভট্টাচার্য, শান্তনু চৌধুরী, বীণা রায়, বরেন্দ্র সুন্দর চ্যাটার্জী, গোপা মুখার্জী ডাঃ গুরুদাস কুমার, অশোক মুখার্জী এবং ষষ্ঠী চরণ দে।

মাঝে (বা দিক থেকে)- নির্মল দেবনাথ, অভিজিৎ চ্যাটার্জী, নারায়ণ রায়, পান্নালাল ঘোষ, জয়ন্ত নাগ, মনোরঞ্জন পাল, শ্যামল ব্যানার্জী।

পেছনে দাঁড়িয়ে (বা দিক থেকে)- ভীম রায়, মানিক ভট্টাচার্য, নন্দ দে, স্বপন ঘোষ, অশোক মুখার্জী, কার্ত্তিক সাহা, শিবকান্তি ভট্টাচার্য, কাশীনাথ ব্যানার্জী ও মৃণাল চ্যাটার্জী।

বিঃ দ্রঃ- মিতা সম্মেলনের আলোক চিত্র তুলেছেন— বি ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়।

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী

বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ়—১৩৮১

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

১৫শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

সদস্য সংখ্যা ৭৬০১ থেকে ৭৭০০ পর্যন্ত মিতাদের পরিচয় প্রকাশ করা হল।

যে সকল সভ্যের ঠিকানা জানাতে আপত্তি নেই তাঁদের ঠিকানা নামের সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বর্ত্তমানে বা পরে যাঁদের নাম তালিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে তাঁরা ঐ সকল মিতাকে সরা-সরি তাঁদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সঙ্ঘের অবধায়কত্বে আর চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন হবে না। নারী মিতাদের লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সংঘের অবধায়কত্বে পাঠাতে হবে। আপত্তি না থাকলে নারী মিতারা এরপর সরাসরি পত্রালাপ করতে পারেন।

নারী মিতাদের কাছে পত্র দিলে পক্ষ কালের মধ্যে উত্তর না পেলে জোড়া পোষ্ট কার্ডে স্মরণ লিপি পাঠাতে পারেন। যদি কোন কারণ বশতঃ নারী মিতারা পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তবে যেন তাঁরা জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুত্তর থাকা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়।

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ :— অ - অভিনয়, উ - উপন্যাস, খ - খেলাধূলা, গ - গান, ঘ - ঘর বা গৃহস্থালী; চ - চলচ্চিত্র; ছ - ছবি তোলা, জ - জানবার কথা; ড - ডাকটিকিট ফাষ্ট ডে কভার পিকচার পোষ্ট কার্ড; ত - তাসখেলা; দ দাবা খেলা; ধ—ধর্ম্ম; ন—নাচ; প—পশুপাখী পালন; ফ —বাগান করা (ফল-ফুল-শাক-সবজী) ব—ব্যবসা বাণিজ্য ভ—ভ্রমণ; শ—শিল্প; স—সমাজ; হ—সাহিত্য; য-যন্ত্র সঙ্গীত; র—রাজনীতি; ঙ্ক - অঙ্কন চিত্র জ্ঞ - বিজ্ঞান।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকাগুলি এইরূপে সাজান হয়েছে :- সদস্য সংখ্যা নাম, ঠিকানা; বয়স; বৃত্তি ও সখের বিষয়।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৭৬০২ অম্লান তলাপাত্র C/o- প্রফেসর রমানাথ তলাপাত্র যোগীপাড়া কালনা বর্দ্ধমান পিন— ৭১৩৪০৯ ; ১৮ ছাত্র খ গ বই পড়া

৭৬৩৭ অরুণ পাল চণ্ডীতলা হুগলী ২৬ ব্যবসা ও ছাত্র খ গ চ উ ধ

৭৬৩৮ অনাথ নাথ দে দিঘলডাঙ্গা জগৎনগর পি/এস সিঙ্গুর হুগলী ২৪ চাকুরী ধ জ স

৭৬৪৩ অঙ্কুর দেবনাথ পশ্চিম চাপানি তালেশ্বরগুড়ি জলপাইগুড়ি ২১ ছাত্র খ চ জ ফ

৭৬৬৭ অঞ্জন গোস্বামী সুন্দিয়া হাউসি এষ্টেট নং এ'২০ জগদ্দল ২৪ পরগনা ১৯ ছাত্র অ উ খ

৭৬৭৮ অরুণাংশু পাল ৬৬ নন্দন কানন হিন্দমটর হুগলী ২৩ চাকুরী গ উ শ হ জ্ঞ

৭৬৮৩ অলক কুমার তেওয়ারী ৪৫৭ দমোদর কলোনী অণ্ডাল বর্দ্ধমান ২০ ছাত্র স হ শ জ্ঞ ব ধ গ থ

৭৬২১ উদয়ন সরকার ১৪/১ সি দমদম রোড কলিঃ ৩০ ; ১৭ ছাত্র সব বিষয়

৭৬৪৫ এম, এন, সরকার R, S. S. Camp, Po. Banspahari, Via-Belpahari Midnapore

প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি

৭৬৭১ এহ্‌সান কবির নবীগঞ্জ ঢাকা বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র স র হ শ জ্ঞ ব ধ গ য

৭৬৫২ এস. এম. সেকেন্দার C/o- সাম্মী ফার্মেসী নাটোর রাজশাহী বাংলাদেশ ২৬ সেবাকরা উ ধ ত

৭৬৮৬ এন মুনি কুলুরী ১৬ ছাত্রী অ উ খ গ চ ছ জ ড ণ (কেবল নারী মিতার সঙ্গে পত্রালাপ করবেন)

৭৬১২ কাশিনাথ ব্যানার্জী ৬৯ জি, টি, রোড সেওড়াফুলী হুগলী ৩৪ শিক্ষক ড গ

৭৬৫৩ কাজী মোঃ নাসির উদ্দীন C/o- লোকো ফোরম্যান রাজবাড়ী হাসপাতাল কলোনী কোঃ নং এল/২৮ রাজবাড়ী ফরিদপুর বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র খ গ ছ জ দ ফ (বিদেশী মিতা চায়)

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৭৬৮১ কানাইলাল মিত্র ছয় ঘরিয়া মেঠোপাড়া বনগ্রাম ২৪ পরগনা ১৭ ছাত্র ভ র ব গ চ ফ উপহার বিনিময়

৭৬৯২ কল্যাণ চক্রবর্ত্তী C/o- এস, কে, চক্রবর্তী নমিতালয় (ইন্দা) Po. খড়্গপুর মেদিনীপুর ১৯ ছাত্র র হ জ্ঞ চ অ

৭৬৭২ গৌতম ঘোষ ৪৬৪/এ যশোর রোড কলিঃ ২৮; ১৭ ছাত্র হ ভ

৭৬৭৪ গৌতম ঘোষ C/o হৃষিকেশ ঘোষ ১৪৮ অশ্বিনী দত্ত রোড সাজির হাট নিউ ব্যারাকপুর ২৪ পরগনা ১৮ ছাত্র হ খ চ ফ

৭৬৮৮ গৌরী প্রসন্ন সিংহ মালতি কুণ্ডু হোষ্টেল কাঠজুরিডাঙ্গা বাঁকুড়া ২১ ছাত্র হ ভ খ ড

৭৬৬২ ছন্দা মুখোপাধ্যায় মণ্ডল গ্রাম ২০ গৃহস্থালী উ ঘ ছ জ ত

৭৬৪৮ জহর লাল বেরা C/o বামাপদ বেরা গ্রাঃ- জামবেড়্যা পোঃ- বাড়বাসুদেবপুর পিন- ৭২১৬৩৫ ভায়া— মহিষাদল মেদিনীপুর (হলদিয়া) ১৭ ছাত্র উ খ গ চ ফ হ ক্ষ

৭৬৬২ জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী ৩১ মাণিক চন্দ্র সাধুখাঁ লেন, নৈহাটি ২৪ পরগনা ২২ ছাত্র স ভ ব ড

৭৬৬৫ জি, অনীতা কলিঃ ১১; ২৪ বেকার অ উ গ চ ছ ভ শ হ

৭৬৭১ জয়শ্রী চ্যাটার্জী জামালপুর ১৫ ছাত্রী খ গ জ ন ভ শ য

৭৬১৮ তপন কুমার নাথ (Monoramakutir) Shibbari Road Po.— Tarapur Shilchar-3 Assam ১৪ ছাত্র খ চ র জ্ঞ

৭৬২৮ দিলীপ কুমার রায় নতুন পল্লী বউবাজার কৃষ্ণনগর নদীয়া ২৫ চাকুরী উ খ জ ত দ ভ হ র

৭৬৫৪ দিলীপ কুমাব সরকার হরিণ্যা সালার মুর্শিদাবাদ ১৭ ছাত্র অ উ খ গ চ ছ

৭৬৬৬ দেবাশিষ মজুমদার C/o- এস, কে, মজুমদার নগেন্দ্রনগর কৃষ্ণনগর নদীয়া ১৭ ছাত্র অ উ খ চ ছ জ ড দ ভ হ

৭৬৭৯ দিলীপ কুমার সেনগুপ্ত মা-ভবানী টুরিষ্ট বুরো ৪২ ষ্ট্রাণ্ড রোড কলিকাতা-৭; ৩০ ব্যবসা ব ভ জ্যোতিষচর্চ্চা

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৭৬৯১ দুলাল ঘোষ Room no - 100, Old Hostel Indian School of Mines Dhanbad-4 Bihar ২২ ছাত্র ছ ধ ভ

৭৬৯৩ দিলীপ কুমার মাঝি নিউ এগ্রিকালচার হল - ৪ রুম ২/৭ ফ্যাব্‌লটি অফ এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি অফ কল্যানী নদীয়া ১৮ ছাত্র অ উ খ চ জ হ জ্ঞ

৭৬৯৭ দেবাশিস মজুমদার C/o- রবীন্দ্র কুমার মজুমদার পুরাতন রথতলা পোঃ ও জেঃ— বাঁকুড়া ১৫ ছাত্র (১০ম) খ চ য জ্ঞ

৭৬৩৪ ধীরেন্দ্র নাথ লায়েক C/o- গুরুপদ মণ্ডল আর, এম, এস, Po.- আসানসোল বর্দ্ধমান ২২ ছাত্র হ অ

৭৬০৩ নির্ম্মল কুমার দত্ত ১/৩ বেলগাছিয়া ভিলা এম, আই, জি কলিঃ ৩৭ ১৬ ছাত্র হ ভ

৭৬১৩ নারায়ণ চন্দ্র পাল জামালপুর বর্দ্ধমান ২৫ শিক্ষক উ জ ভ হ জ্ঞ

৭৬১৫ নিখিলেশ পাল 'Modeli' Hailakandi Road ! (Near Janata Bricks Industry) Po.- Meherpur, Dt.- Cachar Assam ২৬ চাকুরী গ ছ ভ

৭৬২৭ নিমাই মান্না ১৭/এ বিপিন মিত্র লেন, শ্যামবাজার কলিঃ ৭০০০০৪ ১৭ ছাত্র জ ড জ্ঞ হ

৭৬৫৬ নিবারণ চন্দ্র রায় ইঞ্জিঃ ব্রাঞ্চ নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি দার্জ্জিলিং ২১ চাকুরী গ ভ

৭৬৮০ নিত্যানন্দ সাহু নিউ এগ্রিকালচার হল— ৩ রুম ১/২ কল্যানী নদীয়া ২০ ছাত্র জ্ঞ ভ গ চ

৭৬৮৪ নারায়ণ কুমার রায় ১২/১ সেণ্ট্রাল পার্ক কলিঃ ৩২, ২৫ চাকুরী হ ড

৭৬৩৯ পুলিন চক্রবর্তী ২২/ডি ধরনপুর হোষ্টেল মোহনপুর নদীয়া ২১ ছাত্র হ গ অ ভ চ

৭৬৭৫ প্রবীর চ্যাটার্জী C/o- জগন্নাথ সাহা ৩৪ সখের বাজার লেন ভদ্রকালী ৭১২২৩২ হুগলী ২০ ছাত্র উ হ জ্ঞ

৭৬৮৯ প্রদীপ কুমার ঘোষ ১৯৩৯/১ অশোকনগর, অশোকনগর ২৪ পরগনা ১৮ ছাত্র অ খ চ ছ ত ভ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

১৬৯৬ পৃথ্বিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ইকনোমিক্ ডিপার্টমেণ্ট কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয় কল্যানী নদীয়া ১৮ ছাত্র (বি, এ) স র হ গ ভ চ

১৬০৯ বিষ্ণুপদ ঘোষ C/o. অজয় ঘোষ দক্ষিণ হাবড়া পোঃ—হাবড়া জেঃ— ২৪ পরগনা ১৪ ছাত্র র জ্ঞ ড

১৬১০ বি, সি, বিশ্বাস Military Exchange Allahabad U. P. ২৭ চাকুরী গ ঠ র খ ভ চ

১৬১৯ বাপ্পা চক্রবর্ত্তী C/o- S. K. Chakraborty I. A. S. Principal Secretary District Council Po. Diphu Mikirhills Assam. ২১ ছাত্র হ চ গ ঘ ভ

১৬২০ বিজয় কর্ম্মকার গ্রাম ও পোঃ— মাজিয়ারা বর্দ্ধমান পিন-৭১৩৩৩০ ২১ ছাত্র হ ভ চ ছ

১৬২৭ বন্দনা দাস মল্লিক মালদহ ১৮ বেকার ঘ জ ঙ প

১৬৫০ বুলু ব্যানার্জী পুরোনো বাজার কালীবাড়ী লালমণির হাট রংপুর বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র অ উ খ গ চ ছ জ

১৬৬৮ ব্রজেন দাস ৬/১ নরসিংহ প্রসাদ দত্ত রোড কলিঃ ৩৬; ২৯ চাকুরী চ গ ধ ড ভ হ সাঁতার

১৬৮২ বরুণ কান্তি চৌধুরী 33 Old Hostel Indian School of mines Dhanbad Bihar ২০ ছাত্র ছ জ্ঞ

১৬৯০ বৈদ্যনাথ দত্ত ১৬ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট কলিঃ ২৫; ৪০ ব্যবসা গ চ ফ ব ভ

১৭০০ বিপুল রঞ্জন রায DS/IF Netajee Subhas Nagar Gouhati 781012 Assam ২৫ × অ উ খ গ চ ছ জ ত দ ন ভ য জ্ঞ

১৬২৬ ভরদ্বাজ চৌধুরী C/o. Dwijendra nath Chaudhury Amrita Bazar Patrika Road Laban Shillong-4 Assam ২৭ চাকুরী গ হ

১৬৪৬ মোঃ মবিন হোসেন (সাহিত্য সাথী—মরুমণ) গ্রাম—আমলাই পোঃ- হরিতোকা ভায়া - নলহাটী জেঃ— বীরভূম ২৪ সাহিত্যিক উ গ ছ ভ হ

১৬৪৭ মুকুল চন্দ্র সেন E/H-11 C. T. P. S. D. V. C. Po.— Chandrapura Giridih Bihar ৩২ চাকুরী ছ জ ত দ ধ প

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৭৬৭২ মো: কামাল উদ্দীন উলা; কদম্বগাছী ভায়া বারাসাত ২৪ পরগনা ২২ ছাত্র খ ধ প ফ ভ স হ ক্ষ

৭৬০১ রঞ্জন কুমার সাবুই কৃষ্ণনগর জাঙ্গিপাড়া হুগলী ১৯ ছাত্র খ গ চ

৭৬০৮ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ৩৬ সুভাষ নগর রোড কলিঃ ৬৫ ২৩ চাকুরী হ শ র গ ঙ

৭৬১৭ রঞ্জিত কুমার ঘোষ C/o. R. L. Ghosh 16 New Ranikudar Po. Kadma Jamshedpur-5 Bihar ছাত্র জ্ঞ ভ খ হ চ

৭৬৩৬ রণেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মণ্ডলগ্রাম বর্ধমান ১৮ ছাত্র উ খ ফ য (বিদেশী মিতা চায়)

৭৬৯৯ রঞ্জন কুমার চক্রবর্ত্তী C/o. S. C. Chakrabarty station Master N. F. Rly Po. Makum Jn. Dibrugar U/Assam ১৭ ছাত্র স শ জ্ঞ গ য ভ ছ ড চ

৭৬২২ শংকর কুমার বণিক মদন মোহন রোড (পূর্ব) করিমগঞ্জ কাছাড় আসাম ১৯ ছাত্র মুদ্রা সংগ্রহ

৭৬২৩ শ্যামল কর্ম্মকার চরণপুর হাটতলা চরণপুর বর্ধমান ৭:৩:৩০ ১৭ ছাত্র চ খ ভ গ শ

৭৬২৫ শশাঙ্ক শেখর দাস লালবাগান ভোলানাথ দাস রোড চন্দননগর হুগলী ৩৩ চাকুরী শ চ ভ ড

৭৬৪১ শরৎ চন্দ্র দে ১৮/এ ছিদাম মুদি লেন কলিঃ - ৬ ২৬ বেকার অ উ খ গ চ

৭৬৫৫ শিখা সরকার তেলিয়ামুরা ১৭ ছাত্রী অ গ চ ন হ শ

৭৬৫৭ শান্তুনু চৌধুরী ৭/এ বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট কলি: - ৯ ১৯ ছাত্র গ য ভ ছ ড খ চ ঘোড়ায় চড়া

৭৬৬০ শিশির ভট্টাচার্য্য State Bank of India Katihar Bihar ২৫ চাকুরী গ ভ হ

৭৬৮৫ শান্তি ভট্টাচার্য্য বার্ণপুর ক্রিকেট ক্লাব বার্ণপুর বর্ধমান ২৮ চাকুরী অ খ গ চ ছ জ ন (পাশ্চাত্য)

৭৬৯৮ শক্তিপ্রসাদ চ্যাটার্জী পূর্ব আনন্দপুরী হরিসভা ব্যাঙ্ক কলোনী ব্যারাকপুর ২৪ পরগনা ২২ ছাত্র খ ঘ জ ড ব

১৬০৪ স্বপ্না চক্রবর্ত্তী জলপাইগুড়ি ২১ ছাত্রী অ খ গ ফ য ক্ষ

১৬১১ সুবীর সেনগুপ্ত C/o- C. D. III J. H. Project Darjeeling চাকরী ঝ র খ গ ঙ চ

১৬১৪ সুধাকর রায় C/o G. Bhattacharya Rly. Qr. no. L/31 Unit-'B' Po. & Dt.- Ranchi Bihar ১৬ চাকুরী ছ দ ভ

১৬১৬ সত্যেন্দ্র কুমার ঘোষ ১৯/১ 'জেড' রোড হাওড়া-১; ১৮ ছাত্র অ খ গ চ ছ জ প

১৬৩৩ সত্যব্রত ঘোষ ১৪৪/৩ বারুইপাড়া লেন, কলিকাতা ৭০০০৩৫; ২১ চাকুরী ঝ খ বানী

১৬৩৫ সুকান্ত সেনগুপ্ত পি-১৬৩ ইউনিক পার্ক বেহালা কলিঃ ৭০০০৩৪ ২৯, চাকুরী (মেরিন ইঞ্জিঃ) খ গ ছ জ ধ ব ভ শ

১৬৪০ সোমেন ভট্টাচার্য দণ্ডপানিতলা নবদ্বীপ নদীয়া ১৫ ছাত্র ঝ স শ খ ক্ষ অ গ

১৬৫৮ সিদ্ধেশ্বর মজুমদার বৈঁচী হুগলী ২৫ ব্যবসা ঙ ছ খ চ গ ক্ষ

১৬৬১ সুশীল কুমার দে Baharampur Medical College Room-61 Hostel-2 Baharampur Gaujam Orissa ২০ ছাত্র খ গ ঞ

১৬৬৩ সুস্মিতা রায় কলিঃ ২৯; ১৮ ছাত্রী গ ড চ ক্ষ

১৬৬৯ সমর দাস শম্ভুরায়ের বাগান মহিয়াড়ী আন্দুল মৌড়ী হাওড়া ১৯ ছাত্র উ খ গ ঞ ফ

১৬৭৭ সমর কুমার বসু (Resident Representative of TIS) Flat E 26 Sector-2 Rourkela ২৯ চাকুরী ভ গ

১৬৮৭ সমীর কুমার ঘোষ C/o Sitaram Qr no. G T 35 Armapur Estate Kanpur-9 U. P. ১৮ চাকুরী গ ঙ চিঠি লেখা

১৬৯৫ সুভাষ দত্ত Selection Service Centre Po. Joda Dt.— Keonjhoi Orissa ২৫ ব্যবসা নানাবিধ পত্রিকা পাঠ সিনেমা খেলাধূলা

১৬৭০ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দুর্গাপুর কেমিক্যাল্স কলোনী কোয়ার্টার নং— ভি/২১ দুর্গাপুর - ৮ বর্দ্ধমান ২৮ চাকুরী ছ ব শ

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী

বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ় — ১৩৮১

১৫শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

বৈদেশিক মিতাদের তালিকা

বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য বৈদেশিক মিতাদের ৮৫ পঃ বিশেষ বৈদেশিক বিমান পত্রে সরাসরি চিঠি পাঠাতে হবে। বাংলাদেশের নারী মিতা ভিন্ন অপর সকলের পূর্ণ ঠিকানা নীচে দেওয়া হল। বাংলাদেশের নারী মিতাদের সংঘের অবধায়কত্বে প্রথম চিঠি পাঠাতে হবে।

অনুরাগ বা সখের বিষয়ের পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহার করা হয়েছে এগুলির তাৎপর্য নতুন মিতাদের পরিচয়ের তালিকার সূচনাতে প্রকাশ করা হয়েছে। বাহুল্যহেতু এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হল না।

৫৯০১ অনিল ঘোষ 1105 Lexington ST. Apartment 6–1–3 Waltham Mass 02154 U. S. A গবেষক স র হ জ্ঞ ধ ভ গ ব

৬১৫৮ অমলেশ কুমার সরকার Chemical Engineering Dept. University of Kansas Lawrance Kansas 66044 U. S. A. ২৯ চাকুরী স হ শ জ্ঞ ধ গ য চ

৬১৪৬ অমলেন্দু সান্যাল 8, Common St. Waltham Mass 02154 ২৮ ইঞ্জি: গ ভ খ গাড়ী চালানো অভিনয় গল্প ও উপন্যাস পড়া

৭১৫৫ অনিত দাশগুপ্ত 49, Crescent Avenue Dorchester Mass 021254 U. S A. ৩৯ Accountant ড ভ গ চ পরোপকার

বৈদেশিক মিতাদের তালিকা

৭৭৩৫ অমল কুমার ঘোষ 143 Sydney st. Dorchester Massachusetts U. S. A. ২৫ ইঞ্জিনীয়ার

৭৪৭৩ অভিজিৎ গুহ 3453 Orion Crest Woodland Missisauga Toronto Canada ১৬ ছাত্র

৭৫৫৬ অনুভা হোর নাসিবাবাদ ২৭ শিক্ষিকা গ ক ড শ

৭০৭১ আম্বিয়া বেগম ছালাম (বুলবুলী) পোঃ- জামালপুর বাংলাদেশ ১৮ ছাত্রী স হ ধ ড

৭১১১ আহমদ আল মামুন C/o- মোঃ সেকেন্দার আলি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কলেজ অব এডুকেশন রংপুর বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র জ গ চ

৭৬৩০ আমজান Minsk - 30 (Index no. 220030) Octoberskiya Street-2 Hostel-5 Room no- 344 U. S, S. R. ২০ ছাত্র ড ন গ য ভাষা বাংলা ইংরাজী রাশিয়ান

৬৭৮২ এম, এ, মজিদ C/o M/S. Shahidullah & Bros. Po.—Bheramara Kushtia B. D. ২২ ছাত্র র জ ব গ য ছ খ চ অ

৭৬১৪ এস, এম, মিজানুর রহমান ১২ চম্পাতলী লেন পোঃ- পোস্তা ঢাকা বাংলাদেশ ২০ ছাত্র উ চ ছ ড দ প ফ ভ

৭৬৩২ ওমর-আল-আস Minsk-30 (Index no. 220030) October Street-2 Byelorussian state Univ. Hostel No-5 Room - 348 U. S. S, R ২০ ছাত্র গ য ন চ ঙ

৭৩১৩ কে, এম, এ গাফফার C/o হজরত আলি ভূঁইয়া ৩৪৮ সাহসুজা রোড নারায়ণগঞ্জ ঢাকা বাংলাদেশ হ গ ভ চ অ

কৃষ্ণা হোর চট্টগ্রাম ১০ ছাত্রী গ ক ড হ

৭২২৩ শ্রীমতি খেয়ালী বসু 56/4 Rindall Avenue Cote st. luc. Montreal Canada গ য ভ

৭০৩৪ গাজী মোঃ আবদুল ওয়াহাব বেলনাবাবুর কান্দি রোহিতপুর ঢাকা বাংলাদেশ ২৪ ছাত্র স র গ য খ

৭২২৬ শ্রীমতি চিত্রা ঘোষ 2 Royal Yorh Road Apt. no. 102 Toronto-14 Canada নাচ

৭৫৭৩ চন্দন মণ্ডল C/o বিজয় চন্দ্র মণ্ডল থানা রোড লালমণির হাট রংপুর বাংলাদেশ ১৮ খ গ ছ ন ভ হ র

৭৬৭৬ চিত্তরঞ্জন মাহাতো M/V Cora Bank Andrew & Co. Ltd. 21 Bury Street London E. C. 3 A. 5AU. England ২৭ চাকুরী ভ্রমণ

৬৯৩৭ মিঃ ছালাহ উদ্দিন Bank of Oman Ltd. Po. Box no-2111 Dubai United Arab Emirates Arabian Gulf ২৬ চাকুরী রবীন্দ্র সঙ্গীত ছবি দেখা ভ্রমণ রাজনৈতিক পত্র পত্রিকা পড়া পত্র মিতালী

৭০৩৭ জাহান আরা শেখ (সাকু) বমনা ঢাকা ১৬ ছাত্রী র হ শ ভ

৭৬৭৩ জ, ম, শাহ্‌ন্‌ওয়াজ হোসেন ডুমুরিয়া খুলনা বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র র ব গ ছ খ চ

৭৫৮৩ দেবব্রত সরকার (আই, এ) গ্রাম— বজরাপুর পোষ্ট— খালিশপুর জেলা— যশোর বাংলাদেশ ২৭ শিক্ষকতা হ ধ জ্ঞ শ গ

৭১১২ নীনা টাঙ্গাইল বাংলাদেশ ১৮ বেকার র হ চ অ

৭৪৭৮ নাইম আহমেদ ১৫ বাগডাসা লেন বাবুবাজার ঢাকা-১ বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র উ ছ দ ড

৭৬৭৪ নাসিম রেজা C/o আঃ ক ম ইউনুসুর রহমান হসপিটাল রোড চাপাই নবাবগঞ্জ রাজশাহী বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র খ গ জ ড চ ভ হ ব জ্ঞ

৭০১৯ পরিমল কুমার ভৌমিক লোন সিং ফরিদপুর (থানা নড়িয়া) বাংলাদেশ ১১ ছাত্র ক গ জ্ঞ ধ গ ভ ড খ চ

৭৫৪২ পারভীন সুলতানা সাতক্ষীরা ১৬ হ ড

৭৫৪৩ পল্টু ঘোষ 448 Indian Grove Toronto Canada ছাত্র গ খ র চ

ইংরাজীতে পত্রালাপ করতে হবে

৭০১১ ফাতেমা রহমান (এমিলি) ঢাকা-২ ১৭ ছাত্রী হ শ জ্ঞ গ ষ ভ ড চ জ্ঞ

৭১৭৪ ফরহাদ জাহান (পপি) C/o জনাব মোরশেদ আলম মৌজগুনি খালিশপুর খুলনা বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র গ চ ছ

৭০৯৭ বিশ্বনাথ দত্ত পোঃ ও গ্রাঃ বড়পাউলদিয়া ঢাকা বিক্রমপুর বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র স জ্ঞ ব ধ ভ ছ

৬৯৪৭ তপন কুমার মুখার্জী 135 Adams Avenue West Newton Mass 20165 ৪২ বৈজ্ঞানিক বাংলা সাহিত্য পড়া

৭৩৫৪ দিপালী ভট্টাচার্য্য 1600 Garrett Road Barclay Square (H-208) Upper Darby P. A. 19082 U.S.A. ২০ ছাত্রী (মেডিকেল) ন গ গীটার পত্রমিতালী

৭৫২২ শ্রীমতি দিপালী ব্যানার্জী 5 Capri Towers Apt. no. 611 Islingtion Toronto Canada ভ ছ অতিথি সংকার

৭৭২৪ শ্রীমতি দেবারতি পাল চৌধুরী 535 East 14th Street Apt. no.-10B Newyork N. Y. 10009 U.S.A. গ য ভ গল্পের বই পড়া অতিথি সংকার

৭৪৭৪ নিহারেন্দু বোস Vancauver Building st. Jamestown 240 Wellesley street Apt. no. 2012 Toronto Canada খ ভ গ য

৫৫৭ পিনাকী রঞ্জন রায় 150 Lans Downe Ave. Toronto-3 Ontorio Canada ৩৬ শিক্ষানবীশ জ্ঞ ধ ভ খ

২৮১৬ প্রদ্যোৎ কুমার পুরকায়স্থ 35 Ryde Road Pymble 2073 Sydney Nsw. Australia ৫০ গবেষক হ জ্ঞ য ভ ছ খ

৬৮৩৩ মহঃ আব্দুল মালেক C/o মহঃ হামিদুর রহমান দরগা রোড সিরাজগঞ্জ পাবনা বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র হ জ্ঞ ভ ড খ চ অ

৬৯৩০ মহম্মদ সৈফুল আলম C/o মেসার্স আলম ব্রাদার্স ৭১৬ খাতুনগঞ্জ চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ২০ ছাত্র স র হ জ্ঞ ভ অ

৬৯৯২ মোঃ আব্দুর রহমান C/o দাউদ নবী মোল্লা, টোলরোড থানা-পাড়া পাবনা বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র শ জ্ঞ ব ধ ভ ছ ড খ চ

৭০৭৭ মোঃ শরিফুল কবির লুতফর কুটির রায়ের বাজার ঢাকা-৯ বাংলা দেশ ১০ ছাত্র য খ চ ব ভ ছ ড অ

৭১২৩ ডঃ মানস চক্রবর্ত্তী 8r Riverside Street Watertown Massachusetts U. S. A. ১৬ ইঞ্জিঃ ছ জ্ঞ হ

৭১৭৬ মুরলী ধর চক্রবর্ত্তী 202 West Washington Street, Black Burg Uirginia - 24060 U. S. A. ২৮ ছাত্র র জ্ঞ ভ ছ খ চ

৭১৯৭ মোহাম্মদ হাসান C/o বই বিতান বাটালী রোড চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৩ ছাত্র জ্ঞ ড

৭২৬৫ মুজিবর রহমান C/o ওবায়দুর রহমান ক্লথ মার্চেন্ট গ্রাঃ ও পোঃ- সেতাবগঞ্জ দিনাজপুর বাংলাদেশ ২০ ছাত্র ভ ড চ

৭৫৫৮ মোঃ মতিউল ইসলাম (লোহানী) সেলিমমঞ্জ দামপুরা কাচারী রোড পোঃ- গাংগোর রাজশাহী বাংলাদেশ ২০ সাংবাদিকতা অ উ খ ছ

৭৬০৫ মোসাম্মৎ রুণা লায়লা কালিতলা ১৭ ছাত্রী খ গ চ ছ অ জ দ ধ ভ স হ

৭৬০৬ মোঃ ইলিয়াস আলী গ্রাঃ ও পোঃ- মহীশালবাড়ী ভায়া- গোদাগাড়ি জেঃ— রাজশাহী বাংলাদেশ ২৫ ছাত্র খ গ ঘ চ ছ জ ড ত দ

৭৬২৯ মোঃ মুজিবর রহমান উজানখাগড়া দাপুনিয়া ময়মনসিংহ বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র অ খ ঘ ছ জ ড

বি ৬৩৮৪ ডাঃ রণেন্দ্র নাথ দে 44 Irving st. 3rd Floor (Left) Worcester Mass 01610 ৩১ ডাক্তারী ভ চ ছ গ স হ

৭৩৫৩ শ্রীমতি রত্না দে 44 Church st. Spencer Mass 01562 ২৮ শিক্ষিকা হ অ গ পত্রালাপ সূচীশিল্পী নাটক অভিনয় পরিচালনা সংস্কৃতি সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা

১৩৮ ডাঃ শহীদুর রহমান C/o Rangoon Drug House 819 Dalhousi Street (Near 10th Street) Rangoon Burma ৫৫ ব্যবসা স হ ব বাংলার সেবাকরা

৬৯৮৮ শীতল রায় C/o রজনীকান্ত রায় রামের দীঘির পাড় সিলেট বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র র জ্ঞ ছ ড খ চ

৭২২৫ শোভারাণী ধর বাংলাদেশ ১৮ ছাত্রী ভ

৭৬৩১ শ্যামল সোম Minsk - 30 (Index no. 220030) Octoberskaya Street - 2 Byelorussian State Uuiv Hostel - 5 Room - 348 U. S. S. R. ১৯ ছাত্র গ য ন ড উ

৭৬৫৯ শেখ ফরিদ উদ্দীন আহমেদ সিদ্দিক এণ্ড কোঃ ১১৫ সদর রোড বরিশাল বাংলাদেশ ২০ ছাত্র হ

৬১৫২ সন্তোষ কুমার গুহ রায় 70 Miskin Street Cathays Cardift (U. K.) C F 2 4 A R ২৯ রাসায়নবিদ স শ ভ গ জ্ঞ

বৈদেশিক মিতাদের তালিকা

৬৮৭২ সুভাষ গুপ্ত 8 Common st Waltham Mass. 02154 ২৫ Metallurgist চ খ র টি, ভি, দেখা

৭০১২ সচ্চিদানন্দ দাস চৌধুরী C/o জনার্দন চন্দ্র দাস চৌধুরী সাহিত্য বিশারদ হাতিয়া নোয়াখালী বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র হ জ্ঞ গ য ক্ষ

৭১২৪ সাক ক্লেয়ার Chak C. Chamber-76 Maison Delinde 7- R Boulevard Jourdan 75690 Paris Cedex-14 France ২৯ ছাত্র হ জ্ঞ

৭১৯৪ সুমন হক বাংলাদেশ ২৫ ছাত্রী গ খ চ

৭২০০ স্বপন সাহা C/o মতিলাল সাহা গাঙ্গুলী পাড়া হাজী মহসীন রোড চাঁদপুর কুমিল্লা বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র স র জ্ঞ ভ চ ছ অ

৭৪২১ ডাঃ সৌমেন বসু Dept. of Chemestry Lasha Millar-Chemical Laboratory 80 st. George street Toronto-5 Ontorio Canada ৩০ কেমিষ্ট (P. H. D) হ গ খ ফুটবল টেবিলটেনিশ

৭৫৫৯ হরিরাধন চন্দ্র বর্ধন গ্রাঃ- মেড্ডা উত্তর পোঃ- ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুমিল্লা বাংলাদেশ ২১ চাকুরী ব

৭৬৪৯ হাসিনা মমতাজ জয়দেবপুর ঢাকা ১৬ ছাত্রী ড ভ ফ ভিউকার্ড হিন্দীগান।

বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দ খুব বেশী নেই আমাদের সমাজে। থাকলে এ দুর্দশা হতনা আমাদের। কিন্তু যাদের আমরা চিনিনা, যাদের নাম কখনও শুনিনি এমন লোকের মধ্যেও অসাধারণ লোক আছেন। তাই এত দুর্দশা সত্বেও আমরা তলিয়ে যাইনি।

— বনফুল

সংগ্রাহক — বি ৫৫৯০ রঞ্জিতকুমার দত্ত।

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী

বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ়—১৩৮১

বিশ্ব মিতাদের পরিচয়ের তালিকা

১৫শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

বর্ত্তমান তালিকায় সংঘ যে কয়জন বিশ্বমিতা লাভে সমর্থ হয়েছে তাঁদের পুর্ণ পরিচয় প্রকাশ করা হল।

অসাবধানতা বশতঃ যদি কোন মিতার পরিচয় বাদ পড়ে যায় তবে সংঘকে তা জানিয়ে দিলে লিপিমিতার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। অনুরাগ বা সখের বিষয়ের পরিবর্ত্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহার করা হয়েছে এগুলির তাৎপর্য নতুন মিতাদের পরিচয়ের তালিকার সূচনাতেই প্রকাশ করা হয়েছে। বাহুল্যহেতু এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হল না।

৪৩২ অমর কুমার দাশ Pramatha Kuti 29 Sondlapara Road Ichapur 24 pargans ৩৬ চাকুরী হ ড ভ

৫৫০ অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় C/o Calcutta Docking & Engg. Co. 12 Govt. Place (East) Cal-1 ৩৯ চাকুরী হ স ধ খ ফ

৯৯৩ অমিয় কুমার মুখার্জী প্রাঃ ও পোঃ- জয়কৃষ্ণপুর বাঁকুড়া ২৭ ছাত্র স হ খ ড ছোট গল্প ও কবিতা লেখা

৩৮১৩ অশোক সামন্ত ৮৯এ লেনিন সরণী কলি-১৩; ২৪ ছাত্র ড ফাষ্ট ডে কভার মোটর চালনা রাইফেল

৩৯৬৮ অসিত কুমার সাহা 24 A Chitpore Bridge Approach Po.-Baghbazar Cal-3 ২৪ ছাত্র ধ চ ফ হ

বিশ্ব মিতাদের পরিচয়ের তালিকা:

৪০২৮ অনন্ত কুমার বিশ্বাস Ratan farm No-2 Po. Sakti fasm Nainital U. P. ২৫ চাকুরী হ জ্ঞ ধ গ য ভ চ

৬১৬০ অমিয় কুমার কুণ্ডী 194 MTN. Gegt. C/o 99 A. P. O. ২৪ চাকুরী স র হ ধ গ য

৬১৩৩ অবনি ভূষণ বসাক ইনচার্জ নং ৩ কোল ডিপো ৩৫ নর্থ রোড বার্ণপুর বর্দ্ধমান ৩৫ কর্ম্মচারী স ধ

৬৩৭৭ অরুণ কুমার মুখার্জী Gurandi House Block-B Flat-2 Upkar Garden Asansol Burdwan ২১ ছাত্র জ্ঞ ভ অ

৬৬৪৫ অসিত বরণ হাজরা পোঃ- মাসজোয়ান নদীয়া ৩১ গৃহশিক্ষক হ

৬৮৯৯ অনিল চ্যাটার্জী C/o Executive Engineer C. P. W. D, Electrical Po - Jorhat - 5 Dist Shibsagar Assam ৩০ চাকুরী ব জ্ঞ

৭০৬৩ অশোক কুমার সোম কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল ৫৯ লিনটন ১৮১ কলিঃ ১৪ ; ১৬ ছাত্র স চ

৭১৬৫ অশোক কুমার মুখার্জী (গোপাল) ২১/এ সখের বাজার লেন ভদ্রকালী হুগলী ২১ ছাত্র স ভ ড ব ধ প য আঁকা বিদেশী ও প্রাচীন মুদ্রা উপহার বিনিময় বিদেশী পোষ্ট কার্ড

৭১৯৩ অমলেন্দু বিকাশ শতপথী (P. and U. Indian oil Corporation Ltd. Haldia Refinery Project. Po. Haldia Refinery Dist.— Midnapore ২৮ চাকুরী ভ ছ চ

৭১৩১ অঞ্জন সরকার নলহাটি পশ্চিম বাজার নলহাটি— ৭৩১২২০ বীরভূম ১৮ ছাত্র ভ চ মিতালী ও ঝগড়া করা

৭৩২০ অজিত সাহা C/o জলি ফ্রেণ্ডস্ হরেকৃষ্ণপুর মুর্শিদাবাদ ২২ ছাত্র র হ

৬১৬৯ আশিস সেনগুপ্ত A-3161 Road no. 6 H. B. Town Sode-Pur 24 Pargans ১০ ছাত্র ড খ চ ভ হ

৬৩৯৭ আরতি রাহা দুর্গাপুর - ২ ; ২৬ চাকুরী র হ গ ভ খ চ

৬৬০৫ আশিস সরকার C/o তুষার কান্তি ঘোষ জোত কমল জাঙ্গিপাড়া পিন- ৭৪২২১৩ মুর্শিদাবাদ ২১ ছাত্র হ গ ভ ড খ চ অ

৬৭৬৬ আরতি মিশ্র কটক - ২ উড়িষ্যা ৩৮ গৃহস্থালী হ ক ক

বিশ্ব মিতাদের পরিচয়ের তালিকা

৬৪৭ উত্থান পদ বিজলী গ্রাঃ নারিকেল ডাঙ্গা পোঃ বেনীপুর ভায়া— মগরাহাট ২৪ পরগনা ৩১ ছাত্র এম, এ (বাংলা) এম এ (নাটক), কবিতা স হ ধ

৬৬১১ উমেশ চন্দ্র বিশ্বাস 128 Straight Mile Road Jamshedpur-I ৪৯ চাকুরী ছ ভ ফ বেহালা গীটার

৬৪৮৭ এম, সি, মান্না ডাককর্মী মালদা হেড অফিস মালদা ২৭ চাকুরী

৫৫৮১ কন্দর্প নারায়ণ ভট্টাচার্য গ্রাঃ ও পোঃ কল্যাণপুর ত্রিপুরা ২৮ শিক্ষকতা গ চ ভ বন্ধুত্ব দর্শন মানবমন আধ্যাত্মিকতা

৬৭২৩ কমল কুমার মণ্ডল থানা- স্বরূপ নগর গ্রাঃ ও পোঃ- তেঁতুলিয়া ২৪ পরগনা ২৬ চাকুরী স র হ শ জ্ঞ গ য

১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে গিরিবালা হোমিও হল পোঃ ও জেঃ— পুরুলিয়া ৬০ চিকিৎসক (হোমিও) হ ব ধ কৃতি বাঙালীদের সঙ্গে পত্রালাপ

২০৬১ গোপা মুখোপাধ্যায় হাওড়া ৩৩ গৃহস্থালী স ধ গ ভ প

৩০১৮ গীতা সিন্‌হা এম; বি, বি, এস, কলি-৬, ২৩ চিকিৎসা অ গ হ ভ স

৩৪৭৭ ডাঃ গৌতম কুমার ভট্টাচার্য B. V. Sc & A. H. Vetrinary Asstt. Surgeon Dev. Block Sital Kuchi Dt. Cooch Behar ২৭ ডাক্তার জ্ঞ গ য ছ ভ শ হ

৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় B. E. E. D. I. C. (Lond) M. Phil (Lond) C/o এস, এন, লাহিড়ী ৪৪/২৫/১ বি, টি, রোড; কলি- ৫০; ৩২ কমপিউটার প্রোগ্রামিং স হ শ জ্ঞ গ য ছ ক্ষ ইলেকট্রনিক্‌স টেপরেকডিং

বি ৭৪১৫ ডাঃ গুরুদাস কুমার (M. Sc. P. H. D.) ২৬ সখের বাজার লেন ভদ্রকালী হুগলী ৫৬ বিজ্ঞান গবেষক ঙ হ জ্ঞ ভ য ধ চিত্র শিল্প

৬৬১৯ চণ্ডিকা প্রসাদ ঘোষাল গ্রাঃ ও পোঃ নগর লাল বাজার জেলা- কুচবিহার ১৬ ছাত্র হ জ্ঞ ব ছ ড খ গ য

৪৪ জগন্নাথ জানা ২৩ এ, পি আঢ্য লেন পোঃ- সেওড়াফুলি হুগলী ৩৯ ব্যবসা ড স হ ভ মুদ্রাসংগ্রহ

৫৬৮৪ জীবন ভদ্র Stewarts & Lloyds of (I) Ltd. C/o SPIC Po.— Spic Nagar Tuticorin - TAMILNADU ৩১ চাকুরী ভ স হ খ

৬৯২৬ জয়ন্ত কুমার নাগ ১৭/৩ ডি, রায় জে, এন, বাহাদুর রোড বালী হাওড়া ২৬ ব্যবসা জ্ঞ স হ ব গ ভ দ খ চ অ

৭১২৬ জহর কুমার দাস ২; দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড কলিকাতা-১৪ ; ১৮ ছাত্র খ চ য ব্যায়াম

৬১৪৭ তারাপদ মজুমদার গ্রাঃ— আস্তাড়া পোঃ— ডিমারীহাট মেদিনীপুর ২৮ ছাত্র স র হ চ ভ

৬৩৩৩ ডাঃ তিমির বরণ ভট্টাচার্য C. D. Depot ১১ গিরিবাবু লেন কলি-১২ ৩২ চাকুরী ধ গ য ভ খ চ

৬৩৩৫ তপন কুমার দাসগুপ্ত গ্রাঃ নুঙ্গি (শানিপাড়া) পোঃ বাটানগর ২৪ পরগনা ১০ ছাত্র মিতালী আঁকা সাঁতার কাটা

৬৭১৬ তপন কুমার সরকার C/o P. C. Sarkar S. A. E. Po.- Kush-mondi Dt.- West Dinajpur ১৫ ছাত্র স র হ জ্ঞ চ

৫২৭০ দিলীপ কুমার মণ্ডল Murlidhar Ratanlal 28 Amratala Street Cal-1 ৩০ চাকুরী ভ ড য জ্ঞ ব ফটোগ্রাফী

৫১১৮ NK. দুর্গাদাস রায় OP. SEC. 1 Coy 19 Inf. Div. Sig. Regt. C/o 56 APO ২৮ চাকুরী ক ভ ড খ

৬৮০৭ দীপক সাহা Room no. 112 Ruiyahostel Benaras Hindu University Varanasi - 5 U. P. ১০ ছাত্র জ্ঞ য ড খ

৬৬১৪ দেবী প্রসাদ সিংহরায় Excutive Engincer Nadia Irrigation Divission 8/1, Ramkrishna Mitra Lane Krishnanagar Nadia ৪২ ইঞ্জিনীয়ার স হ ঞ ধ খ চ

৭০২০ দীপক কুমার দাস C/o উপেন্দ্র মেডিক্যাল হল পোঃ হিঙ্গলগঞ্জ ২৪ পরগণা ১১ ছাত্র স হ ঞ ব গ য ভ

১৬২১ নীলিকা চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা-২০ ; ১৬ হ শ গ য ড

২১৪৬ নির্ম্মল কান্তি দেবনাথ কোঃ নং বি/2-১৯/১ বিশ্বকর্ম্মা নগর দুর্গাপুর-১০ বর্ধমান ৩১ চাকুরী ভ হ খ

৫৮৯৭ নরেন্দ্র দেবশর্মা 100 MTN. Regt. C/o 99 A. P O. ৩০ সামরিক অফিসার হ গ চ স র ভ

৭২৩৯ নিতাই কুমার সাহা বাসন্তীপাড়া পোঃ বড়পেটা কামরূপ আসাম ২৩ হ ব গ ভ চ অ

৪৬৬৩ পঙ্কজাক্ষ চট্টরাজ জ্ঞান মুখার্জী রোড, হীরাপুর ধানবাদ ৩৬ চাকুরী ও ব্যবসা খ চ ব স ভ হ ধ গ য

৫৪০১ পান্নালাল ঘোষ C/o. চিত্তরঞ্জন ঘোষ হায়েৎপুর বাঙলা বাটানগর ২৪ পরগনা ২১ ছাত্র বই পড়া ফুটবল খেলা পত্রমিতালি

৫৬৯৪ প্রবীর কুমার সিন্‌হা ২৬/২ মহাপ্রভুপাড়া নবদ্বীপ-৭৪১৩০২ নদীয়া

৬৪৫৩ প্রবীর চক্রবর্তী C/o. পি এন চক্রবর্তী ভারতনগর শিলিগুড়ি দার্জিলিং ২৩ ছাত্র হ ব ছ খ আবৃত্তি বাগান করা বাণী

৬৬৫৭ পংকজ কুমার কোলে State Bank of India Rourkella Orissa ২৭ কেরাণী গ য ভ

৬৪৭২ প্রদীপ দাস C/o. গোপাল চন্দ্র দাস চিকরণ্ড (হরিসভার কাছে) জনাই হুগলী ২১ ছাত্র হ ভ

৬৭৫০ প্রভাস কুমার শী রাজাবাজার পোঃ জেলা মেদিনীপুর ২০ ছাত্র স জ্ঞ ভ ছ ড খ অ

৬৭৯২ পিন্টু ঘোষ নগেন্দ্র নাথ মুখার্জী রোড পানীহাটী ২৪ পরগনা ২৪ ছাত্র স র হ শ ধ গ

৬৮৭৬ পূর্ণানন্দ রায় C/o. মোহিনী মোহন সাহা ওল্ড মায়াপুর নবদ্বীপ নদীয়া ২২ ছাত্র (ইঞ্জিঃ) স র হ গ ভ চ অ

৫৩৮৫ বিশ্বনাথ বিশ্বাস C p l B. N. Biswas Sigs. Sec. A M C C (E) A. F. Monglyer Shillong-9 ২৫ চাকুরী স ভ ছ খ ক

৫৭৫৮ বিমল পাল ৩৫ মহেন্দ্র বাগচী রোড বালী হাওড়া ২৫ চাকুরী হ ধ গ ভ চ ফ

৬১১২ ব্যোমকেশ দাস C/o. ধীরেন্দ্র নাথ দাস গ্রাম জালাল খাঁ বাড় পোঃ কাঁথি মেদিনীপুর ২৩ ছাত্র স হ জ্ঞ ভ গ খ

৬৩৩৯ বঙ্কিম চন্দ্র দে নূনগোলা রোড পোঃ জেলা বাঁকুড়া ২০ ছাত্র হ আঁকা

৬৪৬৩ বিল্বদল চ্যাটার্জী মতৃভবন ১২ গোপী কৃষ্ণ রোড ভাটপাড়া ২৪ পরগনা ছাত্র জ্ঞ ড খ

৬৫২২ বীণা রায় (বসু) কলি-৬ প্রধান শিক্ষিকা স হ্‌ শ জ্ঞ ধ গ ভ খ ক্ষ

৬৬৭১ বিমলেন্দু ঘোষ বিহার ২৮ চাকুরী খ গ ভ ছ হ র

৭২৮৮ বসির চক্কর U. A. H. Q. 13 B. R. T. F. C/o 99 A. P. O. ১৪ চাকুরী গ ভ চ

৭৪৪৬ বিশ্ববসু দাস Anthropological Survey of India North East India Station Shib Bhawan Lachumiere Shillong-1 Meghalaya 793003 ২৬ চাকুরী র হ ছ ধ

৭৪৮৬ বিভাস রঞ্জন দাস Bipin Paul Road Karimganj Cachar Assam ১১ ছাত্র অ খ ঙ র

৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র Qit. no- K-23/2 and-3 Po.- Burnpur Burdwan ১১ ছাত্র খ

৩১৩২ মিনতি মজুমদার কানপুর-১১, ২৩ ছাত্রী র হ সূচীশিল্প

৫০৩৫ মিলন কুমার পাল L. M. E Emmes Metal (P) Ltd. 147 Govt. Industrial Estate Kandivli (West) Bombay - 67 ২৭ ছাত্র ভ ছ স ধ খ ঙ চ

৫৩৪৩ মন্মথ হাওলাদার Office of the Dist. family Planning office Cum Health office P. o. Jagdalpur. Bastar M. P. ১৪ চাকুরী ও ছাত্র ধ য র

৫৩৮৬ মিলন কুমার ঘোষ C/o ভবানীপুর অটো এজেন্সী ১৬-সি আশুতোষ মুখার্জী রোড কলি - ২০ ; ৩৬ চাকুরী হ কাব্য ভ

৫৮০৬ মানিকলাল রায় I. N. S. Trata C. W. School Calaba Bombay - 5 ১৪ নেভী খ

৬৩৬৩ মাধুরী ভট্টাচার্য আগরতলা ত্রিপুরা ১০ ছাত্রী ব গ ভ চ

৬৯৯৫ মদন মোহন দত্ত C/o নিত্যানন্দ চ্যাটার্জী সোনামুখী বাঁকুড়া (রতনগঞ্জ) ৩১ ব্যবসা বহু ভাষা শিক্ষা গ য ভ ক খ

৬৭৪৩ মৈত্রেয়ী দত্ত আগরতলা ত্রিপুরা ২০ ছাত্রী স হ শ ধ গ ছ

৭৩৭৫ ডঃ মৃগেন দত্ত ৫/২ জগন্নাথ দত্ত লেন কলিঃ ৭০০০০৯ ; ৩২ অধ্যাপক জ্ঞ হ

৮৬৮ রাখাল চন্দ্র পাত্র (স্বামী মীন নাথ নন্দ) সাং যোগমায়া আশ্রম আনন্দনগর পোঃ জেঃ মেদিনীপুর ৩৩ বিষয় দেখাশোনা করা জ্ঞ ধ জ্যোতিষ

৪১১০ রমেন্দ্র নারায়ণ অধিকারী C/o. পাদুকা শিল্প মন্দির ১/সি কর্ণওয়ালিস বিল্ডিং কলিঃ - ১২ ২৬ ছাত্র ড ফাষ্ট ডে কভার

৬৬৭৬ রবীন্দ্রনাথ বাগচী Po. Moubhandar Singbhum Bihar ৪২ কেমিক্যাল ইঞ্জিঃ স র হ জ্ঞ ধ গ য খ চ অ

৭৩৪৯ রত্না রায় বর্ধমান ১৮ অ গ আবৃত্তি

৭৩৫০ রবীন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী F-8 Section A. F. K. Puna-3 ২৬ চাকুরী খ চ গ হ

৬৮১০ রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় Geological Survey of India Po. Dist. Ukhrul Manipur ৩২ ভূতত্ত্ববিদ স হ ভ ধ

৭২৭৯ লোকনাথ সাহা C/o. Loke Nath Stores Lokhtoxia Road Gouhati - 1 Assam ২০ ছাত্র স হ জ্ঞ ব

৪৯৮ শিবানন্দ বোস দেবনিবাস ভুবনেশ্বর - ২ পুরী উড়িষ্যা ৩৩ ছাত্র স ব হ

৯০৫ শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ রাম চন্দ্র চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা - ৭ ৩৫ ব্যবসা স হ পত্রালাপ

২৬৭৬ শিবানন্দ বসু C/o S. N. Dutta Qrt. No. C D 211/2 Sector-II Po. Ranchi-4 Bihar ৩৪ চাকুরী ভ

৫৯১২ শ্যামল কুমার চৌধুরী Po. Dhankail Kaliyaganj West Dinajpur ১৮ ছাত্র হ ধ গ য ভ ড়

৬৩৯৬ শুক্লা চ্যাটার্জী ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর ২২ ছাত্রী গ য ভ

৬৫১৬ শ্যামল ব্যানার্জী কুলটি ওয়ার্কস মেসিন সপ কুলটি বর্ধমান ৩০ চাকুরী গ য হ ভ অ

৬৮২৩ শ্যামল কুমার সিনহা ৮০/১/১ অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জী লেন সাঁত্রাগাছি হাওড়া ৭১১১০৪ ২০ ছাত্র অ খ চ ড ভ স

৭০২৭ শিখা বণিক বনমালীপুর ২১ ছাত্রী খ সংবাদ সংগ্রহ

৭২১৫ শ্যামল সিকদার No. 12 Airforce Hospital Po. Kunpaghat Gorakhpur U. P. ২৭ চাকুরী খ চ অ

বিশ্ব মিতাদের পরিচয়ের তালিকা

৭২৫৯ শ্যামা প্রসাদ ব্যানার্জী ৪ বৃন্দাবন দত্ত লেন সালকিয়া (বাঁধাঘাট) হাওড়া-৬ ২৫ শিক্ষক হ ব গ য

৭৪৯৯ শ্রীকুমার দে পাতুলিয়া গভঃ কোয়াটার রুম নং বি ৯৪ পোঃ — পাতুলিয়া ভায়া টিটাগড় ২৪ পরগনা ১৮ ছাত্র অ উ খ গ জ ভ হ য জ্ঞ

১৬৩৭ সমর কুমার বসু ১৩/১/১ মনোহর পুকুর রোড কলিকাতা -২৬ ২৭ ছাত্র স জ্ঞ র ছ গ খ ফ জ্যোতিবিদ্যা

৩৩৪৫ সমীর দে শশীধাম শেওড়াফুলি হুগলী ৩৫ চাকুরী হ ভ গ ছ ড মুদ্রা ভিউকার্ড স্বাক্ষর সংগ্রহ

৩৫৭৯ সুধীর কুমার দাস G-28 Naherujinagar New Delhi-16 ৪৫ চাকুরী গ য শ হ ভ ছ চ

৩৭১৭ সেখ নজরুল ইসলাম গ্রাম ও পোঃ — ধূলাসিমলা হাওড়া ২৮ ছাত্র হ ভ খ

৩৭৪৬ সত্যেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয় পোঃ—খোয়াই ত্রিপুরা ৩৭ চাকুরী শ স

৫৬২৫ সুভাস ব্যানার্জী Near Dr. S. Bhattacharya Patelfield Samastipur Bihar ২৫ চাকুরী শিল্পী গ য হ

৫৮৭০ সুধীর দাস 7094456 721 T P T W / Shop Coy E M E Co. 56 A P O ৩০ চাকুরী খ পত্রবন্ধু

৬১৫০ সুখময় কুণ্ডু C/o. S. KUNDU 46 HOSPITAL ROAD Po. TANGLA DARRANG ASSAM ১০ ছাত্র খ ভ র হ

৬৫৪৮ সুব্রত ঘোষ ,৭৭ বিধান সরণী কলিকাতা-৬ ১২ ছাত্র হ ব গ য ভ ছ ফ

৬৬১৮ সুজিত কুমার রায় BOMBAY CENTRAL CIRCLE II C P W D New C. G. O. BUILDING 4th. Floor BOMBAY—400020 ৩০ চাকুরী স র জ্ঞ ভ ছ খ চ

৬৭৮৩ স্নিগ্ধা দাশগুপ্ত ত্রিপুরা ২৪ ছাত্রী গ ভ সেলাই

৬৬৫৪ সুরজিৎ দে (Lieutenant) 6 Mahar (Borders) C/o. 99 APO. ২৭ সৈনিক গ ভ

৬৭৫৪ সুবোধ কুমার জানা বালী জুনিয়ার বেসিক স্কুল বিজয়নগর ২৪ পরগনা ৩০ শিক্ষক অ গ খ চ ভ স হ

৬৮১৫ সঞ্জিব দাসগুপ্ত Union Bank of India 38 S..nd Road Cal-1 ৩১ চাকুরী গ য ভ ছ

৬৮৮৭ সুকুমার মুখার্জী (A. C. A) S. Mukherjee & Co. Tax Consultants 113/1 B Rashbehari Avenue Cal- 29 ৩৩ চাকুরী স হ শ

৬৯৫৪ সুশান্ত বমন 10 Tottee Lane Po. Parkstreet Cal- 16 ২০ ব্যবসায়ী শ ব গ য ভ চ

৭০২২ স্বপন সাঁতরা ১৪২/২ রায় বাহাদুর রোড বেহালা - ৭০০০৩৪, ১৮ ছাত্র গ য খ চ অ

৭১৮৪ সুব্রত ভট্টাচার্য্য Netaji Subhas Vidya yatan Po. Diglipur North Andaman. ২২ চাকুরী হ ভ খ

৭২০৬ স্বপন কুমার ঘোষ ষ্টেশন রোড চৌরাস্তা দেবগ্রাম নদীয়া ২১ ছাত্র হ স শ ধ গ য চ অ

৭৩৪৩ সমীর রঞ্জন হোড় Rectt. Sec. ong. Commission Eastern Region Nazira Assam ৩৪ চাকুরী ড খ চ অ

৭৫৩৩ সন্তোষ কুমার ঘোষ B-45 Top Camp Noamundi Singbhum ২৭ চাকুরী খ জ ত ব

৫১৮৬ ষষ্ঠীচরণ দে C/o কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ থানা রোড তারকেশ্বর হুগলী ৪০ স্বর্ণশিল্পী ভ

৭১৭০ নন্দীনাথ লাহিড়ী State Bank of India Katihar Bazzar Pay Office Katihar Purnea N. Bihar ২৬ চাকুরী র হ ভ ড খ

৭০৬৬ দিলীপ কুমার গাঙ্গুলী M/V V. TAJ. Shipping Corp. of India Shipping House opp. Schivalaya Madamcama Rd. BOMBAY B R. 20. ৩৯ চাকুরী জ ধ গ ভ খ দ

— —::——